প্রকাশক : সুধীন্দ্র চৌধুরী
৮২, মহাত্মা গান্ধী রোড।
কলিকাতা—৯

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৬০

প্রচ্ছদ : বিভূতি সেনগুপ্ত

মুদ্রক :
শ্রীশক্তিপদ পাল
শ্রীলক্ষ্মী প্রেস
৩৬/ডি, বেথুন রো,
কলিকাতা—৬

লেখক পরিচিতি

আর. এম. ব্যালেণ্টাইন

জন্ম ১৮২৫ সালের ২৪ শে এপ্রিল, এডিনবার্গ শহরে। কৈশোরে কানাডার হাডসন বে কোম্পানিতে ক্লার্কের চাকরী দিয়ে কর্মজীবন শুরু। সাত বছর চাকরী করার পর অ্যাডভেঞ্চারের গল্প লেখা শুরু করেন। প্রথম বই 'দ্য ইয়ঙ ফার—ট্রেডারস্' ১৮৫৬ সালে প্রকাশিত হয়। তিনি ৮০ টিরও বেশী বই লেখেন। বেশীর ভাগ বইই ছোটদের জন্য। তার মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতি লাভ করে 'মার্টিন র‍্যাটলায়' 'ডগ্ ক্রুশো' এবং 'দ্য গরিলা হাণ্টার্স'। ১৮৯৪ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী রোম শহরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ছোট বড় সবার উপযোগী আমাদের প্রকাশনীর কয়েকটি গ্রন্থ।

অশোক নন্দীর : গ্রাম বাংলার ভূতের গল্প—৮ ০০
জুলে ভার্ণ : রাশিয়ার রাজদূত মাইকেল ষ্ট্রগফ—১৪·০০
পৃথ্বীরাজ সেন : নেকড়ে মায়ের মানব শিশু—৬·০০
শ্রীম কথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—১০·০০ (কিশোর সংস্করণ)

এক

"আমি একটা গরিলা চাই", পিটারকিনগে বলল। আমি তার দিকে তাকালাম। তার কথা ক'টা আমাকে চমকে দিল, আমি বুঝতে পারলাম সে মুখে যা বলছে সত্যি সে তা চায়। তার মুখের দিকে একবার তাকিয়েই সেটা পরিষ্কার হ'ল।

পিটারকিন এরকম ধরনেরই লোক। ঐ বিকেলের আগে বেশ কয়েক বছর তার সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ নেই। প্রশান্ত মহাসাগরে প্রবাল দ্বীপে অভিযানের সময় আমি, সে আর জ্যাক মারটিন একত্র হয়েছিলাম। তারপর থেকে কারও সঙ্গে কারো যোগাযোগ নেই।

তবে পিটারকিনের কথা মাঝে মাঝে কানে আসত। সে বেশ কিছু টাকা-পয়সার মালিক হয়েছে এবং বড় শিকারী হিসাবে নাম কিনেছে। খবর কাগজ মারফৎ জানতে পারি যে সে ভারতবর্ষে বাঘ শিকার করেছে, শ্রীলঙ্কায় হাতী মেরেছে এবং দক্ষিণের হিম-শীতল সমুদ্রে বিশাল তিমি মাছ শিকার করেছে। পৃথিবীময় সে ঘুরে বেড়িয়েছে এবং এমন এমন দুঃসাহসিক কাজ করেছে যা আমরা বাড়ী বসে শুধু কল্পনা করতে পারি বা স্বপ্ন দেখি।

ঐ দিন বিকেলবেলা ঘরে বসে আমি ঐসব কথা ভাবছিলাম, এমন সময় সে আমার পড়ার ঘরে এসে উদিত হ'ল। লোহার মত শক্ত হাতে সে আমার সঙ্গে করমর্দন করল, তারপর বলে ফেলল, "গরিলা চাই।"

আমি তার রোদেপোড়া মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলাম। না হেসে পারলাম না।

"তাহলে তুমি একটা গরিলা চাও তাই না?" আমি বললাম। "আমি দুঃখিত পিট., এ ব্যাপারে আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারছি না। যদিও আমি এক জন প্রাণী-বিজ্ঞানী তবুও এই মুহূর্ত্তে আমার ভাঁড়ারে কোনো গরিলা নেই।"

সে আমার দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকাল! চেহারায় সে ছোট্ট-খাট্ট, কিন্তু পুরনো চামড়ার মত শক্ত, নীল চোখদুটো তীক্ষ্ণ।

"দেখো, র‍্যাল্ফ, আমি ঠাট্টা করছিনা," সে বলল।

"আমি সব কিছু শিকার করেছি, কিন্তু ঐ একটি প্রাণী ছাড়া। ঐ প্রাণী আমি চোখেই দেখিনি। এই গরিলা, র‍্যাল্ফ, খুব সম্ভব আফ্রিকায় আছে। বেশ কয়েক বছর ধরে সেরকমই শুনে আসছি। তবে আমরা হলফ করে বলতে পারিনা যে আফ্রিকাতে গরিলা আছেই। তাই আমি ঠিক করেছি আমি গরিলা শিকার করব, আর না হয় প্রমাণ করব গরিলা বলে কিছু নেই। কাজটা খুব একটা খারাপ হবে না, কি বল?"

আমি মাথা নাড়লাম। এটা একটা কাজের কাজ হবে ভাবলাম আমি।

এসব ঘটেছে বহুবছর আগে, এই শতাব্দী শুরু হ'বার আগে। তখন আমার বয়স অল্প। আফ্রিকাও ছিল একটা গোপন দেশ; রুক্ষ, বর্বর তটভূমি ও ঘন সবুজ জঙ্গলের আড়ালে নিজের রহস্য লুকিয়ে রেখেছিল। সাদা চামড়ার লোকেরা বেশীর ভাগ অংশেরই রহস্যময়তা উদ্‌ঘাটন করতে পারেনি এবং যারা ঐ দেশে পা দিয়েছিল তারা অদ্ভুত ও উত্তেজনাকর গল্প নিযে ফিরে এসেছিল। তারা বলেছে, আফ্রিকা হ'ল মনুষ্যস্পর্শ রহিত দুর্গম বনরাজি লোকালয়হীন জলাভূমি, গোত্রহীন নদী ও নামহীন পাহাড়-পর্বতে পূর্ণ এক কুহেলিকা। এ হ'ল এক 'অন্ধকার দেশ', সুন্দর, বিশাল ও ভয়ঙ্কর।

এবং এই অফ্রিকাতেই নাকি গরিলা থাকে ; সে এক ভয়ঙ্কর দৈত্যসম প্রাণী, তুলনাহীন বিভীষিকা।

প্রাণীবিজ্ঞানী হিসাবে আমিও বেশ কৌতুহলী হ'লাম।

আমি পিটারকিন কে বললামঃ "এই গরিলা সম্বন্ধে তুমি কতটুকু জানো ?"

"যেটুকু আমি শুনেছি শুধু সেটুকু" সে বলল। "তু'জন বিদেশীর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, তারা বলেছে তারা নাকি গরিলা দেখেছে। আমি শুনেছি পুরুষ গরিলা নাকি বন-মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং শক্তিশালী। ছ'ফুটের বেশী লম্বা, ওজন ত্রিশ স্টোনের বেশী। এরা ভয়ঙ্কর হিংস্র, এদের ধরা প্রায় তুঃসাধ্য, এজন্যই শিকারীদের কাছে এরা এতবেশী আকর্ষণীয়।"

"আর গরিলারা যেখানে থাকে ?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম। আমি নিজেই উত্তর দিলাম "আমি যতটুকু' শুনেছি তাতে খুব একটা উৎসাহব্যঞ্জক মনে হয় নি। উত্তপ্ত জঙ্গল, পোকা-মাকড়েপূর্ণঃ, বিষাক্ত সাপ—তুরারোগ্য জ্বর—ফোস্কাপড়া গরমে প্রতিপদে বিপদের হাতছানি—"

"ব্যাস, ব্যাস আর বলতে হবে না।" পিটারকিন অধৈর্য্য হয়ে বলে উঠল, "আমি জানি ওখানে যাওয়া সহজ নয়। যদি সহজ হ'ত তাহলে যেতাম না। এখন দেখ, র‍্যাল্‌ফ, যখন আমরা আফ্রিকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করব—"

"আমরা ?" আমি বললাম, "তুমি কি চাও আমিও যাব ?"

"নিশ্চয়ই" পিটারকিন বলল, "সেজন্যেই তো এখানে এসেছি। তুমি নিজে কয়েকটা বৈজ্ঞানিক অভিযান চালিয়েছ ; সুতরাং এই অভিযানে তোমার উৎসাহ থাকা উচিত। আমি চাই তুমি আমার সঙ্গে যাবে, র‍্যাল্‌ফ, জ্যাকও যাবে। আমি নিশ্চিত—"

"জ্যাক্ মারটিন যাবে!" আমি অবাক হয়ে বললাম, "তার সঙ্গে তো আমার কত বছর দেখা নেই।"

"তার সঙ্গে আমার চিঠি-পত্রের যোগাযোগ আছে," পিটারকিন বলল। "সে এখান থেকে ত্রিশ মাইল দূরে আছে। তুমি কি বলতে চাও তাকে তুমি কখনো এক লাইন চিঠি লেখোনি ?"

"লেখার উপায় ছিল না, "আমি বললাম। "আমরা পরস্পরকে কথা দিয়েছিলাম চিঠি লিখব বলে, কিন্তু ভুলবশতঃ কেউ কাউকে ঠিকানা দিইনি। কিন্তু তুমি কি করে জানলে জ্যাক তোমার সঙ্গে আফ্রিকা যাবে।" আমি সব পরিকল্পনা করে ফেলেছি। প্রবাল দ্বীপে অভিযানের মতই এটা হবে। আমি জ্যাক্ কে চিঠি লিখে আজ এখানে আসতে বলেছি। সে ডিনার খেতে আজ আসবে, তখন আমরা সব কথাবার্ত্তা বলতে পারব। দেখ, সব কিছু ঠিক হয়ে গেছে। তুমি যাবে তো, না কি ?"

"হ্যাঁ, যদি জ্যাক্ যায় তাহ'লে আমি যাব।"

কিন্তু আমার মনে কোনো সন্দেহ ছিল না জ্যাক্ এরকম একটা অভিযানের কথা শুনলে আনন্দে লাফিয়ে উঠবে—যদি না তার স্বভাবের কোনো পরিবর্তন হয়ে থাকে। কিন্তু তার যে কোনো পরিবর্তন হয়নি তা একটু পরেই বোঝা গেল।

সন্ধ্যা সাতটার সময় জ্যাক্ এসে হাজির হ'ল। বয়স চব্বিশ বছর, আমার দেখা অন্যতম সুন্দর লোকের মধ্যে একজন। নাক-চোখ টানা টানা, দৃঢ় চিবুক, চোখদুটো ঈগলের মত ধূসর; মুখে সুন্দর করে ছাঁটা দাড়ি-গোঁফ। উচ্চতা ছ'ফুট দুইঞ্চি, চওড়া কাঁধ, উঁচু বুক এবং বিড়ালের মত নিঃশব্দে হাটা-চলা করতে পারে।

পিটারকিনের পরিকল্পনা শুনে সে হাসল।

"তাহলে," পিটারকিন জিজ্ঞেস্ করল, "তুমি কি যাবে ?"

জ্যাক্ মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ, যাব। এভাবে চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে বিরক্তি ধরে গেছে। আমি একটু বিপদ, একটু উত্তেজনার মুখোমুখি হতে চাই। তিতির পাখী শিকার করে সে সব পাচ্ছি না। প্রবাল দ্বীপেই আমরা সবচেয়ে ভাল সময় কাটিয়ে-

ছিলাম। আমি তোমার সঙ্গে আফ্রিকা যাব শুধু এজন্য যে এটা একটা বিপজ্জনক অভিযান। গরিলাদের দেশের একটা দুর্নাম আছে, তুমি জান।"

চিন্তিত ভাবে সে দাড়িতে হাত বোলাতে লাগল। পিটার তার পিঠে আস্তে চাপড় মারল।

"তুমি যদি যাও" সে বলল, "আমরা নিশ্চিত যে একটা গরিলা আমরা পাবই।"

"কি ভাবে?" জ্যাক জিজ্ঞেস করল,

"খুব সহজ," পিটারকিন খুশির সুরে বলল, "তোমার গায়ে একটা কালো কম্বল চাপিয়ে দেব। তারপর তোমার দাড়ি আর চেহারা দেখে গরিলারা তোমাকে তাদের একজন বলে মনে করবে। তারা তোমার কাছে দৌড়ে আসবে। র‍্যাল্‌ফ আর আমার কাজ হবে তখন তাদের গুলি করে মারা।"

পিটারকিনের কথা শুনে আমরা সবাই হেসে উঠলাম। তখন আমাদের কোনো ধারণা ছিলনা আমাদের জন্য কিরকম বিপদ অপেক্ষা করে আছে।

দুই

"লা-লা-ই-ওকো······লা-লা—ই-ওকো······" আমাদের নিগ্রো মাঝিরা সুরকরে দাঁড় টানছিল। আমি একটা নৌকোর পিছন দিকে বসে দেখছিলাম তাদের কালো হাতগুলো প্রখর সূর্যের আলোয় চকচক করছে। আমার পিছনে আর একটা নৌকোয় জ্যাক্ আর পিটারকিন আসছে।

গরিলা শিকার করবার পরিকল্পনার পর' দেড়মাস কেটে গেছে। লিভারপুল থেকে একটা সওদাগর জাহাজে করে আমরা আফ্রিকার পশ্চিম তটে পৌঁছলাম।

আমাদের কপাল ভাল, সেখানে ব্র্যাণ্ড নামে একজন হাতী শিকারীর সঙ্গে আমাদের আলাপ হ'ল। সে এখন আমার নৌকোর সামনে বসে আছে। দেখতে রোগা, কিন্তু মজবুত, পনের বছরের বেশী আফ্রিকায় কাটিয়েছে। একটু খুঁড়িয়ে হাঁটে। অনেক বছর আগে এক সিংহ তার বাঁ পা চিবিয়ে খেয়েছিল। জঙ্গলের অনেক ভিতরে একটা গ্রামে তার গন্তব্যস্থান অবধি আমাদের পৌঁছে দেবে বলে সে কথা দিল।

এই সুযোগটা আমরা হাতছাড়া করতে চাইলাম না। সে ঐ অঞ্চলের ভাষা জানে এবং আমাদের জন্য গাইড ও কুলির ব্যবস্থা করে দেবে।

ঝকমকে রোদে আমরা নৌকা বেয়ে মাইলের পর মাইল উজানে জঙ্গলের মধ্যে এগিয়ে চললাম।

জলের মধ্যেও ফুলের গন্ধে বাতাস বেশ ভারী। ফুলের রঙ এত উজ্জ্বল যে তাকানো কষ্টকর। নদী ছাড়িয়ে দুপাশের গাছগুলো সোজা একশ'ফুট উপরে উঠে গেছে। পাতাগুলো সবুজ রঙের পুরু

ছাদের আকার ধারণ করেছে। ‘কালো মুখওয়ালা ছোট ছোট বাঁদর এগাছ-ওগাছ করছে আর মুখে কিচ্‌মিচ্‌ শব্দ করছে। মাথার উপরে টিয়াপাখী চিৎকার করছে, মাছরাঙারা সূর্য্য-স্নাত হয়ে নদীর বুকে শিকারের খোঁজ করছে। বাতাসে বিভিন্ন কীট-পতঙ্গের একটানা আওয়াজ।

হঠাৎ ব্র্যাণ্ড ফিরে তাকিয়ে বলল, “কুমীর” সে হাতদিয়ে সামনে দেখাল।

সামনে একটা মস্থন ধূসর পাহাড় দেখলাম, জল থেকে দু’এক ফুট উঁচুতে রয়েছে। পাহাড়ের উপর তিনটে কাঠের গুঁড়ি রয়েছে—মানে সেরকমই মনে হ’ল আমার —প্রত্যেকটা গুঁড়ি নয় ফুটের মত লম্বা। আমরা আরও কাছে এলাম। তার পরের ঘটনা দেখে আমি লাফিয়ে উঠলাম। একটা গুঁড়ি চোয়াল ফাঁক করে বিরাট হা করল। চোয়ালদুটো স্প্রিংএর মত বন্ধ করার আগে আমি সাদা দাঁতের ঝলক ও গলার মধ্যের লালচেভাব দেখতে পেলাম।
আমি হাত বাড়িয়ে আমার রাইফেলটা নিতে গেলাম। ব্র্যাণ্ড আমার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বলল, “না, গুলি করবেন না! ঘুমন্ত কুমীরকে বিরক্ত করা ঠিক নয়। এরা এর আগে অনেক বার লেজের ঝাপটায় নৌকো উল্টে দিয়েছে।”

আমি আর রাইফেলটা নিলাম না।

নদীর বুকে আমাদের নৌকো বেশ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। বিকেল তিনটের সময় আমরা নদীর বুকে গভীর উৎরাইয়ে পৌছলাম। নিগ্রো মাঝিরা আমাদের নৌকো আর মাল-পত্র নিয়ে ছোট ঝোপের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলল, আমরা চারজন রাইফেল হাতে তাদের অনুসরণ করলাম।

নদীপথের ঔজ্জ্বল্য বনের মধ্যে নেই, বনভূমি অন্ধকার, ছায়াময়। সূর্য্যের কিরণ কয়েকলক্ষ পাতার মধ্য দিয়ে ফিল্টার হয়ে মাটিতে পৌছচ্ছে। আমরা সবুজ গোধূলীর মধ্য দিয়ে হেঁটে চললাম।

ধারেকাছে প্রাণের কোনো চিহ্ন নেই। অনেক—অনেক উঁচুতে শুধু পাখীদের কিচির-মিচির শব্দ শোনা যাচ্ছে।

আমরা আবার নদীপথে ফিরে এলাম। বেশ কয়েক মাইল চলার পর আমরা রাতের মত নোঙর ফেললাম।

নদীর পাড়ে ছোট্ট, একটা পরিষ্কার জায়গায় আমরা ক্যাম্প করলাম ; নিগ্রোসঙ্গীরা বেশ বড় করে আগুন জ্বালল।

পর্দার মত ঝপ্ করে রাত্রি নেমে এল। আমরা ঘণ্টা দুয়েক বসে ব্র্যাণ্ডের মুখে আফ্রিকার গল্প শুনলাম। আগুনের লালচে আভায় আমার বন্ধুদের মুখ দেখা যাচ্ছে ; মাথার উপরে বড় বড় গাছের ডালগুলো যেন কাঁপছে। আমাদের চারধারে লম্বা লম্বা পাম গাছগুলো তারকাখচিত আকাশটাকে কিছুটা লুকিয়ে রেখেছে। নীচু ঝোপগুলো আমাদের চারধারে দেওয়ালের মত রয়েছে।

শেষপর্য্যন্ত ব্র্যাণ্ড হাই তুলল ; ঠুকে ঠুকে পাইপটা পরিষ্কার করে বলল যে এখন শুয়ে পড়ার সময় হয়েছে। নিগ্রোসঙ্গীরা অনেক আগেই এক সারিতে কম্বল মুড়ি দিয়েছে।

আমরা ঠিক করলাম যে পালা করে রাত জেগে পাহারা দেব। আমি প্রথম প্রহরী হ'লাম ; আমার কাজ হ'ল আগুনটা বেশ উঁচু করে জ্বালানো। আমি দেখলাম আমার বন্ধুরা আমাদের আনা হাল্কা কম্বলের ভাঁজ খুলে শুয়ে পড়ল। পা আগুনের দিকে আর নরম ঘাসের উপর মাথা। অল্পক্ষণ পরেই তারা ঘুমিয়ে পড়ল।

নিগ্রো সঙ্গীরা প্রচুর পরিমানে শুকনো কাঠ কেটে রেখেছিল যাতে সারা রাত বেশ ভালভাবে আগুন জ্বলতে পারে। আমি আরও দুটো গুঁড়ি আগুনের মধ্যে দিয়ে খুঁচিয়ে দিলাম—চারধারে বেশ স্ফুলিঙ্গ উঠল। তার পর আমি আলোর বৃত্তের প্রান্তে এলাম যেখানে আমাদের ক্যাম্প স্থাপন করেছি। অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে তাকালাম।

গা বেশ ছমছম করে উঠল। চারদিকে গভীর নিস্তব্ধতা। আমার

স্বীকার করতে বাধা নেই যে পাহারা দেবার নির্দিষ্ট স্থানে ফিরে আসতে আসতে আমি কাঁধের উপর দিয়ে দুরু দুরু বুকে পিছনে তাকাচ্ছিলাম।

এক হাত পিছনে দিয়ে আমি হেলে বসলাম ; রাইফেল নাগালের মধ্যে রাখলাম—যদি দরকার পড়ে।

চাঁদটা একটু একটু করে উপরে উঠছে ; নদীটা এখান থেকে রূপোর পাতের মত দেখাচ্ছে। রাতের বাতাস বিষন্ন ভাবে নদীতীরের অন্ধকারময় ঝোপের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে। আগুনে অল্প শব্দ করে কাঠ পুড়ছে।

তাহ'লে এই হচ্ছে আফ্রিকা। কি শান্ত, কি নীরব!

হয়ত একটু ঝিমুনি এসেছিল।

চমকে সজাগ হ'লাম। আমার গা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, ডান পায়ে খিল ধরে গেছে। ভীষণ অন্ধকার : নিভু নিভু ভাবে আগুন জ্বলছে ; চাঁদটা মেঘের আড়ালে ঢাকা।

হঠাৎ ভয় পেয়ে আমি সোজা হয়ে বসলাম। এরকম ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। আমার যেন কেন মনে হ'ল কেউ আমাকে লক্ষ্য করছে।

মনের মধ্যে এরকম ভয় আগে কোনোদিন পাইনি। গা বেয়ে ঠাণ্ডা ঘাম নামতে লাগল। তাড়াতাড়ি চারধারে তাকালাম ; আমি নিশ্চিত যে কিছু একটা দেখতে পাবই। বড়বড় গাছগুলোর অন্ধকারময়তা আর বাতাসে ঝোপের মৃদু শব্দ ছাড়া আর কিছুর অস্তিত্ব নেই।

তবুও আমার স্নায়ুতে অনুভব করতে লাগলাম কেও আমাকে গোপনে দেখছে। আমি নড়তে পারলাম না। মনে হ'ল আমি ভীষণ একা ; কি এক অজ্ঞাত কারণে অন্যদের জাগাতে পারলাম না।

তারপরই ঘটনাটা ঘটল।

বন কাঁপিয়ে তীক্ষ্ণ এক গর্জন ভেসে এল। মনে হ'ল ক্যাম্পের অনতিদূর থেকেই গর্জনটা এল।

আমি সম্বিত ফিরে পেলাম। রাইফেলটা নিয়ে আগুনের দিকে লাফ দিলাম। এক বাণ্ডিল সরু ডাল নিয়ে আগুনে ফেলে দিলাম; বুটশুদ্ধ পা দিয়ে গুড়িতে লাথি মারলাম;

ধোঁয়া আর অগ্নি স্ফুলিঙ্গ উঠল।

বাকিরা সবাই এরমধ্যে জেগে উঠেছে। বুলেটভর্ত্তি রাইফেল হাতে নিয়ে তারা উঠে বসল। কয়েক মুহূর্ত্ত উৎকণ্ঠাময় অনিশ্চয়তা। গর্জনটা হঠাৎ যেমন শুরু হয়েছিল তেমনি হঠাৎই থেমে গেল। আমি কিন্তু বুকের ধরাস্ ধরাস্ শব্দ ছাড়া আর কিছুই শুনতে পাচ্ছিনা। তারপর নিগ্রোদের মধ্যে উত্তেজিত কথোপকথন শুনতে পেলাম।

ব্র্যাণ্ড তাদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে উঠল।

"তোমাদের বকবকানি থামাও!"

তারা আবার চুপ করে গেল। আমি আগুনের লালচে আভায় ব্র্যাণ্ডের মুখের দিকে তাকালাম।

"ব্যাপারটা কি?" আমি ফিস্‌ফিস্ করে জিজ্ঞেস করলাম।

"বড় বিড়াল একটা," সে বলল, "চিতাবাঘ! শব্দ শুনে মনে হ'ল খুব কাছেই আছে। মনে হয় আমরা এমন জায়গায় ক্যাম্প করেছি যেখান দিয়ে চিতাটা নদীতে জল খেতে নামত।" হঠাৎ সে আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। "আপনার কি ঝিমুনি এসেছিল ......নাকি আগুনটা নিভু নিভু ভাবে জ্বলতে দিয়েছিলেন?" সে জিজ্ঞেস করল।

আমি বোবার মত মাথা নাড়ালাম; ভীষণ লজ্জার ব্যাপার। "আমার কথা শুনুন—আর কখনো এরকম করবেন না।" সে বলে চলল। "আর কয়েকদিনের মধ্যে আপনারা বনের মধ্যে একা থাকবেন—এর চেয়ে আরও বিপদসংকুল জায়গায়। যদি রাতের বেলায় চারধারে ভাল করে নজর রাখেন তাহ'লে অনেক উপকারে

লাগবে। মনে রাখবেন, এই দেশ খুব সুন্দর, কিন্তু নিষ্ঠুরও বটে। চারধারে হয়ত শান্তি ও সৌন্দর্য্য খুঁজে পাবেন কিন্তু তার পিছনে মৃত্যু আর বিপদ ওৎ পেতে আছে। ঝোপের মধ্যে সব সময় সজাগ থাকবেন।',

"ঠিক বলেছেন," আমি বললাম. "আপনার কথা আমি মনে রাখব।"

ব্র্যাণ্ড মাথা নেড়ে হাসল।

„মনে হয় এবার থেকে রাখবেন", সে বলল, সে বাকি দুজনের দিকে তাকাল।" আপনারা শিকারের জন্য আফ্রিকায় এসেছেন। সকালে চিতাটা ধরার চেষ্টা করলে কেমন হয় ?"

আমার দু' বন্ধুর চোখ চকচক করে উঠল।

"আপত্তি নেই", জ্যাক বলল, "আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে দেবার শাস্তি চিতাটাকে পেতে হবে—তাছাড়া সে র‍্যাল্‌ফ কে ভয় পাইয়ে দিয়েছে।"

"আমাদের একঘেয়ে অভিযানে এটা কিছুটা বৈচিত্র আনবে,", পিটার খুশির সুরে বলল।

আমি কিন্তু অতটা উৎসাহিত বোধ করলাম না, "বড় বিড়ালটার গর্জন আমার খুব একটা ভাল লাগেনি ; ডিনারের খাবার ছাড়া সে-ও আমাকে পছন্দ করবে কিনা আমি তা জানিনা।

আমার পাহারার বাকি সময়টা আমি দারুন ভাবে আগুন জ্বালিয়ে রাখলাম। সকালের কথা কেবল ভাবছিলাম—জঙ্গলে আমাকে চিতাবাঘ শিকার করতে যেতে হবে।

তিন

"সকালের কনকনে শীতে আমরা যাত্রা শুরু করলাম। বল্লমে সজ্জিত চারজন নিগ্রোকে আমাদের সঙ্গে নিলাম। তাদের দেখানো পথে আমরা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকলাম ; সবুজ আলোর মধ্য দিয়ে আমরা এগোতে লাগলাম।

এ এক শিহরণময় জগত, সাপের মত লতাগাছ পথে বিছানো রয়েছে ; মানুষের কাঁধের চেয়ে উঁচু অতিকায় ফার্ণ গাছ কার্পেটের মত পাতা রয়েছে যেন, দু'ঘণ্টার মধ্যে গরম অসহ্য হয়ে উঠল, নিগ্রোদের বুক আর পিঠবেয়ে ঘাম নেমে এল ; তবুও তারা সাবলিল ভাবে ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলতে লাগল।

মাঝে মাঝে থেমে থেমে তারা কান পেতে শুনতে লাগল ; মাথা একদিকে ; নাকের পাটা জন্তুর মত ফুলে উঠছে। তারপর তারা নিজেদের ভাষায় ব্র্যাণ্ডকে কিসব যেন বলল ; আবার আমরা এগোতে লাগলাম। একটু পরেই জঙ্গল পাতলা হয়ে এল। সামনে গাছে ঘেরা ঘাস ভর্ত্তি বেশ বড়-সর ফাঁকা জায়গা। ব্র্যাণ্ড সবাইকে থামতে বলল।

"দু'জন নিগ্রোকে নিয়ে ফাঁকা জায়গায় ঐ দিকটা গিয়ে শব্দ করুন" সে হাত দিয়ে দেখিয়ে বলল। "আমি অন্য দিকটা দেখছি।"

সে এগিয়ে গেল, তারপর মুহূর্ত্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমরা তার উল্টো দিকে গেলাম, জঙ্গলের ছায়ায় এগোতে লাগলাম। চারদিক নিস্তব্ধ চুপচাপ।

পনের মিনিট পার হয়ে গেল। হঠাৎ একটা গুরুগম্ভীর গর্জন শোনা গেল ; কোনো জন্তুবাথায় রাগে গর্জাচ্ছে। আমরা সবাই লাফ দিয়ে রাইফেল বাগিয়ে ধরলাম। গর্জনটা আবার শোনা গেল,

অনেক কাছে মনে হ'ল। আমরা চারধারে তাকালাম, কানপেতে শুনতে লাগলাম, শব্দটা এগিয়ে আসছে। নীচু স্বরের নির্ঘোষ; এক সময় মনে হচ্ছে বাজের শব্দ, পরক্ষণে মনে হচ্ছে কোনো অতিকায় জন্তু যন্ত্রনায় চিৎকার করছে।

কয়েক সেকেণ্ড পরে ঘাসের বুকে ভারী ক্ষুরের শব্দ শুনতে পেলাম, গাছের ডালপালা ভাঙার আওয়াজ হ'ল। কোনো কথা না বলে আমরা প্রত্যেকে একটা গাছের কাছে লাফ দিয়ে গেলাম।

আবার সেই গর্জন শোনা গেল, এক মুহূর্ত্ত পরেই ফাঁকা জমির প্রান্তদেশের ঝোপ ভেদ করে দূরবর্তী সীমানা থেকে একটা বুনো মোষ উন্মাদের মত এগিয়ে এল! মোষটার কাঁধে একটা চিতাবাঘ ঝুঁকে রয়েছে; তার দাঁত আর থাবা মোষটার কাঁধের গভীরে বিঁধে রয়েছে।

মোষটা পিছু হটল, কাঁধ নাড়াল, তারপর পড়ে গেল। এক মুহূর্ত্তে সে বাতাসের মত তীর বেগে ছুটতে লাগল; পরের মুহূর্ত্তে সে হঠাৎ থেমে গেল—যেন দেওয়ালে ধাক্কা খেয়েছে—ক্ষুরের দাপানিতে ঘাস উঠে আসছে, তারপর সে পিছন দিকে হটল, পড়ো পড়ো হয়ে যাচ্ছিল; পরক্ষণেই সে সামনে ছুটল, মুখ থেকে ফেনা ছিটকে বেরোচ্ছে, রক্তরাঙা চোখ দুটো বড় হয়ে উঠেছে। তার গর্জনে সারা জঙ্গল কেঁপে উঠছে। দু'দুবার সে একটা গাছ লক্ষ্য করে ছুটে গেল; আর একটু হলেই মাথার খুলি ভেঙে চৌচিড় হয়ে যেত; কিন্তু পরক্ষণেই ফের উন্মাদের মত পিছিয়ে এল। কিন্তু কাঁধের উপর থেকে চিতাবাঘের মরণ কামড় ছাড়াতে পারলনা।

হঠাৎ মোষটা লাফাতে লাফাতে আমাদের দিকে এগিয়ে এ'ল, আমি রাইফেল উঁচিয়ে ধরলাম, চোখের কোন দিয়ে দেখলাম জ্যাকও তাই করেছে।

জ্যাকের রাইফেলের তীব্র ক্র্যাক ক্র্যাক্ আওয়াজ পেলাম। মোষটা সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়ল; হাঁটু ভাঁজ করে মাটিতে পড়ে

গেল। আমি তার মাথা তাক্ করে দুটো নল দিয়ে একসঙ্গে গুলি চালালাম। মোষটা প্রাণভেদী আর্তনাদ করে উঠে দাঁড়াল ; এবার নতুন শত্রুদের দিকে নজর দিল। চিতাটার কোনো চিহ্ন দেখতে পেলাম না।

ঠিক এই সময় একটা ক্রুদ্ধ চিৎকার শোনা গেল। আমি চারধারে তাকালাম। দেখলাম পিটারকিন গাছ থেকে নেমে আসা একধরনের বুনো কাঁটাওয়ালা লতানো গুল্মের বেড়াজালে আটকে পড়েছে। যত সে বের হয়ে আসার চেষ্টা করছে তত বেশী সে আটকে পড়ছে।

তার ঐ প্রচেষ্টাজনিত হাত-পা ছোঁড়া মোষটার নজরে পড়ল। এক মুহূর্ত্ত সে নিথর হয়ে দাঁড়াল, তারপর মাথানীচু করে পিটারকিনের দিকে ধেয়ে গেল।

আমি পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইলাম ; ভয়ে আমার চলৎশক্তি লোপ পেয়েছে। মোষটা ছুটে চলেছে ; চোখদুটো ঝলকাচ্ছে, রক্ত-মাখা ফেনা মুখ দিয়ে টপটপ করে পড়ছে। শক্ত ঝোপগুলো দুমড়ে-মুচড়ে ছুটে চলেছে যেন সেগুলো সামান্য ঘাস। আমি নড়তে পারলাম না। চোখের দৃষ্টি অস্বচ্ছ হয়ে উঠল ; হাতদুটো কাঁপতে লাগল। বিদ্যুৎ ঝলকের মত অতি দ্রুত গতিতে সব কিছু ঘটে চলেছে।

জ্যাক্ তার রাইফেল ভর্ত্তি করার চেষ্টাটা পর্য্যন্ত করল না। চিৎকার করে সে বাঘের মত পিটারের দিকে লাফ দিল। আমি বুঝতে পারলাম যে সে সময় মত পিটারের কাছে পৌঁছতে পারবে না! আমার চোখের সামনে পিটারের অবধারিত মৃত্যু !

মোষটা এগিয়ে আসছে। আর কয়েক পা এগোলেই পিটার শেষ। আমি দেখলাম পিটার আর বের হয়ে আসার চেষ্টা করছেনা। সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নিষ্কম্প হাতে রাইফেল তাক্ করে আছে।

দুটো গুলির আওয়াজ জঙ্গলের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হ'ল। মোষের খুলি ভেদকরে গুলি দুটো ঢুকে গেছে ; ঠিক পিটারকিনের পায়ের কাছে এসে মোষের প্রাণহীন দেহটা আছড়ে পড়ল।

আনন্দে চিৎকার করে উঠে আমি এগিয়ে গেলাম ; জ্যাক আমার আগেই পিটারকিনের কাছে পৌঁছে গেছে। দু'জনে মিলে তাকে লতার নাগপাশ থেকে উদ্ধার করলাম। হ্যাণ্ডশেক করে বারংবার তার পিঠে চাপড় মারতে লাগলাম। আনন্দের আতিশয্য কেটে যাবার পর আমরা নীচু হয়ে মোষটার দিকে নজর দিলাম।

মোটে তিনটে গুলি বিঁধেছে। দুটো গুলি তো আমিই সোজা মোষটার কপাল লক্ষ্য করে চালিয়েছি ; কিন্তু মোষটার মাথায় শুধু একটা বড় গর্ত্ত ; পিটারকিন যে গুলিদুটো চালিয়েছিল তা' একসঙ্গে ঢুকে গেছে। এত কাছ থেকে গুলি ছোঁড়া হয়েছিল যে গর্ত্তটার চার পাশের চুল পোড়া। বাকি দুটো গুলি অনেক দূরে গিয়ে লেগেছে—একটা কাঁধে, আর একটা ঘাড়ে।

আমরা ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম না। আরও দুটো গুলির দাগ থাকার কথা।

"আমি দুটোগুলি কাঁধ নিশানা করে চালিয়েছিলাম" জ্যাক ভ্রূকুঁচকে বলল।

"আমিও কপাল তাক করে দুটোগুলি একসঙ্গে ছুঁড়েছিলাম," আমি বললাম।

"পিটারকিন তাড়াতাড়ি মুখ তুলে তাকাল।

"তাহলে তোমার গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে র‍্যাল্‌ফ," সে বলল।

"তুমি যদি অত কাছ থেকে দুটোগুলি একসঙ্গে ছুঁড়ে থাক তবে তা যেখানেই লাগুক না কেন পাশাপাশিই থাকবে। কিন্তু ঘাড় আর কাঁধের গুলির দূরত্ব দুফুটের মত"।

আমি সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। আমি নিশ্চিত যে আমার গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। হঠাৎ এক অবিশ্বাস্যদৃশ্য দেখে আমার রক্ত হিম হয়ে গেল। ঝোপের ওপাশে চিতাটা ওৎ পেতে রয়েছে—আমার থেকে মাত্র দু'গজ দূরে। আমি চিৎকার করে উঠলাম ; রাইফেলটা যেখানে রয়েছে লাফদিয়ে সেখনে গেলাম।

জ্যাক্ আর পিটারকিনও লাফ দিয়ে পিছিয়ে গেল।

"চিতাটা," আমি চেঁচিয়ে বললাম। "ঐ ওখানে, ঝোপের পিছনে ওৎ পেতে রয়েছে।"

জ্যাক দুঃসাহসের সঙ্গে এগিয়ে গেল। তারপর জোরে হেসে উঠল।

"ওৎ পেতে আছে।" সে চেঁচিয়ে উঠল। তারপর বাঘটার লেজ ধরে টেনে বার করে আনল। "ব্যাটা মরে গেছে এখন এক তাল মাংস ছাড়া আর কিছু নয়।"

আমার বুকের ধরফরানি থামল। আমরা ঝুঁকে চিতাটাকে দেখতে লাগলাম।

"আরে, এটা কি?" পিটারকিন বলল কপালে পাশাপাশি দুটো গুলির দাগ। র‍্যাল্‌ফ, তোমার হাতটা দাওতো—চমৎকার কাজ করেছ তুমি। মোষটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে ঠিকই, কিন্তু বাঘটার দু'চোখের মাঝখানে গুলি দুটো যেতে কোনো ভুল করেনি।"

এর আর কোনো ব্যাখ্যা হতে পারেনা। আমি মোষটার দিকে তাক করেছি, কিন্তু গুলি লেগেছে চিতাবাঘের গায়ে।

ব্র্যাণ্ড আমাদের দিকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল। আমাদের নিগ্রো-সঙ্গীদুজনে চিতাটার চামড়া খুলে ফেলল আর যতটা বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ততটা মোষের মাংস কাটল। মোষ আর চিতাটা দেখে তার চোখ-দুটো বড় হয়ে গেল; তার সঙ্গের নিগ্রো দুজনে উত্তেজিত ভাবে কথা বলতে লাগল।

"তোমাদের ভাগ্য বেশ ভাল বলতে হবে," সে বলল। "চিতাটা কে মারল?"

"র‍্যাল্‌ফ," পিটারকিন উত্তর দিল। "পরিষ্কার দু'চোখের মাঝখানে গুলি করেছে!"

ব্র্যাণ্ড আমার দিকে তাকাল।

"রোজ কিন্তু এরকম চমৎকার চিতাবাঘ পাওয়া যাবেনা," সে

বলল। "সাহসী শিকারী হিসাবে আপনি নাম করলেন। নিগ্রোরা মনে করে চিতাবাঘের মত প্রাণীকে শিকার করা খুবই বিপজ্জনক কাজ।"

"সত্যি কথা বলতে কি," আমি বললাম, "ব্যাপারটা হঠাৎই হয়ে গেছে।"

ব্র্যাণ্ড হাসল।

"নিগ্রোরা কিন্তু একথা বিশ্বাস করবেনা," সে বলল। "আপনি পছন্দ করুন আর নাই করুন, আপনার খ্যাতি কিন্তু ছড়িয়ে পড়বে।"

আমরা নৌকোয় ফিরে এলাম; আবার আমাদের যাত্রা শুরু হ'ল।

শেষ বিকেলে নৌকোটা একটা বাঁক ঘুরতেই উঁচু ডাঙ্গার উপর একটা গ্রাম নজরে পড়ল। ঘরগুলো সব মাটির, গোলাকার, ছাদগুলো ঘাসের; মনে হয় একটা বিশাল মৌচাক।

একদল নিগ্রো চিৎকার করতে করতে অল্প জলে নেমে এল; আমরা তার আগেই নেমে পড়ে ওদের দিকে এগিয়ে চললাম। আমাদের নিগ্রো মাঝিদের সঙ্গে ওদের কথা-বার্ত্তা শেষ হ'লে ওরা সমস্বরে উৎসাহিত ভাবে চেঁচিয়ে উঠল। কালো কালো হাত বাড়িয়ে ওরা আমাদের তীরে উঠতে সাহায্য করতে এগিয়ে এল।

ব্র্যাণ্ড সমবেত উৎসুক নিগ্রোদের মধ্য দিয়ে আমাদের কুটিরের দিকে নিয়ে চলল। নিগ্রোদের যথেষ্ট উচ্চতা রয়েছে, একহারা চেহারা, নমনীয় কিন্তু শক্ত, মাথায় একরাশ কোঁকড়ান চুল। গায়ের রঙ কালচে বেগুণী; গালের দুপাশের হাড়ে এক বিশেষ ধরণের উপজাতীয় ছাপ রয়েছে।

কুটিরের সংখ্যা বেশ কয়েকশ'। মাঝখানে অন্যকুটিরের মাথা ছাড়িয়ে একটা বড় বাড়ী রয়েছে—সামনে বেশ কিছুটা ফাঁকা জমি।

ব্র্যাণ্ড বাড়ীটার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল।

"এটা এদের রাজার কুটির," সে বলল। "তার নাম জাম্বাই। ঐ তো সে।"

আমরা নিগ্রো প্রধানের দিকে এগিয়ে গেলাম। জনতা তাদের চিৎকার—চেঁচামেচি বন্ধ করল। রাজা জাম্বাই সামনে এগিয়ে এল। পরণে কটিবস্ত্র, হাতে চিতাবাঘের চামড়ার হস্ত—বন্ধনী : গলায় সরু দড়িতে বাঁধা দাঁতের হার।

সে ব্র্যাণ্ডের দিকে তাকিয়ে হাসল ; নিজের ভাষায় ব্র্যাণ্ডের সঙ্গে তাড়াতাড়ি কথা বলল। ব্র্যাণ্ড নিগ্রো রাজার কথার উত্তর দিল, তার পর একে একে আমাদের তুজনের দিকে ইঙ্গিত করল। জাম্বাই এগিয়ে এসে আমাদের নাকের সঙ্গে নাক ঘসে অভ্যর্থনা জানাল। ব্র্যাণ্ড হাসল।

"এখন আপনারা জাম্বাই এর বন্ধু হলেন," সে বলল, "এবং জাম্বাইও আপনাদের জন্য যথাসাধ্য করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হ'ল।"

"আপনি বলেছিলেন না নিগ্রোদের মধ্যে এমন একজন আছে যে ইংরেজী জানে ?" জ্যাক্ জিজ্ঞেস করল।

"কোথায় সে ?"

"জাম্বাই বলল যে সে শিকারে বেরিয়েছে," ব্র্যাণ্ড উত্তর দিল। "তবে সে যে কোনো মুহূর্ত্তে ফিরে আসতে পারে। তার নাম মাকারুরু। আপনাদের সঙ্গে যাওয়ার জন্য ঐরকম লোকই দরকার। জাম্বাই ব্যবস্থা করবে যাতে সে আপনাদের সঙ্গে যায়।"

জাম্বাই এবার ধীরে ধীরে গম্ভীর ভাবে কয়েক মিনিট কথা বলল। কথা শেষ হতে আমাদের দিকে ফিরল।

"জাম্বাই আপনাদের জন্য একটা কুটিরের ব্যবস্থা করেছে," সে বলল। "আর আজকের রাতে আপনাদের সম্মানার্থে নাচ আর ভোজের আয়োজন করা হয়েছে। আর সকাল বেলা হাতী শিকার হবে ; রাজার ইচ্ছা আপনারাও এই শিকারে অংশ গ্রহণ করুন।"

আমরা বললাম যে আমরা আনন্দের সঙ্গে শিকারে অংশ গ্রহণ

করব ; আমাদের প্যাকেট থেকে রাজাকে অনেক উপহার দিলাম। একটু পরে আমাদের কুটিরে নিয়ে যাওয়া হ'ল, কুটিরটা আমাদের জন্য আলাদা করে রাখা হয়েছিল।

দ্বিগুণ ঝুঁকে আমরা দরজা দিয়ে কুটিরে ঢুকলাম। ঘরে কোনো জানলা নেই। গাছের ডালের উপর কাদার প্রলেপ শুকিয়ে দেওয়াল তৈরী করা হয়েছে। ছাদটা ঘাসে তৈরী। শক্ত মাটির মেঝেতে আমরা আমাদের ঘুমোবার মাদুর রাখলাম। ছায়ার মধ্যে একটা কাঠের সিন্দুক রয়েছে। পিটার সিন্দুকের গায়ে হেলান দিয়ে বসল।

"আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি," পিটারকিন বলল, "এরা বেশ বন্ধুবৎসল এবং চমৎকার স্বভাবের।"

কুটিরের বাইরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। দুজন নিগ্রো রমণী মাটির কলসীতে জল নিয়ে ঢুকল। তারা আকার ইঙ্গিতে আমাদের হাত-মুখ ধুতে বলে চলে গেল।

"এই দেখ, যা বলছিলাম," পিটারকিন বলল, "এরা সব কিছুর ব্যবস্থা মনে রেখেছে।

ঠাণ্ডা জলে হাত-মুখ ধুতে বেশ ভাল লাগল। হাত-মুখ ধোয়া শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে রমণী দুজন ফিরে এল ; হাতে হরিণের মাংস আর সব্জির থালা। মাটিতে থালা রেখে তারা চলে গেল, জ্যাক্ নিশ্বাস টেনে একটা থালার দিকে এগিয়ে গেল।

"আরে এসো, এসো" সে বলল। "মনে হয় যেন কতদিন খাইনি।"

আমরা বেশ তৃপ্তি করে নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করলাম।

"সত্যি," পিটারকিন বলল, "কি ভাবে অতিথি সৎকার করতে হয় তা ওরা জানে। আমাকে বলতেই হবে এরা অপূর্ব, অতিথিবৎসল।

যে বাক্সটার উপর আমি বসেছিলাম তার উপর থেকে উঠে

আমি বাক্সটার ডালাটা খুললাম। অন্ধকারে বাক্সের ভিতরের কিছু দেখা যাচ্ছেনা ; আমি সেটা টেনে আলোর দিকে নিয়ে এসে ভিতরে উঁকি মারলাম।

বাক্সের ভিতরে অনেকগুলো মরা মাথার খুলি। প্রত্যেকটা খুলির গায়ে গভীর ক্ষত, যেন কোনো ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। নিশ্চয়ই এগুলো কোনো যুদ্ধ জয়ের নিশান।

আমি বাক্সের ঢাকনাটা লাগিয়ে দিলাম।

"হ্যাঁ," কাঁপা গলায় বললাম, "এরা অপূর্ব, বন্ধুবৎসল, তাই না ?"

পাঁচ

রাত্রি নামার পর সব নিগ্রো রাজার কুটিরের সামনে নাচের জন্য সমবেত হ'ল। বিশাল এক অগ্নিকুণ্ড ও ছোট ছোট আগুণের অস্তিত্ব ঘন অন্ধকারকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। আমাদের খাওয়া শেষ হওয়ার আগে ঢোলক বাজানো শুরু হয়ে গেল ; প্রথমে আস্তে, পরে আওয়াজ ক্রমশ বাড়তে লাগল।

সমবেত নিগ্রো গায়করা গান শুরু করল। ঢোলকের বন্য তালের সঙ্গে তাল রেখে তাদের গলা উঠতে নামতে লাগল। নর্তক-নর্তকীরা আগুনের আলোয় হাততালি আর পায়ের তালের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পাক খেয়ে নাচতে লাগল। চিৎকার, চেঁচামেচি, কোলাহলে সারা প্রান্তর পূর্ণ। ঢোলকের উদ্দাম আওয়াজ আর তীব্র, বন্য গানের সুরে ভর করে রাত এগিয়ে চলল।

একসময় আগুনের লেলিহান শিখা ছোট হয়ে এল, শেষবারের মত "ড্রিম্—ড্রিম্" আওয়াজ করে ঢোলকের বাজনা থামল। আকাশে পরিপূর্ণ চাঁদের আলোয় আমরা কুটিরে ফিরে শোওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লাম।

তবুও আমাদের তাড়াতাড়ি ঘুম ভাঙ্গল। সূর্য্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে কোলাহল শুরু হয়ে গেল। যারা হাতী শিকারে যাবে তারা তাদের বর্শা, বন্দুক পরীক্ষা করে দেখতে লাগল; মেয়ে মানুষরা সকালের খাবার তৈরী করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল; বাচ্চারা কুটিরের আশেপাশে খেলা শুরু করে দিল।

জাম্বাইয়ের সঙ্গে সকালের খাবার খেতে আমাদের ডাকা হ'ল। খাওয়া শেষ হলে রাজা তার কুটিরের সামনের খোলা জমিতে নিয়ে গেল যেখানে হাতী শিকারীরা জড়ো হয়েছে। সে অভিযান শুরু করার সংকেত দিল। শিকারীরা বর্শা নাচিয়ে নদীর তীরের দিকে ছুটল; নৌকোগুলো সেখানে অপেক্ষারত।

হঠাৎ একটা চিৎকার শোনা গেল। সবার মুখে "মাকারুরু, মাকারুরু"—এই কথাটা শোনা গেল। আমরা দেখলাম একজন লম্বা, সুন্দর চেহারার নিগ্রো ভিড়ের মধ্যদিয়ে পথ করে এগিয়ে আসছে। সে রাজার কাছে গিয়ে রাজার পায়ের কাছে একটা চিতাবাঘের চামড়া রাখল। বাকি নিগ্রোরা আনন্দে নাচতে আর চেঁচাতে লাগল।

আমরা আগ্রহের সঙ্গে মাকারুরুকে দেখতে লাগলাম; এই নিগ্রো যুবকেরই তো আমাদের গাইড হবার কথা। আমি ব্র্যাণ্ডের দিকে তাকালাম।

"মাকারুরু ইংরাজী জানল কি করে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"সে মিশনারীর হয়ে কাজ করার জন্য বছর দুইয়েক ইংলণ্ডের উপকূলে কাটিয়েছিল," ব্র্যাণ্ড উত্তর দিল। "কিন্তু ঐ সব কাজ ভাল না লাগাতে সে আবার নিজের জাতের মধ্যে ফিরে এসেছে।"

মাকারুরু হাসি মুখে এগিয়ে ব্র্যাণ্ডের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করল, তার পর আমাদের সঙ্গে। আমাদের গরিলা শিকার অভিযানে যেতে সে সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেল, তারপর ছুটে নিজের মরচে পড়া বন্দুক আর বর্শা আনতে গেল; কারন সে হাতী শিকার অভিযান থেকে

বাদ পড়তে চায় না যদিও সে এই মাত্র এক ক্লান্তিকর অভিযান থেকে ফিরে এসেছে।

আমরা নদীর কাছে গিয়ে নৌকো চড়লাম; দাঁড় বেয়ে উজানে চললাম।

রোদের তাপ বেশ চড়া হয়ে উঠেছে। আমরা নদীর বাঁ দিক ঘেঁষে চলতে লাগলাম যাতে পাড়ের গাছের ছায়া আমাদের গায়ে পড়ে।

এক সময় আমরা সেই জায়গায় পৌছলাম যেখান থেকে নৌকো ছেড়ে আমাদের পায়ে হেঁটে জঙ্গলের মধ্যে যেতে হবে।

শিকারীরা ইতিমধ্যে নদীর পাড়ে হাতীর টাটকা পায়ের ছাপ আবিষ্কার করে ফেলেছে; তারা বলল যে হাতীরা খুব একটা দূরে নেই।

রাজা যাত্রাশুরু করতে সংকেত দিল। আমরা কাঁধে রাইফেল নিয়ে এগিয়ে চললাম। আধঘণ্টার মধ্যে আমরা সেই জায়গায় গেলাম যেখানে হাতীরা আছে।

এখানে সব কিছুই শিকারের জন্য তৈরী করে রাখা হয়েছে। এক মাইলের মত জায়গা লতা গাছ দিয়ে বেড়া দিয়ে রাখা হয়েছে। বড় বড় কাঁটাওয়ালা লতানে গাছগুলো দিয়ে এমন জাল বানানো হয়েছে যে হাতী ছাড়া অন্য কোনো জন্তুর পক্ষে জাল ছিঁড়ে এদিকে চলে আসা অসম্ভব। এই জাল হাতীকে আটকাতে পারবেনা, তবে তার আক্রমনের গতি ধীর করে দেবে যতক্ষণ না শিকারীরা তাদের বর্শা দিয়ে হাতীকে মেরে ফেলছে। তবে এতে বিপদও আছে। অনেক সময় শিকারীরা হাতীর আক্রমন থেকে পালিয়ে যাবার সময় লতার বেড়াজালে আটকে পড়ে; শেষ পর্য্যন্ত হাতীর পায়ের তলায় শেষ নিশ্বাশ ফেলে!

আমার মধ্যেও উদ্দীপনা সঞ্চারিত হ'ল যখন দেখলাম শিকারীরা একটি বড় অর্ধবৃত্তাকারে ছড়িয়ে পড়ছে এবং জোরে কোলাহল করছে

যাতে বেড়ার দিকে জন্তুগুলো আসে। আমরা ঠিক তাদের পিছন পিছন গেলাম, সঙ্গে মাকারুরু—হাতে তার জ্যাকের রাইফেল।

কয়েক মিনিট চলে গেল। কিছু ঘটলনা। তার পরই হঠাৎ আমরা হাতীর তীক্ষ্ণ ডাক শুনতে পেলাম। আমরা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলাম। কিন্তু খুব সামনে এক জোরালো গর্জনে আমাদের থেমে যেতে হ'ল। একটা সিংহ জঙ্গল থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে তার বিশাল থাবার আঘাতে একজন নিগ্রোকে কুপোকাত করল। নিগ্রোটা আমাদের থেকে কুড়ি ফুটেরও কম দূরত্বে দাঁড়িয়েছিল।

সিংহটা দু'এক সেকেণ্ড আমাদের দিকে জ্বলজ্বলে চোখে তাকাল, লেজটা মাটিতে এধার ওধার করছে। আমিই সিংহটার সবচেয়ে কাছে দাঁড়িয়ে। রাইফেল নামিয়ে সিংহটার গায়ে দুটো গুলি একসঙ্গে চালালাম। সিংহটা আর একবার বিকট গর্জন করে শিকারীদের ছত্রভঙ্গ করে ঝোপের মধ্যে ঝাঁপ দিল।

আমরা আহত নিগ্রোটার দিকে ছুটে গেলাম; কিন্তু সিংহের থাবার আঘাতে তার মাথার খুলি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে; দেহে প্রাণ নেই।

কিন্তু এই নিয়ে বেশী ভাববার সময় পাওয়া গেলনা। ঝোপ দুমড়ে মুচড়ে দুটো হাতী এগিয়ে আসছে। একটার উচ্চতা দশ থেকে এগার ফুট; আর একটা বার ফুটের কম নয়।

তাদের দেখে ভয় পাবারই কথা। প্রচণ্ড রাগে তারা সবকিছু তছনছ করছে, শুঁড়দুটো সোজা; সূর্য্যের আলোয় দাঁত গুলো চক্‌চক্ করছে, শয়তানী চোখদুটো অগ্নি গোলকের মত জ্বল জ্বল করছে।

ইতিমধ্যে নিগ্রোরা চারদিক দিয়ে হাতী দুটোকে ঘিরে ফেলেছে। বর্শার পর বর্শা এসে পড়তে লাগল তাদের গায়ে। অনেক নিগ্রো শিকারী গাছের উপর উঠে বর্শা ছুঁড়তে লাগল। হাতী দুটোর গায়ে এত বর্শা বিঁধেছে যে তাদের সজারুর মত দেখাচ্ছে। শিকারীরা উত্তেজনায় ফেটে পড়তে লাগল। তাদের আক্রমনের প্রাবল্যে

হাতীদুটো মোড় ফিরতে বাধ্য হ'ল। তারা এবার শক্ত, কাঁটাওয়ালা লতার বেড়া ছিঁড়ে এগিয়ে আসতে চেষ্টা করল। শিকারীরা উদ্দাম উল্লাসে তাদের কাছে এগিয়ে গেল।

আমি, জ্যাক্ আর পিটারকিন যখন এই অদ্ভুত যুদ্ধ দেখছি তখন বড় হাতীটা ফাঁদ এড়িয়ে যেতে সমর্থ হ'ল। একপাক ঘুরে সে আমাদের কাছে দাঁড়ানো রাজা জাম্বিয়ার দিকে ধেয়ে গেল। দুঃস্বপ্নে দেখা এক ভয়ঙ্কর জন্তুর মত দেখাচ্ছে হাতীটাকে—সারা গায়ে বর্শা বেঁধা; ক্ষতস্থান থেকে রক্ত পড়ছে। জাম্বাই হাতীটার বুকে বর্শা ছুঁড়ে মেরে পিছন ফিরে দৌড় দিল; হাতীটা ঐ আঘাতে ক্রুদ্ধ চিৎকার করে উঠল।

অন্য শিকারীরাও হাতীটার সামনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়াল যাতে হাতীটা মনস্থির করতে না পারে কাকে সে আক্রমন করবে। আমাদের উপর হাতীটার চোখ স্থির হ'ল। আমরা আর কালবিলম্ব না করে পিছন ফিরে নিরাপদ স্থানে ছুট্ দিলাম।

কুড়ি গজের মতন যাবার পর জ্যাকের পাগলকরা চিৎকার কানে এল। পিছন ফিরে দেখলাম কাঁটা ঝোপে জ্যাকের পা আটকে গেছে। নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করছে সে। হাতীটা তার উপর লাল চোখদুটো নিবদ্ধ রেখে তীক্ষ্ণ গলায় ডেকে উঠল; তারপর সোজা জ্যাকের দিকে তেড়ে গেল।

ছয়

আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে লাফ দিয়ে পাগলা হাতী আর জ্যাকের মাঝখানে পড়লাম; হাতীর মাথা লক্ষ্য করে রাইফেল তাক করলাম।

আমি তখন ভয়শূন্য হয়ে গেছি: স্নায়ুগুলো পাথরের মত শক্ত হয়ে গেছে। ঐ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সব কিছু বিদ্যুৎ গতিতে ঘটছিল। এরপরই সব ঘটনা শ্লথ গতিতে ঘটতে লাগল। মনে হ'ল যেন এক যুগ কেটে গেছে আমি দাঁড়িয়ে তেড়ে আসা হাতীটার দিকে তাকিয়ে আছি। "কপালের মাঝখানে তাক্ করো," জ্যাকের ক্ষীণ গলা শুনতে পেলাম: লতার অকটোপাশ থেকে সে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করছে। পিটারকিন আমার পাশে এসে দাঁড়াল। পরের মুহূর্ত্তেই জঙ্গলকে সচকিত করে আমাদের রাইফেল গর্জে উঠল। পিটারকিন আর আমি দুদিকে লাফ দিয়ে সরে গেলাম। জ্যাক্ সটান চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। হাতীটা লাফ দিয়ে জ্যাককে টপকে সরাসরি একটা গাছে প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা মারল; গাছটা পাট কাঠির মত ভেঙ্গে গেল। তারপর হাতীটা নিথর হয়ে পড়ল।

আমাদের সাহায্যে জ্যাক নিজেকে মুক্ত করে আমাদের ধন্যবাদ দিল। নিজেদের অলৌকিক পরিত্রানের কথা বেশী ভাবার সময় পেলাম না কারণ, সামনের ঝোপ থেকে নিগ্রোদের হৈচৈ-চেঁচামেচি শুনে বুঝতে পারলাম আবার নতুন কোন বিপদ উপস্থিত হয়েছে।

আমরা আবার রাইফেলে গুলি ভর্ত্তি করে সামনে এগোলাম; খুব তাড়াতাড়ি অকুস্থলে পৌঁছলাম।

ছোট, এক খণ্ড ফাঁকা জমিতে অন্য হাতীটা একটা ছোট গাছ ভাঙ্গার চেষ্টা করছে যে গাছটার উপর রাজা জাম্বাই উঠেছে—

নিজেকে বাঁচাবার জন্য এবং উপর থেকে হাতীটার গায়ে বর্শা ছুঁড়ে মারবার জন্য।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ যে গাছটায় সে উঠেছে সেটা খুব মজবুত নয়। মনে হয় হাতীটা সেটা বুঝতে পেরেছে। সে গাছটার কাছে গিয়ে ভাঙ্গার চেষ্টা করতে লাগল। যখন আমরা সেখানে পৌঁছলাম তখন দেখলাম হাতীটা সর্ব শক্তি দিয়ে চেষ্টা করছে। গাছটা মড়মড় শব্দ করে এত দুলছে যে জাম্বাই উপরে স্থির থাকতে পারছে না। নিগ্রোরা চিৎকার করছে, বর্শা ছুঁড়ে মারছে—কিন্তু এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল যে আর কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই হাতীটা গাছটাকে ভূ-পাতিত করে রাজাকে পিষে মারবে।

পিটারকিন লাফ দিয়ে এগিয়ে গেল, কিন্তু জ্যাক্ আমার কাঁধে হাত দিয়ে আমাকে আটকাল।

"এবার আমার পালা," সে চিৎকার করে বলল; তারপরই সে হাতীটার দিকে এগিয়ে গেল।

আমি দেখলাম সে সোজা হাতীটার কাছে গেল, রাইফেলের নলটা হাতীর একেবারে কাঁধের কাছে লাগিয়ে ট্রিগার টিপল। হাতীটার হৃদপিণ্ডের মধ্যে গুলি ঢুকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে হাতীটা মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ল; নিষ্পন্দ প্রাণহীন।

এই ঘটনায় নিগ্রোরা আনন্দে একেবারে পাগল হয়ে উঠল। তারা নাচতে লাগল, লাফাতে লাগল, হাসতে লাগল। তাদের দু'হাতে ধরে নাকে নাক ঘষে থামাতে হ'ল।

শিকারে অনেক সময় লেগে গিয়েছিল; সন্ধ্যা এগিয়ে আসছে রাজা সামনের এক শুকনো উঁচু জমিতে ক্যাম্প করার আদেশ দিল আমরা সেই দিকে এগিয়ে গেলাম; নিগ্রোরা খুব কম সময়ের মধ্যে হাতীর মাংস কেটে নিল।

ঐ দিন রাতে আমাদের ক্যাম্পের দৃশ্য আমরা কোনোদিন ভুলব না। বিরাট বিরাট অগ্নিকুণ্ড জ্বালানো হ'ল; শিকারীরা আগুনের

চারপাশে বৃত্তাকারে বসল ; তারা হাতীর মাংস ঝলসে রাঁধল আর মাঝে মাঝে ঐ দিনের ঘটনা গল্প করতে লাগল। মাংসটা খেতে চমৎকার হয়েছিল।

পরের দিন সকালে আমরা গ্রামে ফিরে এলাম। দুদিন পরে ব্র্যাণ্ড হাতীর দাঁতগুলো নিয়ে নৌকো করে ভাঁটির দিকে চলল। হাতীর দাঁতগুলো চমৎকার দেখতে, দামও প্রচুর। আমরা দাঁতগুলোর কোনো দাবী করলাম না যদিও আমরাই হাতী দুটোকে মেরেছিলাম।

ব্র্যাণ্ড যাওয়ার আগে জাম্বাইয়ের সঙ্গে আমাদের অনেকক্ষণ আলোচনা হ'ল। জাম্বাই শপথ করে বলল যে সে আমাদের যত্ন নেবে এবং আফ্রিকার অভ্যন্তরে যাবার সময় আমাদের সঙ্গে যাতে কুলি আর রাইফেল-বাহক থাকে তা সে দেখবে।

প্রথমে সে চেষ্টা করল আমরা যাতে না যাই, সে বলল যে গরিলারা যেখানে থাকে সে জায়গা ওখান থেকে অনেক অনেক দূর ; আমরা জীবন্ত অবস্থায় সেখানে পৌঁছতে পারবনা, আর যদিও বা পৌঁছাই ওখানকার নরখাদক বাসীন্দাদের হাতে নিশ্চিত ভাবে মারা পড়ব।

আমরা বললাম যে এরকম বিপদের মুখোমুখি হতেই আমরা আফ্রিকার বুকে পা দিয়েছি এবং আমরা গরিলাদের দেশেই গরিলাদের মোকাবিলা করার জন্য বদ্ধ পরিকর।

অবশেষে রাজা বাধ্য হয়ে হাল ছেড়ে দিল। দশজন সেরা নিগ্রোকে মাকারুরুর নেতৃত্বে আমাদের সঙ্গে যাবার হুকুম দিল।

পরের তিনদিন আমরা আমাদের অভিযানের প্রস্তুতিপর্ব চালালাম সঙ্গে আমাদের প্রচুর জিনিষ নিতে হবে ; এক রাশ উপঢৌকন আছে সেগুলো দিয়ে আমরা সামনে এগোবার পথ পরিষ্কার করব। রাইফেল ও গোলা-গুলি ছাড়া সঙ্গে নিলাম উজ্জ্বল

রঙের কাপড়; পুঁতি, কফি, চায়ের প্যাকেট; ছবি, কাঁচি এবং আরও অনেক টুকি-টাকি।

ঐ তিন দিন ধরে মনে হ'ল গ্রামের আবহাওয়ার যেন কিছু পরিবর্তন হয়েছে; আগের মত নেই। ব্যাপারটা কি সঠিক ধরতে পারলাম না, তবে দেখলাম নিগ্রোরা হঠাৎ কেমন যেন চুপ মেরে গেছে: দু'একবার নিগ্রোদের দেখে মনে হ'ল তাদের চোখে-মুখে ভয় ও আশঙ্কার ছাপ—সাংঘাতিক কিছু বোধ হয় ঘটার অপেক্ষায় তারা আছে।

অনেকবার দেখলাম ওদের রোজা (ডাইনির মায়া থেকে যে মন্ত্রবলে সবাইকে মুক্ত করে) যখন ঝুঁকে চুপি চুপি কুটির গুলোর পাশ দিয়ে যায় তখন সবাই তার কাছ থেকে ছিট্‌কে সরে যায়।

কারণ টা কি বুঝতে পারলাম না। রোজার চেহারা কিছুটা বুড়ো বন-মানুষের মতন; শুকনো কোঁচকানো চামড়া। মাথায় লম্বা পালকের টুপি; মুখে সাদা রঙ লাগানো। হাতদুটোতে তীক্ষ্ণ বড় বড় নোখ; সর্বনাশা চোখ দুটো বলিরেখাযুক্ত মুখমণ্ডলে ধ্বক্ ধ্বক্ করছে। তার সারা শরীরে অদ্ভুত সব অলঙ্কার; দেখতে পিশাচের মত—মানুষ যে ওরকম দেখতে হতে পারে আমার জানা ছিলনা। একদিন ব্যস্ততার মধ্যে দেখলাম সে দুলে দুলে কুটির-গুলোর চারধারে নাচছে; হাতের জাদুকাঠি দোলাতে দোলাতে মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ গলায় চিৎকার করছে। আমাদের সঙ্গে মাকারুরু ছিল। সে মনে হয় ভয়ে পাথর হয়ে গেল: গোল গোল চোখ করে রোজার দিকে তাকাল। জ্যাক ভ্রূ কোঁচকাল।

"মনে হচ্ছে সে কিছু একটা করতে যাচ্ছে," সে বলল। "তুমি কি জান ব্যাপারটা কি, ম্যাক্? রোজার কি হ'ল?"

মাকারুরু গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়ল।

"জানিনা, মাস্টার," সে উত্তর দিল। "মনে হচ্ছে সে সাংঘাতিক

কিছু একটা করতে যাচ্ছে। খুব শীঘ্রই কারও মৃত্যু ঘটবে, বোধহয় আজ রাতেই।" স্বাভাবিক গলায় সে বলল।

"তুমি নিশ্চিত?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"হ্যাঁ, নিশ্চিত," মাথা ঝাঁকিয়ে সে বলল। "কিন্তু আপনাদের ভয়ের কিছু নেই, মাস্টার। এই মৃত্যু সাদা লোককে স্পর্শ করবেনা। রাজা খুব আনন্দিত যে আপনারা এসেছেন। যদি কেউ মারা যায় তবে তা কালো পুরুষ বা কালো মেয়েলোকই হবে।"

মাকারুরুর কথা আমাদের ভাল লাগল না। আমরা তৎক্ষনাৎ মনস্থির করলাম যে চারদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখব; চরম অবস্থার জন্য প্রস্তুত থাকব।

ঐ রাতে জাম্বাইয়ের সাথে একসঙ্গে রাতের খাবার সারলাম। তারপর নিজেদের কুটিরে ঘুমোতে গেলাম। শুয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

হঠাৎ সচকিত হয়ে আমি জেগে গেলাম। উঠে বসলাম। লাল আলোর আভায় আকাশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে; কুটিরের খোলা দরজা দিয়ে আমি তা দেখতে পেলাম। নীচুতালে ঢোলক বাজছে; পা দাপানোর তালে তালে বন্য তীক্ষ্ণ গান ভেসে আসছে।

আমি লাফিয়ে উঠলাম—কে যেন আমার হাত স্পর্শ করল। জ্যাক আমাকে স্পর্শ করেছে; সেও উঠে পড়েছে।

"কি হচ্ছে?"

সে বিড়বিড় করে বলল।

আমি উত্তর দিলাম না। খোলা দরজার দিকে আমার চোখ। লাল আলোয় নজরে পড়ল একটা কালো মতন মূর্তি চুপিসারে কুটিরে ঢুকছে।

সাত

আমি হাত বাড়িয়ে রাইফেলটা টেনে নিলাম। পর মুহূর্তেই মাকারুরুর গলা শোনা গেল।

"মাস্টার।" সে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল। "তাড়াতাড়ি আসুন আমার ওকান্‌ডাগা কে বাঁচান।

আমি রাইফেলের উপর থেকে হাত সরিয়ে নিলাম। ম্যাকের কথায় আমরা বিশ্বাস করলাম ; ওর মুখ থেকে ওকান্‌ডাগার কথা শুনেছি। ওকান্‌ডাগা হ'ল একজন সুন্দরী যুবতী নিগ্রো ; মাকারুরু তাকে ভালবাসে ; তাকে বিয়ে করবে বলে ঠিক করেছে।

বাইরের আগুনের আভায় দেখলাম মাকারুরু ভয়ে, আশঙ্কায় কাঁপছে। চোখদুটো সাদা আর ভীতবিহ্বল দেখাচ্ছে।

"ওখানে ওরা কি করছে, ম্যাক্?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"অনেক দিন ধরে", মাকারুরু বলতে লাগল, "আমাদের রাজা জাম্বাই পেটের মধ্যে খুব ব্যথা অনুভব করছে। আমার মনে হয় রাজা খুব বেশী খায় বলে ঐ রকম ব্যথা হয়। কিন্তু রোজা বলছে কিছু কালো পুরুষ ও মেয়ে মানুষ রাজার উপর যাদু করেছে। কিছু কিছু পুরুষ ও মেয়েকে ধরে সে কাপে করে বিষ খেতে দিচ্ছে। তার মতে ওকান্‌ডাগাও তাদের মধ্যে একজন। সে নাকি রাজাকে যাদু করেছে। আজ রাতে একটু পরেই তাকে বিষ খেতে দেওয়া হবে।"

নিগ্রোদের এই প্রচলিত রীতি আমরা শুনেছি। এই প্রথায় সন্দেহ ভাজন পুরুষ বা মেয়েদের এক কাপ করে বিষ খেতে বাধ্য করা হয়। তাদের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে কসাইরা, হাতে ধারালো বড় ছুরি। যদি বিষ ক্রিয়ায় অভিযুক্ত অপরাধী মাটিতে পড়ে যায় তখন সেই কসাইরা সেই দেহটা সঙ্গেসঙ্গে টুকরো করে ফেলে। যদি

সে বিষের ক্রিয়া কাটিয়ে উঠতে পারে তবে তাকে মুক্ত করে দেওয়া হয় এবং ঘোষণা করা হয় সে নিরপরাধ।

জ্যাক আর পিটারকিন ইতিমধ্যে উঠে দাঁড়িয়েছে। আমিও সময় নষ্ট না করে উঠে দাঁড়ালাম। আমরা রাইফেল নিয়ে তাড়াতাড়ি রাজার কুটিরের সামনে উন্মুক্ত জায়গার দিকে এগিয়ে গেলাম।

"চিন্তা কোর না, ম্যাক্" পিটারকিন বলল। "যে করে হোক তাকে আমরা বাঁচাবো—তুমি আমাদের উপর নির্ভর করতে পার।"

জাম্বাইয়ের কুটিরের কাছে এসে যা দেখলাম তাতে আমি অতটা নিশ্চিত হতে পারলাম না। যে দৃশ্য চোখে পড়ল তা সত্যিই রোমহর্ষক। বিরাট এক অগ্নিকুণ্ডের পাশে নিগ্রোরা গোল হয়ে বসে আছে। আগুনের পাশে রাজা, রাজার পাশে বোজা। চারদিকে মাটি রক্তে লাল; হাত আঙ্গুল, থেঁতলান খুলি ও মাংসের ডেলা চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। ওগুলো আগেকার অভিযুক্তদের কাটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।

এখনও দু'জনের পরীক্ষা নেওয়া বাকি আছে—একজন যুবতী আর একজন বুড়ো মানুষ। বুড়ো লোকটা রোগা, মাথায় সাদা উলের মত চুল ঐ যুবতী হল ওকানডাগা; তার আগেকার ঘটনার বীভৎসতা দেখে সে কাঁপছে; চোখদিয়ে জলের ধারা নেমে আসছে।

বুড়ো লোকটার বিষ খাওয়া হয়ে গেছে। সারা গা কাঁপছে। আমাদের চোখের সামনে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল; চোখের নিমেষে কসাইরা তার ধড় থেকে মাথাটা আলাদা করে ফেলল। তারপর তার দেহটা টুকরো টুকরো করতে লাগল।

জ্যাক্ মাকারুরুর হাত ধরে রাজার কাছে টেনে নিয়ে গেল। জাম্বাই ভ্রূ কুঁচকে তাদের দিকে তাকাল।

"রাজাকে বল," জ্যাক ক্রুদ্ধস্বরে বলল, "যে অনেক মেয়ে-পুরুষের প্রাণ নেওয়া হয়েছে। তাকে বল, যদি সে মেয়েটার জীবন না বাঁচায়

তাহলে আমরা তার গ্রাম ছেড়ে চলে যাব, আর কোনোদিন তার সঙ্গে দেখা করব না।

জ্যাকের বক্তব্য মাকারুরুর মারফৎ রাজা জানার পর তার মুখভঙ্গীর পরিবর্তন হ'ল। পরিষ্কার বোঝা গেল সে স্মরণ করছে কি ভাবে আমরা তার প্রাণ রক্ষা করেছি এবং আমরা চলে যাই তা সে মোটেই চায়না।

"আমি আমার জনগণের রায় অমান্য করতে পারবনা," সে ধীরে ধীরে বলল। "এই মেয়েটা আমাকে এবং আরও অনেককে যাদু করছে। তাকে মরতেই হবে। সাহেবরা যেন তাদের কুটিরে চলে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।" "গ্রামে অবিচার চলতে থাকবে আর আমরা ঘুমিয়ে থাকব, তা হয়না," জ্যাক উত্তর দিল। "মেয়েটাকে আগামীকাল মধ্যরাত পর্য্যন্ত বাঁচিয়ে রাখা হোক। তার ব্যাপারে ভাল করে খোঁজ-খবর করুন। যদি দেখা যায় সে অপরাধী তবে তাকে মেরে ফেলবেন।" জ্যাক্ যখন কথা বলে যাচ্ছিল তখন পিটারকিন ম্যাকের কানে কানে বলল।

"রোজাকে বল আমরা যা বলছি তা করতে; তাহলে আমি তাকে একটা সুন্দর রাইফেল দেব।"

রোজা আমাদের দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। ম্যাক্ চুপিসারে তার কাছে কানে কানে কি যেন বলল। অমনি রোজার মুখের ভাবের পরিবর্তন হ'ল। সে রাজার কাছে তাড়াতাড়ি কি যেন বলল। জাম্বাই সম্মতি সূচক মাথা নাড়ল।

"মেয়েটা একটা ডাইনি," রাজা বলল। "তবুও তোমরা যা বলছ আমি তা-ই করব। আগামীকালের আগে তার মৃত্যু হবেনা। তার মধ্যে সাহেবরা, তোমাদের গরিলা শিকার করতে চলে যেতে হবে।"

সে তার লোকজনকে হুকুম দিল ওকানডাগাকে কুটিরে নিয়ে গিয়ে কড়া পাহারায় রাখতে। আমরা আমাদের কুটিরে ফিরে

এলাম-ঘুমোবার জন্য নয় এর পরের পরিকল্পনা কি হবে তা চিন্তা করার জন্য।

"মেয়েটা এই ভাবে মারা যাবে তা আমরা হতে দেবনা," জ্যাকের রাগ তখনো কমেনি। "একটা উপায় বার করতেই হবে। আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে; মেয়েটাকে আমরা উদ্ধার করতে পারব; কিন্তু তার পরে ওরা আমাদের পিছু নিয়ে মেয়েটাকে আবার ধরে নিয়ে যেতে পারে। ওকানডাগাকে আমরা কোথায় লুকিয়ে রাখতে পারি?"

"মাস্টার," মাকারুরু বলল, "এখান থেকে একটু দূরে একটা গুহা আছে। ওকানডাগাকে আমরা সেখানে লুকিয়ে রাখতে পারি। তবে আমরা বিশ্বাস করি ঐ গুহায় ভূত-প্রেত আছে।" পিটারকিন হেসে উঠল।

"নিগ্রোরা কখনো ওখানে যায় না" ম্যাক্ চোখ বড় বড় করে বলল। "তাদের ভয় ওখানে গেলে তাদের ভূতে ধরবে।"

"তাহলে ঐ গুহাতেই আমরা যাব," জ্যাক্ বলল। "এখন আমার বুদ্ধিটা শোন·········"

সে অনেকক্ষণ ধরে তার পরিকল্পনা বলল, আমরা মনোযোগ দিয়ে শুনলাম।

আট

পরের দিন আমরা খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠলাম। রাজার খুব ইচ্ছে আমরা আমাদের পূর্বের পরিকল্পনা মাফিক তার গ্রাম ছেড়ে গরিলা শিকারে চলে যাই, যদিও তাকে আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে ফেরার পথে তার গ্রাম হয়ে যাব। নৌকোতে আমাদের মাল-

পত্র বোঝাই করা হয়েছে ; আমাদের কুলিরা দাঁড় টানার জন্য প্রস্তুত হ'ল। চিৎকার আর বন্দুকের গর্জনের মধ্য দিয়ে আমরা বিদায় নিলাম।

বেশ কিছু মাইল অতিক্রম করার পর সূর্যাস্তের অনেক আগেই আমরা ডাঙ্গায় উঠলাম। সঙ্গের লোকদের নৌকো করে গিয়ে নদীর বাঁকের একটা নির্দিষ্ট জায়গায় ক্যাম্প করতে বললাম। সেখানে তারা আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে। আমরা বনের মধ্যে কিছু শিকারের খোঁজে বেরিয়ে পড়লাম।

কুলিরা দাঁড় বেয়ে এগিয়ে গেল। নৌকোগুলো দৃষ্টি সীমার বাইরে যেতেই জ্যাক্ মাকারুরুর দিকে ফিরল।

"এখন," সে বলল, "আমাদের গুহার কাছে নিয়ে চল।"

দু'ঘণ্টা ধরে মাকারুরু জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। শেষপর্য্যন্ত আমরা এক এবড়ো-খেবড়ো পাথুরে জায়গায় এলাম। সেটা পার হয়ে আমরা একটা পাহাড়ের মুখে বেড়ে ওঠা ঘন জঙ্গলের মধ্যে ঢুকলাম। দিনের আলো তখন আর বেশী নেই।

ম্যাক্ থামল ; আবছা আলোয় দেখলাম সে ভয়ে কাঁপছে। "চলো, ম্যাক্," আমি বললাম। "তুমি নিশ্চয়ই সত্যি বিশ্বাস করনা যে এখানে ভূত থাকে।"

"আমি জানিনা, মাস্টার," ভয়ের সঙ্গে সে উত্তর দিল। "এখন কোনো কিছুতে ভয় পাওয়ার সময় আমাদের হাতে নেই," জ্যাক অধৈর্য্য ভাবে বলল। "চলো, এগিয়ে চলো।"

মাকারুরু খাড়াই পাহাড়ের ঢাল দিয়ে আমাদের নিয়ে চলল : সেগুলো বিরাট পাথরের চাঁইয়ে ঢাকা, কতকগুলো আবার ঘন ফার্ণগাছের আড়ালে লুকোনো। এরকমই একটা পাথরের তলায় বিরাট এক কালো গহ্বর দেখা গেল। ম্যাক্ থেমে হাত দিয়ে গুহাটা দেখাল : ভয়ে তার দাঁত ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে। আমরা এক বিরাট গুহার সামনে দাঁড়িয়ে। "তোমার কাছে মশালগুলো আছে,

পিটারকিন," জ্যাক্ বলল। সেগুলো জ্বালাও, আমাদের দেরী হয়ে যাচ্ছে।" কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে মশালগুলো জ্বলে উঠল। প্রত্যেকে একটা করে নিয়ে মাথার উপরে ধরে রাখলাম। আমরা অন্ধকার গহ্বরের মধ্যে ঢুকলাম, পিছনে ভীত-সন্ত্রস্ত মাকারুরু।

আমি ভিতরে পা দিয়ে ছাদের দিকে তাকালাম। হঠাৎ আমার কানে আর একরকম শব্দ এল। গুহার বাতাসে একরকম হিস্ হিস্ শব্দ, মশালগুলো তার জন্য কাঁপছে। পরিষ্কার করে কিছুই দেখতে পাচ্ছিনা। আমরা এক জায়গায় থামলাম: হঠাৎ আমার গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল।

দেখলাম কালো গুহার ছাদের মত কিছু একটা জিনিষ আমার দিকে নেমে আসছে। প্রচণ্ড জোরে ডানা ঝাপটানোর শব্দ। পরের মুহূর্ত্তেই তিনটে মশালই নিভে গেল।

মাকারুরু জোরে চিৎকার করে পিছন ফিরে পালাতে গেল, কিন্তু জ্যাক্ তার হাত ধরে শক্ত করে আটকে রাখল। দুজনে একটুক্ষণের জন্য ধস্তাধস্তি করল। ঐ সামান্য ধস্তাধস্তির শব্দে গুহার মধ্যেকার সমস্ত অতৃপ্ত আত্মা যেন জেগে উঠল। চারদিকে ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ শুরু হয়ে গেল, বাতাসে "চিক্ চিক্" আওয়াজ শোনা গেল।

"বাদুর!" জ্যাক্ চেঁচিয়ে বলল। "এখানে বাদুর থাকে, আর কিচ্ছু নয়। তাড়াতাড়ি, পিটার, আর একবার মশাল জ্বালাও।"

অন্ধকারের মধ্যে একটা দেশলাই কাঠি জ্বলে উঠল। আর একবার মশালগুলো জ্বালানো হ'ল। আমরা গুহার মধ্যে এগিয়ে গেলাম। ভয়ে অজ্ঞানপ্রায় মাকারুরু আমাদের পিছনে এল।

গুহাটা একশ 'গজ গভীর ও পঞ্চাশ গজ চওড়া। কয়েক'শ' বড়, রোমশ বাদুর দেওয়ালে ও ছাদে ঝুলে রয়েছে। আমরা মশালগুলো পাথরের খাঁজে রাখলাম। কালি আর চকচকে তেল মুখে মেখে

আমরা রাতের অভিযানের জন্য প্রস্তুত হ'লাম। গা এলো করে, কোমড়ের নীচে নগ্ন রেখে আমরা আমাদের সাজ শেষ করলাম।

সবার আগে পিটারকিনের সাজ শেষ হ'ল। মশালের পরিপূর্ণ আলোতে তার দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে তাকে চেনা খুব কষ্টকর।

"নিগ্রোরা যদি আমাদের পিছন পিছন আসে," সে বলল, "তাহলে আমি একটা খেল্ দেখাব।"

একটা সমতল পাথরে সে কিছু বারুদ ঢেলে বোতল থেকে জল বের করে ময়দার মত মাখল। তারপর ডেলাটা তিনটে মোচার আকার করে সাবধানে পাশে সরিয়ে রাখল।

"আমার কাজ হয়ে গেছে," সে বলল। "পরে এগুলো আমাদের কাজে লাগতে পারে।"

আমরা যাবার জন্য তৈরী। রাইফেল আর ভারী ছুরি নিয়ে চাঁদের আলোয় আমরা জাম্বাইয়ের গ্রামের দিকে দ্রুত পায়ে এগিয়ে চললাম। গ্রামের একশ'গজ আগে আমরা থামলাম। পায়ের জুতো খুললাম, রাইফেলগুলো জুতোর পাশে রাখলাম। তারপর গ্রামের দিকে চললাম।

কুটিরের মধ্যে ঢোলক বাজছে; অনেকের চিৎকার শোনা যাচ্ছে। ঐ চিৎকার আমাদের গতি ত্বরান্বিত করল। আমরা প্রথম সারির কুটিরগুলোর কাছে পৌঁছলাম, ছায়ার মধ্য দিয়ে এগোতে লাগলাম। একটার পর একটা কুটির পার হয়ে একসময় জ্যাকের নির্দেশে থামলাম। চুপ করে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলাম।

জাম্বাইয়ের কুটিরের সামনে থেকে শুধু কোলাহল ভেসে আসছে। জ্যাক্ আমাদের দিকে ফিরে তাকাল।

"এখন তোমরা জান তোমাদের কি করতে হবে," সে বলল। "ওরা যে উদ্দাম চিৎকার করছে তাতে আমাদের চলাফেরার শব্দ চাপা পড়ে যাবে। ওকানডাগার কুটির কোথায় তা তোমরা জান; সকালে দেখেছি সেখানে কতজন প্রহরী আছে। প্রত্যেকে একজন

করে প্রহরীর দায়িত্ব নাও, চুপিসারে তাদের খতম কর। ব্যাপারটা পরিষ্কার হ'ল তো ?"

আমরা মাথা নাড়লাম। জ্যাক্ কুটিরের ছায়ায় চুপিসারে এগিয়ে গেল। আমরা এক সারি দিয়ে তাকে অনুসরণ করলাম। গ্রামে আসার পথে মোটা দেখে লাঠি কেটেছিলাম; সেগুলো হাতে নিলাম।

ওকানডাগাকে যে কুটিরের মধ্যে বন্দী করে রাখা হয়েছে সেখানে এসে জ্যাক্ থামল। ভিতর থেকে কথাবার্ত্তার শব্দ কানে এল। নীচু ঝোপের আড়ালে থেকে জ্যাক্ কুটিরের সামনের দিকে এগোল। আবার সে থামল; আমরা তার কাছাকাছি গিয়ে ঝোপের মধ্য থেকে উঁকি মারলাম।

কুটিরটার সামনে একেবারে খোলা; আগুনের আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। আগুনের চারপাশে প্রহরীরা বসে আছে; পাশে মাটিতে বর্শাগুলো রাখা। তারা নিজেদের মধ্যে কথা বলছে, ওকান-ডাগার দিকে তাদের নজর নেই। ওকানডাগা তাদের পিছনে বসে আছে—দু'হাতে মুখ ঢাকা।

এটুকু দেখতে আমাদের খুব কম সময় লাগল। এবার জ্যাক্ আক্রমন করার সংকেত দিল।

আমার অন্য বন্ধুরা কিভাবে তাদের কাজ শেষ করল আমি তা জানিনা। অন্যদের দিকে তাকিয়ে দেখবার সময় আমার ছিল না। সবচেয়ে কাছের প্রহরীটার উপর আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম। সে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখার আগে আমি তার কপালে সর্বশক্তি দিয়ে আঘাত করলাম। সে নিঃশব্দে লুটিয়ে পড়ল।

আমি সোজা হয়ে চারদিকে তাকালাম। অন্য তিনজন প্রহরীও লুটিয়ে পড়েছে; আমার বন্ধুরা তাদের সামনে দাঁড়িয়ে। এই পর্য্যন্ত সব কিছু ভালয় ভালয় কাটল; চারজন প্রহরী টুঁ শব্দ না করে কুপোকাৎ।

বেচারা ওকানডাগা চমকে লাফিয়ে উঠে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল। মাকারুরু সঙ্গে সঙ্গে তাকে সব খুলে বলল; ওকানডাগা আনন্দে চেঁচিয়ে মাকারুরুর বুকের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এখন আর দেরী করার সময় নেই। রাজার কুটিরের সামনে কোলাহল ক্রমশঃ বাড়ছে। বোঝা গেল আর কয়েক মিনিটের মধ্যে কসাইরা অপরাধীকে নিতে আসবে।

যেখানে আমাদের রাইফেল আর জুতো রেখে এসেছিলাম সে-দিকে যত জোরে সম্ভব ছুটতে লাগলাম। মাকারুরু ওকানডাগার কব্জি ধরে টেনে নিয়ে চলল। আমরা নিরাপদে আমাদের রাইফেলের কাছে পৌঁছলাম। সেগুলো তুলে ধরার আগেই সমবেত উদ্দাম চিৎকার শুনে বুঝলাম জনতা এবার বন্দীর কুটিরের দিকে ছুটে চলেছে। "চলো", জ্যাক্ তাড়াতাড়ি বলল, "এখন প্রাণ বাঁচাবার জন্য ছুটতে হ'বে। মাকারুরু, তুমি ওগানডাগার বাঁ হাত ধরো, আমি ডান হাত ধরছি।"

তারা দু'জন ওকানডাগাকে ঐভাবে ধরল। ঠিক ঐ সময় গ্রাম থেকে বিকট চিৎকার শোনা গেল। বুঝতে পারলাম—বন্দী যে পালিয়েছে তা তারা আবিষ্কার করেছে। এরপরই ক্রুদ্ধ চিৎকার শোনা গেল। আমরা জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ছুটে চললাম গুহার দিকে।

কয়েক মিনিট পার হয়ে গেল। তারপরই জঙ্গলের চারদিক দিয়ে অনুসরণকারী নিগ্রোদের চিৎকার শোনা গেল। তবে আমরা অনেক এগিয়ে আছি। ইতিমধ্যে আমরা জঙ্গলের অধিকাংশ এলাকা পার হয়ে এসেছি। একসময় পিছন থেকে একটা চিৎকার শুনে বুঝলাম নিগ্রোদের মধ্যে কেউ আমাদের দেখতে পেয়েছে।

আমি গতি আস্তে করে কাঁধের উপর দিয়ে পিছন ফিরে দেখলাম চাঁদের আলোয় দু'জন নিগ্রো হুড়মুড় করে আমাদের পিছনে এগিয়ে আসছে। চিৎকার শুনে বোঝা গেল তারা যে আমাদের দেখে

ফেলেছে তা তাদের বাকি সঙ্গীরা বুঝতে পেরেছে ; তারা এখন ঐ পথে এগিয়ে আসছে। এদিকে ওকানডাগার ছোটার শক্তি নিঃশেষ হয়ে আসছে ; ভয়ে সে আরও বেশী দুর্বল হয়ে পড়ছে। যখন গুহায় পৌঁছতে আরও দু'শ গজের মত পথ বাকি তখন সে একটা চিৎকার করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

জ্যাক্ পিছু ফিরে দেখল অনুসরণকারী নিগ্রো দু'জন চল্লিশ গজ দূরে, আর অন্য কোনো নিগ্রোকে দেখা যাচ্ছে না। "আমার রাইফেলটা ধর", জ্যাক্ উত্তেজিত ভাবে বলল। আমি রাইফেলটা ধরলাম। সে নীচু হয়ে ওকানডাগার কোমর ধরে তাকে দু'হাতের উপর তুলে নিল। আমরা আবার ছুটে চললাম ; কিছু পরে গুহার মুখের কাছে এলাম।

জ্যাক্ ওকানডাগাকে নামিয়ে দিল ; সে ছুটে ভিতরে চলে গেল! বাকি সবাই গুহার মুখের কাছে দাঁড়ালাম।

"তোমরা সবাই সরে যাও," জ্যাক কঠোর ভাবে বলল, "আমার উপর সব ছেড়ে দাও।"

আমি অন্ধকারের মধ্যে পিছিয়ে যেতে যেতে দেখলাম অনুসরণকারী নিগ্রো দু'জন গুহার মুখের কয়েক গজ আগে দাঁড়িয়ে আছে। তারা দ্বিধাগ্রস্থ ভাবে এদিকে তাকিয়ে আছে। ঐ মুহূর্ত্তেই জ্যাক্ তাদের দিকে ছুট্ দিল।

তারা পালাবার উপক্রম করল, আমি দেখলাম জ্যাক্ একা দু'জনকে ধরতে পারবে না। আমি তার পিছনে গেলাম ; আমার পাশে পিটারকিন। কয়েক গজ ছুটে আমরা একজনকে ধরলাম। মাথার চুল ধরে তাকে গুহার মধ্যে নিয়ে এলাম, অন্যজনকে জ্যাক্ মাটি থেকে তুলে কাঁধে করে নিয়ে এল—মনে হ'ল একটা বাচ্চা যেন আয়ার কোলে ছট্‌ফট্ করছে।

আমরা বন্দী দুজনের হাত-পা-মুখ বেঁধে বালির মেঝেতে শুইয়ে

দিলাম। আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম ; মনে আশা—আমাদের লুকানো জায়গা আবিষ্কৃত হবে না।

কিন্তু তা হ'ল না। চিৎকার চেঁচামেচি ক্রমশঃ কাছে এগিয়ে এল, আমি দেখতে পেলাম একদল নিগ্রো চাঁদের আলোয় এগিয়ে আসছে ; জাম্বাই সবার আগে। গুহার মুখের কয়েক গজ আগে তারা থামল। আমাদের লুকানো জায়গা আবিষ্কৃত হয়ে পড়েছে।

নয়

তারা কিছু সময় ভীত ও দ্বিধাজড়িত অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইল।

রাগ ও পিছু তাড়া করার উত্তেজনায় তারা এতদূর এসেছে। রাগের তেজ একটু এখন কমেছে ; তাদের চোখের সামনে সেই ভুতুড়ে গুহা—ভিতরে ঢুকতে কারও সাহসে কুলোচ্ছে না। তারা সবাই রাজা জাম্বাইকে ঘিরে দাঁড়াল ; রাজাও এগোতে উৎসাহ পাচ্ছে না ;

আমরা অন্ধকার থেকে তাদের দেখতে লাগলাম। জাম্বাই কথা বলল, আমার পাশে মাকারুরু তার তর্জমা করল, "ওরা এখানে আশ্রয় নিয়েছে, "রাজা গুহা দেখিয়ে বলল, "আমরা জানি ওরা মানুষ, ভূত নয়, আমার সঙ্গে কে কে তোমরা গুহার মধ্যে যাবে ?"

"মনে হয় ওরা দুষ্ট আত্মা, মানুষের রূপ ধারণ করেছে, একজন নিগ্রো ভীরু ভাবে বলল।

রাজা তার দিকে ফিরে তাকাল।

"তুমি কাপুরুষের মত কথা বলছ, "সে চেঁচিয়ে বলল, "যদি ওরা দুষ্ট আত্মা হয় তবে আমাদের ডাকিনী বিদ্যায় পণ্ডিত রোজা ওদের তাড়িয়ে দেবে।"

রোজাকে সামনে এগিয়ে দেওয়া হ'ল।

"মশাল নিয়ে আসা হোক ; আমি সবার আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব, "সে বলল,

জনতা রোজার কথা অনুমোদন করল, আমার পাশে কে যেন নড়ে উঠল। আমাদের পরিকল্পনার পরবর্তী অধ্যায় শুরু করতে পিটারকিন প্রস্তুত হ'ল।

"দেশলাই হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাক," সে ফিস্‌ফিস করে বলল, আমি বললেই বারুদের মোচাগুলো জ্বালিয়ে দিও। বাকি সব আমার উপর ছেড়ে দাও।"

আমাদের বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ল না। রোজা সঙ্গে প্রচুর মশাল-বাহক নিয়ে চিৎকার করতে করতে গুহার মুখের কাছে এগিয়ে এল।

ওখানকার শত শত বাদুর ঐ চিৎকারে ভয় পেয়ে গেল। তারা দেওয়ালের গর্ত্ত থেকে নেমে আসতে লাগল, তাদের কিচ্‌কিচ্ শব্দ ও পাখা ঝাপটানোর আওয়াজে চারদিক মুখরিত। ভয় পেয়ে নিগ্রোরা থেমে গেল ; কান পেতে শুনতে লাগল।

"জ্বালাও," পিটারকিন ব্যগ্র ভাবে বলল, আমরা সঙ্গে সঙ্গে দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে বারুদের মোচার কাছে ছুঁড়ে দিলাম। তুবড়ির মত সেগুলো জ্বলতে আরম্ভ করল। শুনতে পেলাম নিগ্রোরা অবাক হয়ে চেঁচিয়ে উঠল ; পরের মুহূর্ত্তে পিটারকিন বীভৎস চিৎকার করে গুহার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল।

তাকে ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। অন্ধকারের মধ্যে সে শুকনো ঘাস ও পাতা দিয়ে শিরস্ত্রান বানিয়েছে তারপর কালো মুখের জায়গায় জায়গায় লাল আর সাদা মাটি লাগিয়েছে। হাতে ও পায়ে ঢিলে করে কম্বল লাগিয়েছে। ঐ আবছা আলোয় তাকে দেখাচ্ছে বীভৎস!

আমাদের ভাগ্য ভাল ঐ সময় বারুদের তুবড়ির উপর এক ফ্ল্যাস্ক ভর্ত্তি বারুদের সবটা হঠাৎ পিটারকিনের হাত থেকে পড়ে গেল।

তুবড়ি আরও দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল ; পিটারকিনের কম্বলে আগুন লেগে গেল। সে ঐ অবস্থাতেই গুহার মুখের কাছে এসে চিৎকার করতে লাগল—কিছুটা যন্ত্রণায় আর কিছুটা নিগ্রোদের ভয় পাইয়ে দিবার জন্য ;

তার উদ্দেশ্য সফল হ'ল। নিগ্রোরা তার দিকে একবার তাকিয়ে আতঙ্কিত হয়ে পিছন ফিরে ছুটতে লাগল। বাদুরগুলোও ভয় পেয়ে, ধোঁয়ায় দমবন্ধ হয়ে পাক খেয়ে গুহার মুখ থেকে বেরিয়ে এল। পলায়মান নিগ্রোদের মাথার উপর তাদের ডানার আঘাত পড়তে লাগল—সমস্ত দৃশ্যটা আরও বেশী নারকীয় হয়ে উঠল।

জাম্বাই আর তার লোকেরা দিগ্বিদিগজ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে লাগল ; একজন আর একজনের গায়ের উপর উল্টে পড়ছে, গাছের সঙ্গে ধাক্কা লাগছে, ঝোপের মধ্যে পড়ছে। আর পিটারকিন সমানে গুহার মুখে উন্মাদের মত নাচছে আর চিৎকার করছে—তার সারা গায়ে ধোঁয়া আর আগুন।

নিগ্রোরা যে ঐ রাতে আর ওখানে আসবে না সেটা নিশ্চিত হওয়া গেল। আমি দেশলাই কাঠি জ্বেলে একটা মশাল জ্বালালাম। পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসিতে ভেঙ্গে পড়লাম।

পিটারকিন তার গায়ের কম্বলের নিস্তেজ আগুন নিভিয়ে আমাদের কাছে ফিরে এল।

"এখন আর আমাদের তেমন ভয় নেই, কি বল ম্যাক্? সে বলল মাকারুকুর হাসি ভর্ত্তি মুখের দিকে তাকিয়ে।

"আমার মনে হয়, মাস্টার পিটারকিন, আপনার মত ভয়ঙ্কর ভূত তারা জীবনে আর কোনোদিন দেখেনি," সে বলল, "কিন্তু মাস্টার, আমাদের এখন তাড়াতাড়ি ক্যাম্পে ফিরে যাওয়া উচিত, রাজা হয়ত সেখানে গিয়ে তদন্ত করে দেখবে এই ঘটনায় আপনাদের কোনো হাত আছে কিনা।"

"তুমি ঠিক বলেছ," জ্যাক্ বলল, "আমাদের এক্ষুণি এখান থেকে

চলে যেতে হবে। কিন্তু ওকানডাগা আমাদের সঙ্গে আছে; ওকে নিয়ে কি করা যায়?"

এতক্ষণ এই ব্যাপারটা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাইনি, ওকে আমরা ক্যাম্পে নিয়ে যেতে পারিনা; কারণ নিগ্রো কুলিরা তাহলে বুঝতে পারবে যে ওকানডাগার উদ্ধারের পিছনে আমরা আছি। ওকে গ্রামেও ফেরৎ পাঠাতে পারব না।

"আচ্ছা, ওকে মাকারুরুর সঙ্গে জঙ্গলে পাঠিয়ে দাওনা কেন; মাকারুরু ওর দেখাশুনা করবে: ওর জন্য শিকার করবে." আমি বললাম, "আমরা যখন নদীপথে এগোব, ওরা তখন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে গিয়ে আমাদের সঙ্গে তাল রাখবে। প্রতিদিন রাতে মাকারুরু ওকানডাগার জন্য নিরাপদ আশ্রয় ঠিক করে আমাদের ক্যাম্পে ফিরে আসবে। সবাইকে বলব সে শিকার থেকে আসছে; "প্রতিদিন সকালে সে আবার ওকানডাগার কাছে ফিরে যাবে। আমরা যখন পাশের গ্রামে পৌঁছব তখন সেখানে মেয়েটাকে রাখতে পারব। গরিলা অভিযান থেকে ফেরার পথে আবার ওকে নিয়ে আসতে পারব।"

জ্যাক্ চিন্তিত মুখে দাড়িতে হাত বোলাতে লাগল।

"খুব একটা খারাপ বলোোন"—সে বলতে আরম্ভ করল। আমার পিছনে কিছু একটা নড়ার শব্দ পেলাম। পিছন ফিরে দেখলাম বন্দী নিগ্রো দু'জন উঠে দাঁড়িয়েছে। খুব ভাল করে হয়ত তাদের বাঁধিনি; আমাদের কথা-বার্ত্তার সুযোগে তারা বাঁধন খুলে ফেলেছে

তারা হঠাৎ আমাদের অতিক্রম করে দৌড় লাগাল। কাছের নিগ্রোটাকে ধরার জন্য জ্যাক্ লাফ দিল; এবং একটা পা বাড়িয়ে দিল; নিগ্রোটা ঐ পায়ে হোঁচট খেয়ে চাপা একটা আর্তনাদ করে অদৃশ্য হয়ে গেল। ঐখানে গুহার মেঝেতে একটা গভীর গর্ত্ত ছিল, হতভাগা নিগ্রোটা মাথা নীচর দিক করে ঐ গর্ত্তের মধ্যে পড়ল।

পরে যখন তাকে খুঁজে পেলাম তখন দেখলাম ঐ পতনের সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু হয়েছে।

অন্য নিগ্রোটা ততক্ষণে গুহার মুখ পার হয়ে বনের দিকে ছুটতে আরম্ভ করেছে। দেখলাম মাকারুরু হরিণের গতিতে তার পিছনে ছুটছে। কয়েক সেকেণ্ড পরে একটা চিৎকার শুনতে পেলাম। একটু পরেই মাকারুরু ফিরে এল, হাতের ছুরিটা রক্ত মাখা।

সে ছুরিটা গলার কাছে নিয়ে আড়াআড়ি চালিয়ে দেখাল।

"পাজীটাকে মেরে ফেলেছি।" সে খুশির সুরে বলল।

আমরা এরকম রক্তপাত চাইনি, তবে এটা ঠিক যে ঐ নিগ্রোটা যদি গ্রামে ফিরে যেত তাহলে বাকি সব নিগ্রো এসে আমাদের কচুকাটা করত।

আমরা এবার গুহা থেকে চলে যাবার জন্য আরও বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। নিজেদের যতটা সম্ভব পরিষ্কার করে নিলাম; তারপর ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলাম।

ক্যাম্প থেকে তিন মাইল আগে আমরা থামলাম। মেয়েটার জন্য একটা আশ্রয় যোগাড় করলাম যেখানে সে ত্'এক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিতে পারবে। আমরা তারপর ক্যাম্পে পৌঁছলাম। সূর্য্য ওঠার আগে দু'ঘণ্টা বিশ্রাম নিলাম; তারপর দাঁড় বেয়ে উজানে চললাম।

সারাদিন ধরে রোদের মধ্য দিয়ে চললাম। ঐ রাতে আমরা পাম গাছের বনানীতে ক্যাম্প করলাম; জায়গাটার বর্ণনা মাকারুরুই দিয়েছিল; একটু পরে সেও আমাদের সঙ্গে যোগ দিল। সে বলল যে ওকানডাগাকে কয়েক মাইল দূরে নিরাপদ জায়গায় রাখা হয়েছে।

এভাবে আমরা বেশ কয়েকদিন চললাম। তারপর একদিন নদীর পাড়ে এক গ্রামে পৌঁছলাম। সেখানে গ্রামের প্রধান ম্যাবানগো আমাদের সহৃদয়তার সঙ্গে অভ্যর্থনা জানাল। সে কথা দিল আমাদের ফিরে আসা অবধি ওকানডাগাকে সযত্নে রাখবে।

"নাজামিকে ডেকে পাঠাও" সে এক ভৃত্যকে হুকুম দিল। প্রধানের প্রিয় পত্নী নাজামি একটু পরে এসে হাজির হ'ল! কোলে সুন্দর একটা ছেলে—প্রধানের একমাত্র সন্তান।

ম্যাবানগো ওকানডাগাকে প্রিয় পত্নীর হাতে সঁপে দিল; বলে দিল সে যেন ওকানডাগার যথেষ্ট যত্ন নেয়।

আমরা এবার দুশ্চিন্তামুক্ত হ'লাম। দু'দিন পরে আমরা গ্রাম ছাড়লাম। এবার জঙ্গলের পথ ধরলাম। অবশেষে সত্যি সত্যি গরিলার সন্ধানে রওয়ানা দিলাম।

দশ

দু' সপ্তাহ জঙ্গলের মধ্যে কাটালাম আমরা। তারপর কাঁধ সমান উঁচু ঘাস ভর্ত্তি একটা জায়গায় এলাম। হাতড়ে হাতড়ে আমাদের পথ করতে হচ্ছে; কারণ চারদিকে লম্বা ঘাস ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। এরপর আমরা অপেক্ষাকৃত ছোট ঘাস-ওয়ালা জমিতে এলাম—চারদিকের সুন্দর দৃশ্য উপভোগ করতে লাগলাম।

জায়গাটায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে অনেক জলাশয় রয়েছে; কতকগুলো জলাশয়ের কাছে গর্ত্ত দেখতে পেলাম। হাতী যখন জল খেতে এসেছিল তখন তাদের পায়ের চাপে ঐ গর্ত্ত হয়েছে। রাতে সিংহের গর্জন শুনতে পেলাম; কিন্তু জঙ্গল দিয়ে যাবার সময় কিছুই আমাদের নজরে পড়ল না।

একদিন বেশ বেলা থাকতে থাকতে আমরা লম্বা গাছের ছায়ায় একটা পরিষ্কার জলাশয়ের কাছে ক্যাম্প করলাম। এক ঘণ্টা বিশ্রাম নিয়ে আমি আর পিটারকিন রাইফেল হাতে ক্যাম্প ছেড়ে হাঁটতে

শুরু করলাম ; মনে আশা যদি কোনো শিকার পাই। এক মাইল যাবার পর আমরা দেখলাম যে আমাদের থেকে পাঁচ-ছ'শ গজ দূরে এক খোলা জমিতে একটা মোষ ঘাস খাচ্ছে।

পিটারকিন একটা ঝোপের পিছনে আমাকে টেনে নিয়ে গেল। "আমি এটাকে গুলি করতে চাই", সে বলল, "কিন্তু আমাদের উল্টো দিকে যেতে হবে, না হ'লে বাতাসে মোষটা আমাদের গন্ধ পেয়ে যাবে। সাবধানে যেতে হবে কিন্তু।"

অর্ধবৃত্তাকারে আমরা এগোতে লাগলাম। পনের মিনিটের মধ্যে আমরা বাতাসের উল্টোদিকে চলে গেলাম। মোষটা শান্ত ভাবে একগুচ্ছ ঝোপের প্রান্তে ঘাস খাচ্ছে।

"আমার পিছনে এস," পিটারকিন ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল। "আমি যতটা সম্ভব গুঁড়ি মেরে মোষটার কাছে যাব ; যদি প্রথমবার গুলিতে ব্যর্থ হই তাহলে তুমি দৌড়ে এসে তোমার রাইফেলটা দিও।"

ঘাসের মধ্য দিয়ে এঁকে বেঁকে সে যেতে লাগল। মোষটার চল্লিশ গজের মধ্যে সে পৌঁছে গেল—মোষটা টের পেলনা। তারপর সে থামল। ঘাসের মধ্য থেকে তার মাথা আর কাঁধ উঁচু হয়ে উঠল : অত্যন্ত সাবধানে সে কাঁধের উপর রাইফেল রেখে মোষের দিকে তাক্‌ করল।

আমি অপেক্ষা করে রইলাম। কিছুই ঘটলনা। পিটারকিন ওখানে দু'মিনিট নীচু হয়ে রইল ; দেখলাম তার কাঁধ এঁকেবেঁকে এগোচ্ছে। হঠাৎ কিছু একটা ভাঙ্গার তীক্ষ্ণ আওয়াজ হ'ল। মোষটাও তা শুনতে পেল ; চমকে বিরাট মাথাটা উপরে তুলল। পিটারকিন জমি থেকে উঠল। ঐ মুহূর্তে বুঝতে পারলাম যে তার রাইফেলের কোনো অংশ ভেঙ্গে গেছে বা আটকে গেছে।

এক মুহূর্ত্ত পরেই মোষটা পিটারকিনকে দেখতে পেল, দারুন গর্জন করে—এগিয়ে এল।

এতবছর পরেও ধেয়ে আসা মোষটার ছবি আমার চোখের সামনে ভাসছে। ঘাসের উপর দিয়ে উন্মাদের মত মোষটা এগিয়ে এল, মুখে ফেনা, চোখদুটো জ্বলজ্বলে, লেজটা নড়ছে, বিকট গর্জনে সারা জঙ্গল কেঁপে উঠল। দেখে গা শিউরে উঠল।

পিটারকিন উঠে দাঁড়িয়ে জঙ্গলের দিকে ছুটল; কিন্তু চক্ষের নিমেষে মোষটা পিটারকিনের উপর পড়ল। এক পা এগোবার বা রাইফেলটা তোলার আগেই দেখলাম মোষটা আমার বন্ধুকে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়েছে। শূন্যে এক পাক ঘুরে পিটারকিন অসহায় ভাবে মোটা ঝোপের উপর আছড়ে পড়ল।

ভয়ে আমি বিবর্ণ হয়ে গেলাম। পিটারকিন নিশ্চয়ই মারা গেছে, অথবা সাংঘাতিক ভাবে আহত হয়েছে। আমি সব ঘটনা যখন হাঁ করে দেখছিলাম তখন মোষটা ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার ঝোপের দিকে তেড়ে গেল।

ঐ মুহূর্তে আমার মাথাটা পরিষ্কার ও ঠাণ্ডা হ'ল। আমি লাফিয়ে ঝোপটার সামনে দাঁড়িয়ে ক্রুদ্ধ মোষটার আক্রমনের অপেক্ষা করতে লাগলাম। মোষটা তেড়ে এল। দূর থেকে মাথায় গুলি করতে পারব কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল; আমার টিপ সম্বন্ধে আমি অত নিশ্চিত নই। আবার মাথায় গুলি করতে না পারলে মোষটাকে থামানোও যাবেনা। আমি শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম; মোষটা আমার একগজের মধ্যে এল—তারপর চটুল পায়ে এক ধারে সরে গেলাম। আমার পাশ দিয়ে চলে যাবার সময় আমি মোষটার কাঁধে রাইফেলটা ঠেকিয়ে ট্রিগার টিপলাম।

কিছু যেন আমার বুকে জোরে ধাক্কা মারল; আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। বুঝতে পারলাম আমি পড়ে যাচ্ছি; তারপরই আমার চেতনা অন্ধকার হয়ে এল।

কয়েকমিনিট আমি অজ্ঞান হয়ে ছিলাম। যখন চোখ খুললাম

তখন দেখলাম পিটারকিন আমার উপর ঝুঁকে রয়েছে। উঠে বসার চেষ্টা করলাম, কিন্তু বুকে ও কাঁধে খুব ব্যথা।

"তাহলে, তুমি বেঁচে আছ ?" আমি বললাম।

"হ্যাঁ," পিটারকিন বলল, "কিন্তু অল্পের জন্য বেঁচে গেছি। ঝোপের উপর যদি না পড়তাম তাহলে অবস্থা আরও সঙ্গীন হ'ত। ঝোপের উপর পড়েছি বলে তেমন কিছু হয়নি, একটু ছড়ে গেছে আর থেঁৎলে গেছে। কিন্তু তুমি কেমন আছ, র‍্যাল্‌ফ ? যখন কাঁধের সঙ্গে না লাগিয়ে রাইফেল চালাবে তখন রাইফেলটা আরও শক্ত করে ধরবে

আমি তার দিকে তাকালাম।

"তুমি কি বলতে চাইছ ?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"তুমি এত আলগা ভাবে রাইফেল ধরেছিলে যে ওটা তোমার বুকে ধাক্কা মারে, যার ফলে তুমি মাটিতে পড়ে যাও।"

"তোমার কথা এখন বিশ্বাস হচ্ছে," একটু চিন্তা করে আমি বললাম। আমি উঠে দাঁড়িয়ে হাত-পা নাড়লাম, কোনো হাড় ভেঙ্গেছে কিনা বোঝার চেষ্টা করলাম। "আমাদের ভাগ্য বলতে হবে এত সহজে আমরা পরিত্রান পেলাম। সত্যি কথা বলতে কি আমি ভেবেছিলাম তুমি নিশ্চিত মারা গেছ।"

পিটারকিন হাসল।

"আমার নটা জীবন আছে," সে বলল, "তার সবগুলো এখনো শেষ হয়নি। এসো, জ্যাকের খাবারের জন্য চমৎকার একটু মোষের মাংস নিয়ে যাই।"

আমরা মোষের জিভটা গোড়া থেকে কেটে নিয়ে ক্যাম্পে ফিরলাম। রাতে সেটা রান্না করা হ'ল।

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখলাম আমাদের দু'জনেরই গা হাত-পা ভীষণ ব্যথা। তবে চলতে-ফিরতে খুব একটা অসুবিধা হ'ল না।

যতই দিন যেতে লাগল ততই আমাদের চলার পথে বিরাট সমতল-ভূমির গাছ-গাছালি কমে আসতে লাগল ; ক্রমে শুষ্ক, পাথুরে মরুভূমিতে পরিণত হ'ল। জলের জন্য আমাদের বেশ অসুবিধায় পড়তে হ'ল ; কয়েকবার সাত—আট দিনের মধ্যেও কোন শিকার পেলাম না।

আমরা নিরাপদেই মরুভূমি পার হ'লাম, তারপর ঘন জঙ্গল আর পাহাড় ঘেরা এলাকায় পা দিলাম। ঐ পাহাড়ই নাকি গরিলাদের থাকার জায়গা—মাকারুরু বলল। বেশ কয়েকদিন ঐ জায়গায় কাটালাম, কিন্তু গরিলা জাতীয় কিছুর দেখা পেলাম না। মাকারুরু বলল যে আফ্রিকার এই এলাকায় সিংহ একদম দেখতে পাওয়া যায়না, কারন গরিলারা তাদের মেরে তাড়িয়ে দেয়।

সেদিনকার উত্তেজনার কথা আমরা জীবনে ভুলবনা যেদিন সর্ব-প্রথম গরিলার পায়ের ছাপ দেখতে পেলাম।

আমরা একটা পর্বতশ্রেণীর কাছে ঘন জঙ্গলের মধ্যে ছিলাম। পর্বতের সু-উচ্চ চূড়াগুলো যেন মেঘের সঙ্গে মিশেছে। ঘন নীচু জঙ্গলের মধ্য দিয়ে আমরা এগোচ্ছিলাম ; মাকারুরু আমাদের পথ প্রদর্শক। হটাৎ সে থমকে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল ; মাটির দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখাল। আমরাও এগিয়ে এসে মাটির দিকে তাকালাম।

নরম বালি মাটির উপর পারিষ্কার একটা বড় পায়ের ছাপ। আমি যা কল্পনা করেছিলাম তার থেকে অনেক বড়। আমরা ছাপের চার ধারে গোল হয়ে পরীক্ষা করতে লাগলাম। মনে হচ্ছে এখানে এসে নিশ্চিত প্রমাণ পেলাম যে গরিলা বলে কিছু আছে, যে ভয়ঙ্কর প্রাণীর সন্ধানে আমরা এতদূর এসেছি।

মাকারুরু বলল যে কয়েক বছর আগে সে গরিলা শিকার করতে বেরিয়েছিল ; দূর থেকে দু একটা সে দেখেছিল, কিন্তু একটাও সে মারতে পারেনি। সে নিশ্চিত যে ঐ ছাপটা গরিলার।

"বুড়ো আঙ্গুলটা দেখ, কি বড়।" পিটারকিন ছাপের দিকে তাকিয়ে বলল। "নাকি ওটা গোড়ালি—কি বলব জানিনা।"

"তোমার কি মনে হয় এটা পুরানো ছাপ ?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"না মোটেই না," মাকারুরু বলল।

"কি ভাবে বুঝলে সেটা ?" জ্যাক্ জিজ্ঞেস করল।

"ছাপটার দিকে তাকিয়ে দেখুন, মাঝখানে ছোট একটা কাঠির টুকরো রয়েছে। কাঠিটা সাদা ও পরিষ্কার। যদি ছাপটা পুরানো হত তাহলে কাঠিটা বৃষ্টি ও ময়লায় নোংরা হয়ে থাকত।"

"তুমি ঠিক বলেছ," জ্যাক্ একমত হ'ল। "এটা একটা টাটকা পায়ের ছাপ। তার মানে হচ্ছে কাছাকাছি একটা গরিলা আছে। এতদূরে যখন গরিলা দেখতে এসেছি তখন এখন থেকেই ঐ গরিলার পিছু নেওয়া দরকার।"

তার কথায় আমরা সবাই রাজী হ'লাম। আমাদের অন্যসঙ্গীরা যেখানে আছে সেখানেই ক্যাম্প করতে বললাম। মাকারুরুকে সঙ্গে নিয়ে আমরা গরিলার সন্ধানে এগোলাম।

রাইফেল কাঁধে নিয়ে, ভারী শিকারী ছুরিগুলো শক্ত করে বেল্টের সঙ্গে আটকে আমরা এক সারি দিয়ে এগোতে লাগলাম; চারদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখলাম।

জঙ্গল বেশ ঘন, মাঝে মাঝে গাছের মধ্যে পাথুরে জমি। এ এক বন্য অন্ধকারময় জগৎ; গরিলার মত ভয়ঙ্কর প্রাণী থাকার মত উপযুক্ত জায়গা।

আমরা এমন একটা জায়গায় এলাম যেখানে নীচু ঝোপগুলো এত ঘন যে আমরা প্রায় এগোতেই পারছিনা। বোঝা গেল গরিলা ধারে কাছেই আছে। কারণ গাছের বড় বড় ডাল ভেঙ্গে গরিলা চলার রাস্তা বানিয়েছে; দু'এক জায়গায় মানুষের বাহুর মত মোটা চাড়া গাছ তুলে এনে দু'টুকরো করা হয়েছে যেন তারা পাট কাঠি।"

আমরা ঐ চিহ্ন ধরে বেশ কয়েক মাইল এগোলাম ; শেষ পর্য্যন্ত এমন এক জায়গায় এলাম যেখানে গাছের মধ্যে বড় বড় পাথর রয়েছে। মাকারুরু জিভ দিয়ে একটা শব্দ করল—বিপদ সংকেত—আমরা হঠাৎ থেমে গেলাম।

কালোপাথরের মুর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে সে শুনতে লাগল। এক মুহূর্ত্ত পরেই আমাদের অদূরে ডাল-পালা ভাঙ্গার আওয়াজ পেলাম।

"কিসের শব্দ ?" জ্যাক ফিস্‌ফিস্ করে জিজ্ঞেস করল। মাকারুরু আমাদের দিকে তাকাল।

"গরিলা," সে নীচু স্বরে বলল। "খুব কাছে আছে।"

এগার

পুরো দু'মিনিট ধরে আমরা ডাল-পালা ভাঙ্গার শব্দ শুনলাম "এখন আমরা কি করব, ম্যাক্ ?"

"আমরা খুউব আস্তে যাব," মাকারুরু বলল। "সামান্য কঞ্চি ভাঙ্গারও শব্দ না হয় যেন, খুব সন্তর্পনে, খুব সাবধানে।"

সে গুঁড়ি মেরে ঘন নীচু ঝোপের মধ্য দিয়ে এগোতে লাগল ; আমরাও সাবধানে পা ফেলে এগোতে লাগলাম। হঠাৎ আমার বুকের ধুকধুকাণি বেড়ে গেল। সামনে ও দু'ধারে খুব সামান্যই নজরে আসছে, কিন্তু শব্দটা হঠাৎ মনে হ'ল খুব কাছে।

আমরা আর একবার থেমে কান পেতে শুনলাম ; নিশ্বাস নিতেও সাহস হচ্ছে না—যদি গরিলাটা নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পায়।

"গরিলাটা কি করছে মনে হয় ?" ম্যাক্‌কে নীচু গলায় জিজ্ঞেস করলাম।

"খাবার জন্য ডাল-পালা ভাঙ্গছে," ম্যাক্ খুব নীচু স্বরে বলল।

আমি শুনতে পেলাম পিটারকিন হঠাৎ জোরে নিশ্বাস টানল।

"একটু দাঁড়াও," সে ফিস্‌ফিস্ করে বলল। ঝোপের মধ্যে একটা খালি জায়গা দেখিয়ে সে বলল, "দেখ, আমি মনে হয় রোমশ জন্তুটাকে দেখতে পাচ্ছি—ফাঁকা জায়গাটার ঐ ধারে।"

আমরা নীচু ঝোপগুলোর মধ্য দিয়ে তাকালাম।

"আমার মনে হয় তুমি ঠিক বলেছ," জ্যাক্ ব্যগ্র ভাবে বলল। "হ্যাঁ, ঐ যে নড়ছে।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐটাই গরিলা," ম্যাক উত্তেজিত ভাবে বলল।

"গুলি করুন মাস্টার গুলি করুন।"

"একটু দাঁড়াও, জ্যাক্," পিটারকিন বলল। "গুলি করে যদি ওকে আহত করি তাহলে ও পালিয়ে যেতে পারে।"

"না, মাস্টার না। যদি ও আহত হয় তাহলে আমাদের দিকে আসবে। মোকাবিলা করার জন্য তৈরী থাকতে হবে।" জ্যাক্ পিছিয়ে এল।

"একবার গুলি কর, পিটারকিন," সে বলল।

"ও যদি এদিকে আসে তাহলে আমি ব্যবস্থা করব।"

পিটারকিন রাইফেল তুলে ধরে ভাল করে টিপ করল। তারপর গুলি করল।

কানের মধ্যে রক্তহিম করা চিৎকার এসে ঢুকল। এরকম শব্দ জীবনে শুনিনি। বারংবার ঐরকম আর্তনাদ হতে লাগল; সারা জঙ্গল কেঁপে উঠল; মনে হ'ল আমাদের কানের পর্দা বোধ হয় ফেটে যাবে।

আমরা ঐ জায়গাতে পাথরের মত দাঁড়িয়ে আতঙ্কিত হয়ে দেখতে লাগলাম জন্তুটা যে জায়গায় আহত হয়েছে তার চারিদিকে ডাল, পালা পাতা ভীষণ ভাবে আলোড়িত হচ্ছে। তারপর জ্যাক্ লাফ মেরে এগিয়ে গেল।

"এগিয়ে এস!" সে চেঁচিয়ে বলল, "জন্তুটা যদি আমাদের আক্রমণ না করে তবে আমরাই ওকে আক্রমণ করব।"

আমরা ফাঁকা জায়গাটার প্রান্তে এগিয়ে গেলাম। গরিলাটা মাঝখানে বসে আছে; বীভৎস ভাবে তাকাচ্ছে: বুকে আঘাত করছে...এমন একটা ফাঁপা আওয়াজ হচ্ছে যেন ওটা একটা বড় ঢোল।

আমরা দেখলাম যে পিটারকিনের গুলির আঘাতে গরিলাটার দুটো থাই ভেঙ্গে গেছে। গরিলাটার দিকে তাকিয়ে বিশ্বাস হচ্ছিল না যে আমি জেগে আছি। এ এক বীভৎস প্রাণী! এর আকার ছাড়াও এর মুখ এক দুঃস্বপ্ন ছাড়া কিছু নয়।

আমাদের দেখা মাত্রই গরিলাটা সেই বিকট গর্জন করে লাফ দেবার চেষ্টা করল। কিন্তু পড়ে গেল—দু' পায়ে কোনো জোর পেল না—গরর্ গরর্ করতে করতে মাটি কামড়াতে লাগল; প্রচণ্ড রাগে দু'হাতে গোছা গোছা পাতা আর ডালের আগা ছিঁড়তে লাগল। হঠাৎ ভর দিয়ে দুলতে দুলতে আমাদের দিকে তেড়ে এল।

শুধু জ্যাক্ দাঁড়িয়ে রইল। বাকি সবাই ভয়ে পিছিয়ে গেলাম।

"সাবধান জ্যাক্" আমরা চিৎকার করে উঠলাম।

জ্যাক্ পাহাড়ের মত অবিচল ভাবে দাঁড়িয়ে রাইফেলটা গরিলার সমান্তরাল রেখায় আনল। ঠাণ্ডা মাথায় গরিলাটা তিন গজের মধ্যে আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করল, তারপর ট্রিগার টিপল। গরিলাটা একেবারে তার পায়ের কাছে এসে মরে পড়ল।

আমি লাফ দিয়ে সামনে গেলাম; জ্যাকের পিঠ চাপড়ে বাহবা দিলাম, তারপর অতিকায় জন্তুটার দিকে তাকালাম যার জন্য এতদূরে পাড়ি দিয়েছি। আমার মিশ্র অনুভূতি হ'ল। মনে করুণা হ'ল; আবার আনন্দও হ'ল—পৃথিবীর বিরল প্রাণীর একটা নমুনা আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি।

গরিলাটার হাতের উঁচু উঁচু নিরেট মাংসপেশী দেখে বুঝলাম নিগ্রোরা গরিলার অসম্ভব কাণ্ড-কারখানার যে গল্প করে তা সব সত্যি। মেপে দেখলাম—গরিলাটা ছ' ফুট লম্বা ; সারা গায়ে ধূসর বড় বড় লোম ; কিন্তু বুকটা লোমহীন : সেখানে শক্ত চামড়া দেখতে পেলাম ! মুখটা কালো ; মনুষ্য জাতির সঙ্গে সুদূর একটা মিল আছে—আমার সারা শরীর কেঁপে উঠল।

আমাদের গরিলাটা পরীক্ষা হয়ে গেলে জ্যাক্ বলল, "এখন কি করতে হবে শোন। আজ রাতে এখানেই ক্যাম্প করব ; ম্যাক্‌কে পাঠিয়ে দেব, কুলিরা ওর সঙ্গে আমাদের মাল-পত্র ও বিছানা নিয়ে আসবে। ঐ সময়ের মধ্যে র‍্যাল্‌ফ চামড়া খুলতে ও হাড়গুলো পরিষ্কার করতে শুরু করতে পারবে। তোমরা কি বল ?"

"আমার আপত্তি নেই," আমি বললাম।

"ঠিক আছে, এখন তাহলে সবার আগে আগুন জ্বালানো যাক," পিটারকিন বলল, "একটু গরিলার মাংস খেলে কেমন হয় ? গরিলার মাংস খেতে খুব একটা খারাপ লাগবে না, কি বল ম্যাক্ ?"

"হ্যাঁ, মাস্টার।"

আমার হাতে এখন অনেক কাজ, দেরী না করে কাজে লেগে গেলাম। আমার বন্ধুরা আগুন জ্বালালো। ম্যাক্ আমাদের বাকি সঙ্গীদের আনার জন্য বেরিয়ে পড়ল।

পরের দিন আবার যাত্রা শুরু হ'ল। দুপুর নাগাদ একটা জায়গায় এসে থামলাম। দেখলাম চারধারের ডালপালা ভাঙ্গা, ভাঙ্গা ডালে দাঁতের দাগ। পরিষ্কার বোঝা গেল অদূরে গরিলারা আছে।

জঙ্গলের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গিয়ে আমরা পাঁচ মাইল এলাকা জোড়া একটা খালি জায়গায় এলাম। এলাকাটার দূর প্রান্তে ঘন জঙ্গল।

আমরা সবে জঙ্গলে ঢুকেছি এমন সময় কাছ থেকে গরিলার

চিৎকার শুনতে পেলাম। চিৎকারটা কোথা থেকে আসছে অনুমান করে আমরা নীচু ঝোপের মধ্য দিয়ে তাড়াতাড়ি পা চালালাম।

তিন মিনিট পরে আমরা ঝোপের মধ্য দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম একটা মেয়ে গরিলা একটা মোটা লতার নীচে বসে পাতা খাচ্ছে। তার পাশে চারটে বাচ্চা গরিলা। আমরা ওদের অলক্ষ্যে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেলাম। কাছ থেকে গুলি করার মত অবস্থায় পৌঁছে আমরা চারজন থামলাম।

পিটারকিন আর জ্যাক্ নিশানা করে এক সঙ্গে গুলি করল। বড় গরিলা আর একটা বাচ্চার নিষ্প্রাণ দেহ লুটিয়ে পড়ল। মাকারুরু আর আমিও সঙ্গে সঙ্গে রাইফেল তুলে গুলি চালালাম; আমার গুলি ঠিক লাগল, কিন্তু বাকি দু'জন প্রাণপণে জঙ্গলের মধ্যে পালিয়ে গেল।

আমরা তাদের পিছনে ছুটলাম, কিন্তু একটু পরে বুঝতে পারলাম যে এই ঘন জঙ্গলে ওদের নাগাল পাওয়া যাবে না। ছুটে পিটারকিনের দম শেষ হয়ে গেল, সে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল;

"না, ছুটে লাভ নেই। এদের সঙ্গে ছুটে পারা যাবে না।"

"চল, ফিরে গিয়ে দেখি যাদের মারলাম তাদের হাল কি হ'ল," জ্যাক্ বলল। আমরা আগের জায়গায় ফিরে চললাম।

আমি চাচ্ছিলাম যতগুলো সম্ভব গরিলা মারা যায়; কতগুলো মারা, যাতে এদের নিয়ে আমি ভাল করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারি। আমি বন্ধুদের সঙ্গে গরিলা শিকারের জায়গায় ফিরে এলাম। বন্ধুদের সাহায্যে মেয়ে গরিলা আর বাচ্চা গরিলাদুটোকে গাছের সঙ্গে বাঁধলাম। ঠিক করলাম লোক-জন পাঠিয়ে ক্যাম্পে ফেরার সময় এদের নিয়ে যাব।

এরপর আরও শিকারের আশায় আমরা এগোলাম। বেশ কয়েক ঘণ্টা কেটে গেল—কিন্তু আর কিছু পেলাম না। তবে আমরা বেশ কিছু পায়ের ছাপ পেলাম সেগুলো টাটকা বলে মনে হ'ল।

হঠাৎ মাকারুরু আবার জিভ দিয়ে সেরকম শব্দ করল। আমরা সতর্ক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

"কি ব্যাপার, ম্যাক্?"

মাকারুরু মুখে কিছু বলল না, শুধু তার সামনে আঙ্গুল দিয়ে দেখাল—চোখদুটো তার বিস্ফারিত। গুলি করার জন্য রাইফেল তুলল সে;

ঝোপের মধ্যে একটু ফাঁকা জায়গা দিয়ে আমি দেখলাম মাকারুরু কাকে গুলি করতে যাচ্ছে। একটা মেয়ে গরিলা কোলে একটা বাচ্চা। গরিলাটা দেখতে ভয়ঙ্কর, কিন্তু মাতৃসুলভ অপত্য স্নেহে কোলের বাচ্চাটাকে আদর করছে। দৃশ্যটা আমার মনে করুণার উদ্রেক করল। ম্যাক্ যে সময় গুলি চালাল ঠিক সেই মুহূর্তে আমি রাইফেলের নলটা উঁচুতে তুলে দিলাম। রাইফেলটা গর্জন করে উঠল, গুলিটা লাগল একটা ডালে। গরিলা-মা গর্জে উঠল, বাচ্চাটা ভয় পেয়ে তীক্ষ্ণ গলায় কঁকিয়ে উঠে মাকে জড়িয়ে ধরল। মা তাকে নিয়ে কাল বিলম্ব না করে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ম্যাক্ আমার দিকে অবাক হয়ে ফিরে তাকাল।

"এরকম করলেন কেন, মাস্টার?"

"আমরা এরকম খুন করতে আসিনি," আমি বললাম। এরকম একটা সুন্দর দৃশ্যকে তুমি রক্তাক্ত করবে আমি তা চাইনি।"

ম্যাক্ কারণটা ঠিক বুঝতে পারল না, তবে মুখে কিছু বলল না।

"তোমার মন খুব নরম, র‍্যাল্ফ," জ্যাক্ বলল। আমরা আবার চলতে শুরু করলাম।

জ্যাকের কথায় আমি সায় দিতে পারলাম না। গরিলা-মা আর তার বাচ্চাটির মধ্যে আমি মানব-জীবনের ছায়া দেখতে পেলাম। ওদের ওভাবে মারা খুনেরই সামিল। ওরা তখন পারিপার্শ্বিক অবস্থা ভুলে স্নেহের মায়ায় ডুবে ছিল।

একটু পরেই আমরা সদ্য ফেলা গরিলার পায়ের ছাপ দেখতে পেলাম। আকার দেখে বুঝতে পারলাম ওগুলো পুরুষ গরিলার পায়ের ছাপ।

"এই গরিলাটা বেশ বড়," ম্যাক্ ছাপগুলো ভাল করে দেখে বলল।

"তাহলে চলো, কেমন বড় দেখা যাক্," জ্যাক্ বলল, "এবার আমিই প্রথমে গুলি করব।"

পায়ের ছাপ অনুসরণ করে আমরা গভীর জঙ্গলে ঢুকে গেলাম। এত ঘন ঘন গাছ যে সূর্য্যের অস্বচ্ছ আলো মাটিতে পৌঁছচ্ছে। দিনের আলোও অবশ্য ফুরিয়ে আসছে।

আমরা খুব বেশী দূর একটা এগোইনি, এমন সময় গরিলার বন্য চিৎকারে আমরা থেমে গেলাম। "হ্যাঁ ঐ যে গরিলা," মাকারুরু মৃদু গলায় বলল। "সাবধান!" আমাদের আক্রমণ করতে আসছে।"

প্রচণ্ড জোরে বার বার গর্জন শোনা গেল। কানে ঢোল বাজার মত শব্দ এল, তার সঙ্গে ডালপালা ভাঙ্গার মড়্মড়্ আওয়াজ, যেন কোন অতিকায় জন্তু জঙ্গল তছনছ করে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

আমরা সব ঘন হয়ে একসঙ্গে দাঁড়ালাম।

"আমাদের কপাল খারাপ, একদম আলো নেই," জ্যাক্ ভ্রূ কুচকে চারদিকে তাকিয়ে বলল।

একটা গর্জন শোনা গেল, পর মুহূর্ত্তেই আমাদের সামনের ঝোপ ফাঁক করে ভয়ঙ্কর দৈত্যটা সামনে এসে দাঁড়াল।

গরিলাটা প্রকাণ্ড। অরণ্যের অন্ধকারে ছ'ফুটের চেয়ে বেশী লম্বা মনে হ'ল। মুখটা কুচকুচে কালো প্রচণ্ড রাগে চোয়ালদুটো ওঠানামা করছে। চোখদুটো ভাঁটার মত জ্বলছে। সে ঐখানে

দাঁড়িয়ে গর্জনের পর গর্জন করতে লাগল, আর স্ফীতকায় বুকের উপর চওড়া কব্জি দিয়ে আঘাত করতে লাগল।

চোখের কোন্ দিয়ে দেখলাম জ্যাক্ রাইফেল তুলছে।

"গুলি কর," পিটারকিন চেঁচিয়ে উঠল।

জ্যাক্ কিন্তু নড়ল না। গরিলাটা আমাদের দিকে এক পা এগিয়ে এল, মুখে বিকট গর্জন। গরিলাটা আর মাত্র কয়েক গজ দূরে তবুও জ্যাক্ নড়ল না।

আরও দু'পা এগিয়ে গরিলাটা লাফ মারতে উদ্যত হ'ল। জ্যাক্ এবার ট্রিগার টিপল। একটা ফাঁকা শব্দ হ'ল, গুলি বের হ'ল না। জ্যাক্ আর একটা ট্রিগার টানল; এবারও গুলি বের হ'ল না।

মাকারুরুর ভয়ার্ত আওয়াজ আমার কানে ভেসে এ'ল। জ্যাক্ চক্ষের নিমেষে রাইফেলটা গরিলার দিকে ছুঁড়ে মারল। রাইফেলের কুঁদোটা গরিলাটার বুকে আছড়ে পড়ল; কিন্তু তারপর সে রাইফেলটা বজ্রসমান হাতে ধরে ফেলল।

গরিলা দৈত্যটা হিংস্রভাবে চিৎকার করে উঠল, মট্ করে রাইফেলটা দু'ভাগে ভেঙ্গে ফেলল; নলটা এত সহজ ভাবে বেঁকিয়ে ফেলল যেন সেটা সামান্য একটুকরো তার।

তারপরই পিটারকিন গুলি করল। গরিলাটা এক মুহূর্ত্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর সশব্দে মুখ থুবড়ে উল্টে পড়ল।

আমি মাথার ঘাম মুছলাম। ফ্যাসফেসে গলায় বললাম, "অল্পের জন্য বেঁচে গেছি আমরা।"

জ্যাক্ মাথা নেড়ে সায় দিল।

"ধন্যবাদ, পিট্," সে নিরুত্তেজ গলায় বলল, "এটা সত্যি সত্যি একটা প্রকাণ্ড গরিলা ছিল।"

আমরা গরিলাটা মাপলাম; পাঁচ ফুট ন' ইঞ্চি লম্বা, বুকটা চার ফুটের বেশী চওড়া। যেভাবে জ্যাকের রাইফেলটা সে ভেঙ্গে

দু' টুকরো করে ফেলল তাতেই বোঝা গিয়েছিল হাতে ও কাঁধে কি ভীষণ শক্তি।

গরিলাটা নিয়ে বেশীক্ষণ ভাববার সময় পেলাম না, কারণ রাত এগিয়ে আসছে। আমরা তাড়াতাড়ি ক্যাম্পের দিকে পা চালালাম; প্রথম তারাটা ওঠার একটু পরেই আমরা ক্যাম্পে পৌঁছে গেলাম।

পরের দিন ডসিলভা'র সঙ্গে আমাদের দেখা হ'ল। শুরু হ'ল চক্রান্ত ও ঝামেলার পর্ব; সঙ্গে অবশ্য উত্তেজনাও ছিল।

বার

দিনটা ছিল খুব সুন্দর—আমার পরিষ্কার মনে আছে। আমরা জঙ্গলের প্রান্তদেশে শিকার করছিলাম, এমন সময় জ্যাক্ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল।

"লোকগুলো কে?" সে সামনে আঙ্গুল দেখিয়ে বলল।

তাড়াতাড়ি সে একটা ঝোপের পিছনে চলে গেল; আমরাও তার দেখাদেখি লুকিয়ে পড়লাম। পাতার ফাঁক দিয়ে আমি উঁকি মারলাম, কয়েকজন লোককে একটা খালি জমি পার হয়ে আমাদের দিকে আসতে দেখা গেল।

"ওরা নিগ্রো, হাতে অস্ত্রও আছে," আমি বললাম, "কোনো দলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বেরিয়েছে বোধ হয়।

"দাঁড়াও, দাঁড়াও," পিটারকিন বলল, "নিগ্রোদের সঙ্গে একজন সাদা চামড়ার লোক রয়েছে। বেরিয়ে এস, আমাদের ভয়ের কিছু নেই।"

আমরা ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এলাম। নজরে পড়ল মাকারুরু দ্বিধাগ্রস্থ ভাবে মাথা নাড়ছে।

"কি হ'ল তোমার?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"সাবধান থাকবেন, মাস্টার," সে নীচু গলায় বলল।

"অত সহজে ওদের বিশ্বাস করবেন না।"

"কি বাজে বকছ?" পিটারকিন বলল, "চলো দেখি, ওদের কি বলার আছে শুনি।"

আমরা আগন্তুকদের সঙ্গে দেখা করার জন্য এগিয়ে গেলাম। আমাদের দেখা মাত্রই নিগ্রোরা বর্শা উঁচিয়ে, বন্দুক বাগিয়ে ধরে চেঁচিয়ে উঠল। তাদের নেতার কথায় তারা শান্ত হ'ল। নেতা একা আমাদের কাছে এগিয়ে আসতে লাগল।

লোকটা বেশ লম্বা; কাঁধ দুটো সামনে কিছুটা ঝোঁকানো। গায়ের রঙ তামাটে মুখে কষ্ট সহিষ্ণুতার চিহ্ন, রুক্ষ ভাব।

"লোকটা ক্রীতদাসের ব্যবসা করে," মাকারুরু খুব নীচু গলায় বলল।

লোকটা ফরাসী ভাষায় কথা বলতে শুরু করল। জ্যাক্ ও ফরাসী ভাষায় উত্তর দিল; বলল যে আমরা বৃটিশ অভিযানকারী। নেতার ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল, কিন্তু চোখ দুটো ছোট হ'ল।

"ও আপনারা তাহলে বৃটিশ," সে বলল, আমি ভাল ইংরাজী বলতে পারি না। আমি একজন পর্তুগীজ। আমার নাম দ্যসিলভা। আমি এখানে-ইয়ে-মানে ব্যবসার জন্য এসেছি। আপনারা শিকার করতে এসেছেন, তাই না?"

আমরা তার সঙ্গে করমর্দন করে আমাদের নাম বললাম। "আপনি কি নিগ্রোদের সঙ্গে একা ঘোরেন?" জ্যাক্ জিজ্ঞেস করল।

"সঙ্গে তো ব্যবসার কোনো মাল-পত্র দেখছি না।"

দ্য সিলভা নিগ্রোদের দিকে ইঙ্গিত করল: ওদের কাছে হয়ত মূল্যবান কোনো জিনিষ আছে। নিগ্রোরা আমাদের দিকে ফিরে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে।

"সত্যি আমার কাছে এখন ব্যবসার কোনো মাল নেই। কিন্তু

আমার মাল খুব একটা দূরেও নেই। আমি হাতির দাঁত, আবলুশ কাঠ, লাল কাঠ প্রভৃতির ব্যবসা করি। এগুলো আফ্রিকার এই অঞ্চলেই পাওয়া যায়।

তার কথার মধ্যে অসঙ্গতি লক্ষ্য করলাম; কিন্তু লোকটার হাসিটা বেশ বন্ধুত্বপূর্ণ।

"আমি এখানে খাওয়া-দাওয়ার জন্য থেমেছি," সে বলল।

"আমার আতিথেয়তা গ্রহণ করতে আপনাদের আপত্তি নেই তো?"

আমার মনে হয় আমাদের কেউই লোকটাকে পছন্দ করছিল না, কিন্তু মুখের উপর তো সেকথা বলা যায় না। তাছাড়া তার আমন্ত্রণ গ্রহণ না করাটা অভদ্রতা। তার লোকেরা আগুন জ্বালালো; আমরা সব খেতে বসে গেলাম—

বানরের মাংস আর হরিণের শিক কাবাব।

খেতে খেতে ড্য সিলভা অমায়িক ভাবে বেশ খোলাখুলি আমাদের সঙ্গে গল্প করল। আমরা ভাবলাম হয়ত আমরা তাকে ঠিক বুঝতে পারিনি—লোকটা ভালই। দেখলাম মাকারুরুও অন্য নিগ্রোদের সঙ্গে খোলামেলা ভাবে কথা বলছে, হাসছে। বেশ ভাল লক্ষণ বলতে হবে।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে আমরা উঠে দাঁড়ালাম। এবার যাবার পালা

"আমি পশ্চিমদিকে যাব," ড্য সিলভা শিকারী ছুরি ঝোলানো বেল্টটা আটকাতে আটকাতে বলল।

জ্যাক্ ভ্রূ কোঁচকাল।

"আমার মনে হয় আপনি বলেছিলেন দক্ষিণ দিকে যাবেন," সে বলল।

"না, না, আপনারা বোধ হয় ঠিক বুঝতে পারেন নি। আমি পশ্চিম দিকে যাব; অনেক দূর যেতে হবে।"

"আপনার যাত্রা শুভ হোক্," জ্যাক্ বলল।

"ধন্যবাদ। আপনারা ভালভাবে শিকার করুন। আপনারা যদি দক্ষিণ দিকে যান তাহ'লে মনে হয় অনেক গরিলা পাবেন।

আচ্ছা, বিদায়!

আমরা ফিরে আবার জঙ্গলের দিকে হাঁটতে লাগলাম, আর দ্য সিলভা তার লোকজন নিয়ে খালি জায়গাটা অতিক্রম করে এগিয়ে চলল।

"লোকটা ভীষণ পাজী," মাকারুরু ক্রুদ্ধ গলায় বলল।

আমরা অবাক হয়ে তার দিকে তাকালাম।

"কেন, কি হয়েছে ম্যাক্?" পিটারকিন জিজ্ঞেস করল।

"লোকটা অনেক মিথ্যে কথা বলল," মাকারুরু খুব রেগে বলল। "লোকটা সমস্ত কালো মানুষের শত্রু।"

সে দ্য সিলভার সঙ্গী নিগ্রোদের কাছ থেকে যা শুনেছে সব আমাদের বলল, পর্তুগীজটা ক্রীতদাস ব্যবসায়ী। উপকূলবর্তী গ্রাম গুলো আক্রমণ করে সে সেখান থেকে নিগ্রোদের ধরে নিয়ে যায়। দ্য সিলভা তার দলবল নিয়ে এখন রাজা জাম্বাইয়ের গ্রামের দিকে যাচ্ছে। সেখানে সে রাজা জাম্বাইয়ের প্রতিবেশী গ্রামকে উস্‌কে জাম্বাইয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লেলিয়ে দেবে। এছাড়াও ঐ গ্রামেই ওকানডাগা রয়েছে।

"সে যখন বলেছিল হাতীর দাঁতের ব্যবসা করে, তখন সে সত্যি কথাই বলেছিল." পিটারকিন দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "এই হাতীর দাঁত হচ্ছে "কালো" হাতীর দাঁত-মানে কালো লোক—ক্রীতদাস।"

পিটারকিনের কথার মানে আমরা বুঝতে পারলাম। যে সময়ের ঘটনা বলছি তখনও পৃথিবীর কয়েকটা জায়গায় ক্রীতদাস প্রথা চলছিল। ক্রীতদাসদের বলা হত "কালো" হাতীর দাঁত।

"আমরা একটা জিনিষই শুধু করতে পারি," জ্যাক্ বলল দ্য সিলভাকে আক্রমণ করার মত লোকবল ও অস্ত্র-শস্ত্র আমাদের নেই।

কিন্তু আমরা দক্ষিণ দিকে গিয়ে মাবাঙ্গে ও জাম্বাইকে সাবধান করে দিতে পারি। একটা পাজী শয়তান অতগুলো লোকের সর্বনাশ করবে আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা দেখতে পারব না। তোমরা কি বল?"

পিটারকিন আর আমি সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেলাম। ম্যাকের চোখ দুটো দেখলাম উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

"আপনারা সত্যি অপূর্ব লোক," সে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বলল।

"আমাদের মালপত্র ও নমুনাগুলোর কি হবে?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ঐ সব জিনিষ যদি সঙ্গে নিতে হয় তাহলে দ্য সিলভার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া মুশকিল হবে।"

"আমাদের কুলীরা ওগুলো নিয়ে তাদের স্বাভাবিক গতিতে মাব্যাঙ্গের গ্রামে যাবে," জ্যাক্ বলল। আমরা ঝাড়া হাত-পায়ে দক্ষিণের দিকে যাব। আজ রাতেই আমরা রওয়ানা দেব।"

আমরা তাহাই করলাম। এরপর অনেক দিন ধরে আমরা চারজন আফ্রিকার ঘন অরণ্যের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চললাম। শরীরের সব সামর্থ্য উজাড় করে যত জোরে সম্ভব তত জোরে আমরা চললাম।

দ্য সিলভার কোনো পাত্তা পেলাম না। তবে তার দেখা পাওয়ার কথাও নয়—কারণ আমরা নিশ্চয়ই একই পথে এগোচ্ছি না। মাঝে মাঝে আমার হাঁটার মধ্যেই মনে হচ্ছে আমি ঘুমিয়ে পড়ব; তবুও অতি কষ্টে এগিয়ে চললাম। আমরা গ্রামগুলো এড়িয়ে গেলাম; খাবার প্রয়োজন ছাড়া শিকারও করলাম না।

আমরা এই ভাবে এগিায় চললাম; রাত্রিবেলা গাছের তলায় অথবা খোলা আকাশের নীচে ঘুমোলাম।

একদিন বেলা দুটোর সময় মাবাঙ্গের গ্রাম নজরে এল। কিন্তু গ্রামের কাছে এসে আমরা ভীষণ হতাশ হয়ে গেলাম। আমাদের আগেই ক্রীতদাস ব্যবসায়ীটা গ্রামে এসে গ্রামটা ছারখার করে দিয়েছে।

গ্রামটা মৃত্যু ও বিভীষিকার রূপ নিয়েছে। কাউকে চলাফেরা করতে দেখা গেল না ; দগ্ধ কুটিরের ভিতর থেকে কেউ ডাকছেও না। এখানে ওখানে ছাইয়ের মধ্যে মৃতদেহ পড়ে আছে।

ম্যাক্ ঐ দৃশ্য দেখে ফুঁপিয়ে উঠল। আমরা তাড়াতাড়ি মাবাঙ্গের কুটিরের দিকে এগিয়ে গেলাম।

অন্য সব কুটিরের মতই মাবাঙ্গের কুটিরটাকে পোড়ানো হয়েছে। আমি বুঝতে পারলাম ম্যাকের মন এখন কি চিন্তা করছে। ওকান-ডাগার ভাগ্যে কি ঘটেছে ?

আমরা নিস্তব্ধ গ্রামটায় দাঁড়িয়ে রইলাম ; চোয়ালগুলো শক্ত হয়ে উঠল। হঠাৎ একটা নীচু কান্নার আওয়াজ আমাদের কানে এল ! আমরা কান্নার উৎস সন্ধানে চারদিকে তাকালাম। দেখলাম একটু দূরে একটা মূর্ত্তি নীচু হয়ে ধ্বংসাবশেষের মধ্য দিয়ে গুড়ি মেরে এগোচ্ছে। একটা বয়স্কা নিগ্রো মেয়ে ; রক্ত আর ছাইয়ে এমন ভাবে মাখামাখি হয়ে আছে যে মানুষ বলে ভাবাই যাচ্ছে না।

"ওর সঙ্গে কথা বল, ম্যাক্," পিটারকিন ধরা গলায় বলল। ম্যাক্ তার দিকে এগিয়ে গেল। মেয়েলোকটা চকিতে বন্য চোখে ম্যাকের দিকে তাকিয়ে তীরের বেগে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেল।

জ্যাক্ লাফ দিয়ে সামনে এগোল।

"পিছু নাও!" সে চিৎকার করে বলল। "ও বলতে পারবে এই গ্রামে কি ঘটেছে।"

মেয়েলোকটা অনেক দূরত্বে এগিয়ে গেছে ; কিন্তু যাওয়ার সময় এতবেশী শব্দ করছিল যে পিছু নিতে অসুবিধা হ'ল না। আস্তে আস্তে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ল ; আমরা কাছে এগিয়ে গেলাম। হঠাৎ সে দ্বিগুণ জোরে ছুটতে আরম্ভ করল ; ঘন নীচু ঝোপের মধ্যে এঁকে বেঁকে এমন ভাবে লাফ দিয়ে পড়তে লাগল যে তাকে ধরা বেশ মুশকিল হয়ে পড়ল।

পিটারকিন সবার আগে তার মুখোমুখি হ'ল। পিটারকিনের কয়েক গজ দূরে বেচারা নীচু গলায় বিলাপ করতে করতে শুয়ে পড়ল। ভয়ার্ত চোখে সে পিটারকিনের দিকে তাকাল, সমস্ত শরীর তার ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপছে।

পিটারকিন তার দিকে তাকিয়ে মুখে হাসি ফোটাল, হাতের রাইফেলটা দূরে ফেলে দিল, কোমরের ছুরি ঝোলানো বেণ্টটা মাটিতে খুলে ফেলল। তারপর সে সামনে দু'হাত বাড়িয়ে দিল, বোঝালো যে সে তার শত্রু নয়; তার বন্ধু। আমরা বাকি সবাই পিটারকিনের পিছনে এসে দাঁড়ালাম। "ম্যাক; ওকে বল আমরা কে," পিটারকিন উত্তেজনাহীন গলায় বলল। "ওকে বলো, যারা ওর গ্রাম পুড়িয়ে দিয়েছে আমরা তাদের শত্রু।"

ম্যাক্‌ তাড়াতাড়ি মেয়েলোকটার সঙ্গে কথা বলল, মেয়ে লোকটার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কয়েক মিনিটের মধ্যে সে ম্যাক্‌কে গ্রামের আক্রমনের কথা বলতে লাগল। সে বলল যে ক্রীতদাস ব্যবসায়ীটা ভোররাতে হঠাৎ তাদের উপর চড়াও হয়। তার সঙ্গে অনেক লোক ছিল; তার এই হঠাৎ আক্রমনে গ্রামের সবাই কিং কর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। অল্পকিছু গ্রামবাসী পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়, কিন্তু মাবাঙ্গোকে তার স্ত্রী ও ওকানডাগা সমেত বন্দী করে নেওয়া হয়েছে এছাড়া প্রচুর লোককে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

"কত আগে এসব ঘটেছে?" জ্যাক্‌ জিজ্ঞেস করল।

"ও বলছে দু'দিন আগে, মাস্টার। তারপর তারা রাজা জাম্বাই কে আক্রমন করতে গেছে।"

এ খবর শুনে আমরা হতাশ হয়ে পড়লাম। এতসব চেষ্টা আমাদের বৃথা গেল। আমরা কি দেরী করে ফেললাম?

মেয়েলোকটা আরও বলল যে জাম্বাইয়ের গ্রামের মত অত বড় গ্রাম আক্রমন করার মত লোকবল আক্রমনকারীদের নেই। তারা

তাই বলছিল যে অন্য গ্রামের এক প্রতিবেশীকে দলে টানবে, জাম্বাইয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তাকে উস্‌কে দেবে।

"তাহলে এখনো হয়ত সময় আছে।" জ্যাক্‌ চেঁচিয়ে উঠল,

"ওরা যখন অন্য গ্রামে গিয়ে লোকবল বাড়াবে, আমরা সেই অবসরে সোজা জাম্বাইয়ের গ্রামে যাব এবং ওকানডাগাকে বাঁচাবো। চলো, একটা মুহূর্ত্ত নষ্ট করার মত সময় আমাদের হাতে নেই।"

আমরা তাড়াতাড়ি পরিকল্পনা করে ফেললাম। আমাদের অন্যমনস্কতার সুযোগে মেয়েলোকটা পালিয়ে গেল। আমরা আর তার পিছু নিলাম না। আমাদের হাতে এখন সময় কম। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জাম্বাইয়ের গ্রামে পৌঁছতে হবে।

আমরা আবার চলতে শুরু করলাম। তিন দিন পরে গ্রামে পৌঁছলাম।

গ্রামবাসীরা আমাদের দেখে খুশী হ'ল। বন্দুকের শব্দ করে, ঢোল বাজিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা করা হল। জাম্বাই নিজে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে বের হয়ে এল; তার সারা মুখে হাসি। তাকে খবরটা দিতে হাসি মিলিয়ে গেল।

আমাদের জন্য খাদ্য আর পানীয় আনা হ'ল। খেতে খেতে আমরা আলোচনা করতে লাগলাম কিভাবে ক্রীতদাস ব্যবসায়ী ও তার আক্রমনকারী সঙ্গীদের পরাভূত করা যায়।

"ম্যাক্‌, রাজাকে বল—যদি সে আমাকে তার সেনা বাহিনীর দায়িত্বে দেয়, তাহলে আমি দেখাব কিভাবে সাদা চামড়ার সৈন্যরা তাদের গ্রামের আক্রমনকারীদের হটিয়ে দেয়," জ্যাক্‌ বলল।

ম্যাক্‌ জাম্বাইকে সব বলল। রাজা মাথা নেড়ে সম্মতি দিয়ে ম্যাককে কি যেন বলল।

"রাজা বলেছে যে তার সব লোক আপনার আজ্ঞাধীন, মাস্টার! আপনার যা ইচ্ছে তা-ই করতে পারেন।"

"বাঃ চমৎকার," জ্যাক্‌ বলল। "এখন তোমরা সবাই শোন, আমার একটা বুদ্ধি ঠিক করা আছে।"

তেরো

সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাম্বাইয়ের কুটিরের সামনের ফাঁকা জায়গায় বিরাট অগ্নিকুণ্ড জ্বালানো হ'ল। আগুনের চারধারে সমস্ত যোদ্ধা বসে আছে।

জাম্বাইয়ের সহায়তায় আমরা তাদের মধ্য থেকে স্কাউট বেছে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে শত্রুর খোঁজে পাঠিয়ে দিলাম। তারা যখন শত্রুর দেখা পাবে তখন তাদের মধ্য থেকে একজনকে পাঠিয়ে দেবে আমাদের খবর দিতে; বাকি সবাই ক্রীতদাস ব্যবসায়ীর প্রতিটি পদক্ষেপের উপর নজর রাখবে।

স্কাউটরা চলে যেতেই জাম্বাই একটা পড়ে যাওয়া গাছের গুঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে তার যোদ্ধাগণের উদ্দেশ্যে এক লম্বা বক্তৃতা দিল। সে তাদের আসন্ন বিপদের কথা বলল; বলল কি ভাবে আমরা কষ্ট স্বীকার করে তাদের সাবধান করতে এসেছি। একজন সাদা চামড়ার লোক তার শত্রুদল পরিচালনা করছে, সুতরাং এটাই উপযুক্ত যে একজন সাহেব তার নিজের সৈন্যদল পরিচালনা করবে।

তারা সমস্বরে চিৎকার করে তাদের সম্মতি জানালো। তারপর জ্যাক্ উঠে দাঁড়াল, পাশে ম্যাক্। তার কথাগুলো ম্যাক্ নিগ্রো ভাষায় তর্জমা করল।

জ্যাক্ এই বলে শুরু করল যে সে জানে জাম্বাইয়ের সৈন্যগণ সাহসী এবং বড় যোদ্ধা। তারা যদি তার কথা মত চলে তাহলে তারা তাদের গ্রাম ও পরিবারদের দাসত্ব থেকে রক্ষা করতে পারবে। সে বর্ণনা দিল কি বীভৎস ভাবে শত্রুরা মাবাঙ্গোর গ্রাম পুড়িয়ে দিয়েছে; তারপর সে তার পরিকল্পনার কিছু কিছু তাদের বলল। সে এই বলে শেষ করল যে তাদের তিনটে আদেশ সম্বন্ধে

শিক্ষা দেবে। ঐ আদেশ তিনটে তাদের অবশ্যই শিখতে হবে, এবং শোনা মাত্রই ঐ আদেশ অনুসারে কাজ করতে হবে।

আদেশ তিনটে হ'ল—'সামনে এগোও'। 'থামো!' এবং গুলি কর!' 'সামনে এগোও' সে উচ্চারণ করল আস্তে আস্তে—'সা-ম-নে এ-গো-ও', দ্বিতীয়টা উচ্চারণ করল দ্রুত তীক্ষ্ণগলায়, তৃতীয়টা উচ্চারণ করল একটা তীক্ষ্ণ চিৎকারে—সবাই একেবারে লাফিয়ে উঠল। সে এইভাবে বুঝিয়ে দিল তিনটে আদেশ উচ্চারনের পার্থক্য সৈন্যরা যখন কুটিরে ফিরল তখন তারা বুঝে গেছে তিনটে আদেশের অর্থ এবং কি তাদের করতে হবে।

জ্যাক্ গুঁড়ি থেকে নামল।

"ম্যাক্," সে বলল, "এখন তুমি আমার সঙ্গে এসে রক্ষীবাহিনী মোতায়েন করতে সাহায্য কর।

"সেটা কি মাস্টার?"

"রক্ষীবাহিনী হ'ল সে সব সৈন্য যারা রাতে গ্রামটা পাহারা দেবে। হঠাৎ চোরা আক্রমন করে কেউ যেন আমাদের কাবু করতে না পারে সে দিকেও নজর দিতে হবে।"

সে ম্যাক্‌কে সঙ্গে নিয়ে চলে গেল; আমরা কুটিরে ফিরে গিয়ে রাইফেল পরিষ্কার করতে লাগলাম।

পরের দিন সকালে আমাদের জাগানো হ'ল, একজন স্কাউট ফিরে এসেছে। শত্রুর দেখা পাওয়া গেছে। গ্রাম থেকে পনের মাইল দূরে ক্রীতদাস ব্যবসায়ীটা ক্যাম্প করেছে, সঙ্গে সুসজ্জিত সেনাবাহিনী। আমাদের স্কাউট ঘাসের মধ্য দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে শত্রুপক্ষের অভিযানের কলা-কৌশল ও শুনে এসেছে। পরের দিন মাঝরাতে ওরা আক্রমন করবে। স্কাউট দেখে এসেছে ক্যাম্পের ভিতরে অনেক বন্দী রয়েছে। যখন প্রধান দল আক্রমন করতে আসবে, তখন ছোট্ট একদল অস্ত্রধারীর তত্ত্বাবধানে বন্দীদের রেখে আসা হবে।

বন্দীদের সম্বন্ধে আমরা স্কাউটকে প্রশ্ন করলাম। তার উত্তর থেকে বুঝতে পারলাম বন্দীদের মধ্যে মাবাঙ্গো ও তার লোকজন আছে; বর্ণনা শুনে বুঝতে পারলাম ওকানডাগাও বন্দীদের মধ্যে আছে।

"চিন্তা কোরনা ম্যাক্—আমরা ওকানডাগাকে বাঁচাবো," মাকারুরুর কাঁধ চাপড়ে জ্যাক্ বলল।

"হ্যা, মাস্টার। স্কাউট আরও বলছে যে সে যখন চলে আসছিল তখন জঙ্গলে একটা বাচ্চা ছেলে দেখতে পেয়েছিল।" "বাচ্চা ছেলে!" জ্যাক্ অবাক হল। "কোথায়? কি ভাবে দেখল? স্কাউটকে নিয়ে এস, তার কাছ থেকে সব শুনি।"

স্কাউট যখন শত্রুদের ক্যাম্প ছাড়িয়ে এগিয়ে দেখতে গেল অন্য কোনো দল ক্রীতদাস ব্যবসায়ীকে সাহায্য করছে কিনা তখন হঠাৎ তার পায়ে কি যেন একটা ধাক্কা লাগল। স্কাউট দেখল একটা বাচ্চা ছেলে—খুব দুর্বল, মেরে ফেলার জন্য ঐ ভাবে ওখানে ফেলে রাখা হয়েছিল। "স্কাউট আরও বলল যে, "মাকারুরু বলতে লাগল, "ক্যাম্পের মধ্যে একজন হতভাগ্য রমণী কাঁদছে আর চিৎকার করছে।" "স্কাউটের কাছ থেকে রমণীর বর্ণনা নাও, "পিটারকিন হুকুম জারি করল।

স্কাউট যথা সম্ভব বর্ণনা দিল।

"মনে হচ্ছে মাবাঙ্গোর স্ত্রী," স্কাউটের বর্ণনা শেষ হতে পিটারকিন বলল। "ছেলেটা নিশ্চয়ই তার। চলতো ছেলেটাকে একটু দেখে আসি।"

স্কাউট ছেলেটাকে তুলে তার কুটিরে নিয়ে এসেছিল।

আমরা স্কাউটের সঙ্গে তার কুটিরে গেলাম। সেখানে স্কাউটের তিনজন স্ত্রী ছেলেটার শুশ্রূষা করছে। ছেলেটা খুব রোগা হয়ে গেছে, অনেক দিন কিছু খায়নি মনে হয়। তবুও আমরা বুঝতে

পারলাম যে সে নাজমির ছেলে। আমাদের দেখে সে চোখ বড় বড় করে তাকাল।

"আমি বলেছিলাম না নাজমির ছেলে।" পিটারকিন বলল। "ম্যাক্ তুমি দেখ বাচ্চাটার কাছ থেকে কোনো কথা আদায় করতে পারকিনা।'

অনেক প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মত ক্ষমতা ছেলেটার ছিল না, সে খুব ক্লান্ত। সে এটুকু শুধু বলল যে তার মা, বাবা আর ওকানডাগা ক্রীতদাস ব্যবসায়ীর হাতে বন্দী। এর পরেই সে পাশ ফিরে শু'ল ; আর কথা বলার সামর্থ্য তার নেই।

পিটারকিন আলতো ভাবে ছেলেটার মাথার চুলে হাত দিল!

"তোমার লোকজনকে বল ম্যাক্ ভাল করে ছেলেটার যত্ন করতে," সে বলল। "যদি তারা করে তবে আমরা তাদের এমন সুন্দর একটা উপহার দেব যে তারা খুব খুশি হবে।"

আমরা স্কাউটের কুটির ছেড়ে জাম্বাইয়ের কুটিরের দিকে গেলাম। কুটিরের সামনের উন্মুক্ত জায়গায় রাজা আর তার সৈন্যগণ আগে থেকেই সমবেত হয়েছে, জ্যাক্ তাদের চারটে দলে ভাগ করেছে। যে সব সৈন্যের রাইফেল আছে তাদের একটা দল করা হ'ল—সৈন্যের সংখ্যা একশ' পঞ্চাশ। এই দেড়শ জন সৈন্যকে জ্যাক্ আবার দু'ভাগে ভাগ করল—এক ভাগে একশ, আর এক ভাগে পঞ্চাশ। বাকিরা হ'ল প্রধান দল, তাদের কাছে আছে তীর, ধনুক, বর্শা ও ছুরি। এ ছাড়া এক বড় বাহিনীকে গ্রাম পাহারা দেবার জন্য রাখা হ'ল।

জাম্বাই এই শেষ দল পরিচালনা করবে। পিটারকিন একশ' জন রাইফেলধারীর নেতৃত্ব দেবে ; আর আমার উপর দায়িত্ব পড়ল বাকি পঞ্চাশজন রাইফেলধারী ও একশজন তীর-ধনুক-বল্লমে সজ্জিত সৈন্য পরিচালনা করার। জ্যাক্ প্রধান বাহিনীর নেতৃত্ব নিল। এই

যুদ্ধে পিটারকিনকে একটা বিশেষ ভূমিকা পালন করতে হবে, তাই মাকারুরুকে তার লেফ্‌টেন্যান্টের দায়িত্ব দেওয়া হ'ল।

"এখন শোন," জ্যাক্ লেফ্‌টেন্যান্ট ম্যাক্‌কে বলল, "তুমি সেনাদের বল যে আমি তাদের কিছু বলব। যদি তারা তাদের শত্রুদের পরাজিত করতে চায় তাহলে আমি যা বলছি তা যেন তারা মন দিয়ে শোনে।"

ম্যাক্ সেনাদের জ্যাকের কথা বলল, তারা সবাই রাজী হ'ল।

"ওদের বল যে আমি ওদের এমন রহস্যময় কথা বলব যে ওরা তা বুঝতে পারবে না," জ্যাক্ বলল, "ওদের বল যে আমি সাহেবদের যাদুবিদ্যার কথা বলব।"

এই কথা শুনে সবাই আনন্দে চিৎকার করে উঠল।

"ওদের বল," জ্যাক্ বলে চলল, "যে আমরা কেবলমাত্র আনুগত্যের দ্বারা এই যুদ্ধ জয় করব। প্রত্যেকটা সেনা তার অধিনায়কের দিকে চোখ-কান খোলা রাখবে, এবং সব হুকুম সঙ্গে সঙ্গে পালন করবে। যদি "থামার" আদেশ দেওয়া হয় এবং তখন যদি কোনো সেনার মুখ হা করা থাকে তাহলে সে মুখ হা করেই রাখবে এবং থামার পর মুখ বন্ধ করবে।"

"সাহেবদের একটা শ্লোগান আছে," সে বলে চলল, "যুদ্ধে নামার সময় সাহেবরা এই শ্লোগান দেয়—সে এক বিষম চিৎকার, কালো লোকদের চিৎকার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। চিৎকারটা খুব ভয়ঙ্কর; এই চিৎকার শুনে সাহেবদের শত্রুদের মনে ভয় ধরে যায়; জানা গেছে—এই চিৎকার শুনে পুরো শত্রুপক্ষ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে পর্যন্ত গেছে—একটাও গুলি ছুঁড়তে হয় নি। আমরা তোমাদের শ্লোগানটা শোনাচ্ছি।"

জ্যাক্ আমার আর পিটারকিনের দিকে ফিরল।

"হিপ্! হিপ!" সে চিৎকার করে উঠল।

"হুররে!" আমরা তিনজন একসঙ্গে গলা মেলালাম।

সেনাদের মধ্য থেকে প্রশংসা সূচক শব্দ ভেসে এল।

"এখন আমি চাই," জ্যাক্ বলল, "আমার কালো সৈনিক বন্ধুরা ঐরকম শ্লোগান দিক্—"

ঐ রকম চেষ্টা করতে তারা খুব খুশি হ'ল। বার বার তারা চিৎকার করতে লাগল—সে এক বিকট শব্দ, প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আমাদের "হিপ্ হিপ্ হুররে"র রূপ দিতে লাগল।

তাদের প্রচেষ্টা শেষ হতে জ্যাক্ বলল, "এখন আমি চূড়ান্ত রহস্যটা বলব। আর কিছুক্ষণ পরে যে যুদ্ধ শুরু হ'বে সেই যুদ্ধে রাজা জাম্বাইয়ের সেনানী হিসাবে রাইফেল থেকে তোমরা সাধারণতঃ যেসব ধাতুর টুকরো ও পাথরের কুচি গুলি করে থাকো, তা কোনো কাজে লাগবে না। আমি তোমাদের প্রত্যেককে একটা করে যাদু বুলেট দেব সেগুলো তোমরা ব্যবহার করবে। এর আগে কোন যুদ্ধে এরকম বুলেট ব্যবহার করা হয়নি। এগুলো খুব দামী, তাই প্রত্যেককে একটার বেশী দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু ঐ একটাতেই কাজ হবে। যদি এই প্রথম দলেতে শত্রুরা পালিয়ে না যায়, তাহলে তোমরা তোমাদের নিজস্ব কার্তুজ ভরতে পারবে।"

তারপর জ্যাক্ ভালমানুষের মত মুখ করে তার কোমরে ঝোলানো থলি থেকে একমুঠো কাগজের ছোট্ট বল বার করল—প্রত্যেকটার আকার বুলেটের মত। জ্যাক্ সে সব নিগ্রোদের মধ্যে বিলি করতে লাগল।

আগের রাতে আমি আমাদের কেনা খবরকাগজ দিয়ে জ্যাক্‌কে কয়েকশ' কাগজের গুলি বানাতে দেখেছিলাম। সে কিন্তু তখন আমাকে বলেনি ওগুলো দিয়ে সে কি করবে।

নিগ্রোযোদ্ধারা ভয় ও উৎসুকের চোখে এই "যাদু বুলেট" গুলো দেখল। ছাপা খবর কাগজ তারা আগে কোনোদিন দেখেনি; গুলির উপরে কালো কালো লেখা দেখে মনে করল এগুলোই বুঝি সেই যাদু যার সাহায্যে বুলেটগুলো অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা পাবে।

"মনে রাখবে," জ্যাক্ বলল, "আমি বলছিনা যে এই বুলেট দিয়ে রাইফেল চালালে শত্রুরা মারা যাবে, কিন্তু আমি বলছি যে এই বুলেটের জন্য শত্রুরা পালাবে। এখন তোমরা যাও, ভালকরে খাওয়া দাওয়া কর। আজ, যখন অন্ধকার নেমে আসবে তখন সবাই সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকবে; নিঃশব্দে এগোতে হ'বে। মনে রেখ। "হিপ! হিপ!" করার সংকেত দিলেই তোমরা চেঁচাবে, তার আগে আর কোন শব্দ যেন না হয়।"

যোদ্ধারা সমস্বরে বর্শা আর ধনুক তুলে চেঁচিয়ে উঠল। জ্যাক্ গাছের গুঁড়ি থেকে নেমে এল। আমাদের সৈন্যরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। এখন শুধু যুদ্ধ শুরুর অপেক্ষা।

চৌদ্দ

ঘন কালো অন্ধকারের মধ্যে আমরা যুদ্ধযাত্রা শুরু করলাম। স্কাউটদের কাছ থেকে জেনে নিয়েছিলাম যে শত্রুদের এগিয়ে আসার একটামাত্র পথ আছে। জঙ্গলের অন্য জায়গাগুলো এত ঘন যে রাতে এগোতে খুব অসুবিধা। শত্রুদের রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলে একটা সংকীর্ণ গিরিখাত পড়বে—সেটা তাদের ক্যাম্প থেকে কয়েক মাইল দূরে। জ্যাক্ ঠিক করল ঐ খানেই সে অতর্কিতে আক্রমন করার জন্য প্রধান সেনাবাহিনীকে লুকিয়ে রাখবে।

পিটারকিনের একশ' রাইফেলধারী সৈন্য ও জ্যাকের তীর-ধনুক এবং বল্লমধারী সৈন্যদের ওখানে লুকিয়ে রাখা হ'ল। আমাকে বলাহ'ল আমার পঞ্চাশজন সৈন্য নিয়ে চক্রাকারে ক্যাম্পের দিকে এগিয়ে যেতে। শত্রুপক্ষের ক্যাম্পের যতকাছে সম্ভব আমাকে লুকিয়ে থাকতে হবে; তারপর গিরিখাত থেকে গুলির শব্দ শোনা

পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। গুলির শব্দ পেলেই আমাকে ক্যাম্পের দিকে ছুটতে হবে, ক্যাম্পের পঞ্চাশ গজের মধ্যে এসে ভীষণ চিৎকার করতে হবে; পঁচিশ গজ দূরত্বের মধ্যে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়তে হবে; এক রাউণ্ড ফাঁকা আওয়াজ করতে হবে এবং আমার লোকদের গুলি ভরার সুযোগ না দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

রাতের জঙ্গল রহস্যময়। বড় বড় গাছগুলোর তলা দিয়ে আমরা এগোতে লাগলাম—গাছগুলো যেন ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলছে; আমাদের চারদিকে কালো কালো ছায়া; গাছের ডাল-পালা ও লতার ছোঁয়া আমাদের মুখে লাগছে—যেন কোনো অশরীরীর হাত। লক্ষ লক্ষ ব্যাঙের আওয়াজ ভেসে আসছে।

অবশেষে একসময় গাছের ফাঁক দিয়ে আমি আগুনের লাল আভা দেখতে পেলাম। শত্রুপক্ষ সামনে কোনো প্রহরী রাখেনি; ফলে আমরা এগিয়ে গিয়ে একটা ছোট পাহাড়ের তলায় গিয়ে থামলাম। ক্যাম্প আরও প্রায় ষাটগজ দূরে। আমি আমার সৈন্যদের শুয়ে পড়তে বললাম। আর আমি হামাগুড়ি দিয়ে পাহাড়ের মাথায় উঠলাম; ওখান থেকে ক্যাম্পটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

যাদের ক্যাম্পটা বাইরে থেকে পাহারা দেবার কথা তারা রান্না করতে ব্যস্ত। খুব ভাল করে দেখলাম—পঞ্চাশজনের মত লোক আছে মনে হ'ল। আগুন থেকে একটু দূরে কিছু কালো কালো মূর্ত্তি একজায়গায় জড়ো হয়ে আছে। বুঝতে পারলাম এরাই হ'ল বন্দী।

আমি হামাগুড়ি দিয়ে আমার সৈন্যদের কাছে ফিরে এলাম। এবার জ্যাকের দলের কাছে সংকেত আসার অপেক্ষা। পরে জ্যাক্ আমাকে বলেছিল তার দিকে কি ঘটনা ঘটেছিল।

সে গিরিখাতের কাছে পৌঁছে এমনভাবে তার সৈন্য সাজালো যে একমাত্র পথটার সবটুকুই যেন তাদের আক্রমনের আওতায় আসে। রাইফেলধারীরা দু'সারিতে সবচেয়ে ঘন ও অন্ধকারময় জায়গায় তৈরী

হয়ে রইল। সে তারপর পিটারকিনের দেখা পেল, তাকে বলল তার বিশেষ কাজটুকুর জন্য প্রস্তুত হতে—যেটা আমরা আগে থাকতে ঠিক করে রেখেছিলাম।

পিটারকিন নিজে নিজেই জঙ্গলের মধ্যে চলে গেল। তারপর সে জামা-প্যাণ্টের বেশীর ভাগ অংশই খুলে ফেলল ; গায়ে হাল্কা রঙের কয়েকটুকরো তুলো আর পুরানো খবর কাগজ জড়ালো। তারপর সে পাতা আর ডাল-পালা দিয়ে মাথাটা ঢাকল সে এমন ভাবে সাজল যাতে তাকে বেশ কিম্ভূতকিমাকার দেখায়।

কাঠের একটা ছোট বাক্সে সে বারুদের দুটো ডেলা পাকিয়ে রাখল। বারুদের বাক্সটা হাতে নিয়ে সে গিরিখাতের মুখের খুব কাছের খাড়াই পাহাড়টার মাথায় গুড়ি মেরে উঠল। ওখানে বসে সে শত্রুদের আসার অপেক্ষা করতে লাগল।

অনেকক্ষণ কেটে যাবার পর সে দেখতে পেল এক সার দিয়ে লোক গিরিখাতের মুখের দিকে আসছে। ইতিমধ্যে চাঁদ আকাশে উঠেছে। চাঁদের আলোয় পিটারকিন দেখল যে একজন লোক শত্রুদের নেতৃত্ব দিচ্ছে—লোকটা ড সিলভা বলে সে অনুমান করল।

গিরিখাতের মুখের কাছে শত্রুদের আসা অবধি পিটারকিন অপেক্ষা করল। তারা এবার নিঃশব্দে গিরিখাতের মধ্যে ঢুকল। এবার সেই কাজটা করতে হবে। সে উঠে দাঁড়িয়ে একটা দেশলাই হাতে নিয়ে তৈরী হয়ে রইল।

জ্যাক্ও শত্রুদের দেখতে পেয়েছে। তার রাইফেল বাহিনীর থেকে ত্রিশ পা দূরত্ব পর্যন্ত তাদের এগোতে দিল। তারপরই জোরে গভীর গলায় সংকেত দিল।

"হিপ! হিপ! হিপ!"

সঙ্গে সঙ্গে রাতের নিস্তব্ধতাকে খান্ খান্ করে সবদিক থেকে

সমস্বরে বিকট চিৎকার ভেসে এল। শত্রুরা ঘাবড়ে গিয়ে পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে পড়ল।

জ্যাক্ তার হাত তুলল; হাতে এক গোছা সাদা ঘাস—রাতের অন্ধকারে তা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। নিস্তব্ধতার মধ্যে একশটা রাইফেলের ঘোড়া টেপার আওয়াজ পাওয়া গেল।

শত্রুরা আওয়াজটা বুঝতে পারল। এক্ষুনি একশ'টা রাইফেল গর্জে উঠবে। কেউ বোধহয় ভ'য়ে আর্তনাদ করে উঠল। এক মুহূর্ত পরেই শোনা গেল—"গুলি কর।"

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত গিরিখাত আলোকিত করে একশ'টা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠল। একশটা রাইফেলের গর্জন যেন সমস্ত পৃথিবীকে ফালা ফালা করে দিল। উচু পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ঐ গর্জন শব্দতরঙ্গে মহানির্ঘোষ সৃষ্টি করল; সেই সঙ্গে জ্যাকের সেনাবাহিনীর চিৎকার প্রতিধ্বনিকে আরও বেশী কর্ণভেদী করে তুলল।

শত্রুপক্ষ উল্টোদিকে মুখ করে দৌড়তে আরম্ভ করল; তাদের ভয়ার্ত চিৎকার শুনে বোঝা গেল ভয়ে তাদের অন্তরাত্মা কাঁপছে। আর একটু ভয় পেলে জীবন্ত অস্তিত্ব বোধ হয় আর থাকবে না। পিটারকিন্ যখন পাহাড়ের চূড়ায় তার বারুদের ডেলা দুটো জ্বালিয়ে নিজের ঐ অপার্থিব রূপ প্রকাশ করল, এবং আগুনের মধ্যে চিৎকার করে পাগলের মত নাচতে লাগল, তখন তাদের ভয়ের ষোলকলা পূর্ণ হ'ল।

জ্যাক্ তখনও মাথার উপর সাদা ঘাসের গোছা ধরে আছে। প্রত্যেকের চোখ ঐ সাদা ঘাসের উপর। কেউ নড়ল না, কোনো কথাও বলল না। প্রলয়ঙ্কর চিৎকার ও বিশৃঙ্খলার পর হঠাৎ এই নিস্তব্ধতা ঐ স্থানের আতঙ্ক ও রহস্যময়তা আরও বাড়িয়ে দিল।

হঠাৎ দেখা গেল সাদা ঘাসের গোছা সামনে এগোচ্ছে। জ্যাক্ চেঁচিয়ে উঠল:

"সামনে এগোও! হিপ! হিপ! হুররে!"

সমস্ত সৈন্য এবার সামনে ধেয়ে গেল, মুখে বিকট চিৎকার—শত্রুদের পিছু পিছু বিদ্যুৎ গতিতে এগিয়ে চলল।

গিরিখাতের মধ্যে এসব চলাকালীন আমি রাইফেলের আওয়াজ শুনতে পেলাম। পরিকল্পনা মত আমি নীচু গলায় হুকুম দিলাম, "সামনে এগোও।"

আমার সৈন্যরা কোনো শব্দ না করে আমার পিছন পিছন ঝোপের আড়ালে এগিয়ে চলল। পাহাড়ের বিপরীত দিকে নেমে ছোট্ট একটা নদী পার হয়ে আমরা সবার অলক্ষ্যে ক্যাম্পের ত্রিশ গজের মধ্যে চলে এলাম। হঠাৎ আমি প্রাণপণ জোরে চেঁচিয়ে উঠলাম ঃ "থামো!"

ঐ শব্দ শুনে ক্যাম্পের সবাই অস্ত্রহাতে লাফিয়ে উঠল ; ভয়-চোখে বাইরে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইল।

"গুলি কর!" আমি চেঁচিয়ে বললাম।

ঝোপের মধ্য থেকে রাইফেলের আওয়াজ ভেসে এল। "সামনে এগোও!" আমি জোরে বললাম। "হিপ! হিপ! হুররে!"

প্রচণ্ড জোরে চিৎকার করে আমরা ঘুর্ণীঝড়ের মত শত্রুর ক্যাম্পের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

ওরা আমাদের আসা অবধি অপেক্ষাও করল না। কাল বিলম্ব না করে উল্টোদিকে দৌড় দিল। কেউ কেউ এত ভয় পেয়ে গেল যে অস্ত্র ফেলে দৌড়তে লাগল যাতে হাল্কা হয়ে আরও জোরে ছুটতে পারে।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে আমরা ক্যাম্পের রান্নার আগুনের কাছে পৌঁছলাম। বন্দীদের খোঁজে চারদিকে তাকালাম ; বুঝতে পারলাম আমরা একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি। যাদের আমরা বাঁচাতে এসেছি সেই বন্দীরাও শত্রুদের মতই ভয় পেয়ে জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে।

পনের

সাফল্যের মধ্যে একটু 'কিন্তু' রয়ে গেল। মাবাঙ্গো ও তার সঙ্গী-সাথীদের খুঁজে বের করার জন্য আমি আমার সেনাবাহিনীকে তৎক্ষণাৎ তাদের পিছু নিতে বললাম। কয়েক মিনিটের মধ্যে অনুসন্ধানকারী এবং আত্মগোপনকারীদের চিৎকার-চেঁচামেচি দূরে জঙ্গলের মধ্যে মিলিয়ে গেল; ক্যাম্পে আমি একা। দ্রুত পায়ের শব্দে আমি চমকে উঠলাম। পিটারকিন, জ্যাক্ আর মাকারুরু অন্ধকারের মধ্য থেকে বেরিয়ে এল।

"এই যে র‍্যাল্‌ফ," জ্যাক্ বলল, "ওকানডাগা কোথায়?"

"সে পালিয়েছে, আমি বললাম, "মাবাঙ্গো ও তার সঙ্গীরাও পালিয়েছে। আমার সেনাবাহিনী এত ভয়ঙ্কর ভাবে ক্যাম্পে এসে চড়াও হয়েছিল যে শত্রুদের মত ভয় পেয়ে ওরাও জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে।"

"ওদের যে করে হোক খুঁজে বার করতে হবে," জ্যাক্ বলল।

"আমরা যদি ওদের উদ্ধার করতে না পারি তবে ড্য সিলভা ওদের আবার বন্দী করবে।"

সে দৌড়ে জঙ্গলের মধ্যে গেল; আমরাও তাকে অনুসরণ করলাম। পলাতকরা কোন্‌দিকে যেতে পারে সেইদিক অনুমান করে এগোতে লাগলাম। নীচু বুনো গাছের মধ্যদিয়ে দু'ঘণ্টারও বেশী আমরা চললাম; ম্যাক সবার সামনে, বিবর্ণ চাঁদের আলোয় পথ করে নিতে হ'ল। শেষ পর্য্যন্ত একটা জায়গায় এসে আমরা থামলাম; কিছু কথা-বার্ত্তা বলার প্রয়োজন হ'ল।

ম্যাক্‌কে খুব বিষণ্ণ দেখাচ্ছে।

"বন্দীরা যে কোথায় পালিয়ে গেল!" সে নিস্তেজ গলায় বলল।

জ্যাক্ তার কাঁধটা চাপড়ে দিল।

"আমরা তো বলেছি যে আমরা যে করে হোক তোমার প্রেয়সীকে খুঁজে বার করব; তুমি দুশ্চিন্তা কোরনা," জ্যাক্ বলল। "আমরা জাম্বাইয়ের গ্রামে ফিরে গিয়ে জঙ্গলের কোনে কোনে অনুসন্ধান দল পাঠাবো। আমরা নিশ্চয়ই ওকানডাগার কোন না কোন খবর পাব; তখন সদলবলে তাকে উদ্ধার করে আনব। চল, জাম্বাইয়ের গ্রামের দিকে যাওয়া যাক্; বসে সময় নষ্ট করা উচিত নয়।"

আগে থেকে ঠিক ছিল যুদ্ধজয়ের পর আমরা সবাই গিরিখাতের কাছে মিলিত হ'ব। বেশীরভাগ সেনাই ইতিমধ্যে ওখানে এসে গেছে। জ্যাক্ এত সুন্দর সময় করে যুদ্ধ পরিচালনা করেছে যে সৈন্যরা শত্রুপক্ষের একজনকেও ধরতে পারেনি বা ঘায়েল করতে পারেনি। বিনা রক্তপাতে এতবড় একটা যুদ্ধজয় সমাধা হ'ল।

আমরা স্কাউটদের পাঠিয়ে দিলাম জঙ্গলের ভিতর থেকে বন্দীদের খবর আনার জন্য। এমন কিছু বল্লমধারী সৈন্য বেছে নিলাম যারা অনেক অনেক মাইল হাঁটতে পারবে। এরপর আমরা গ্রামের দিকে রওয়ানা দিলাম। সূর্য্য ওঠার একটু পরে গ্রামে পৌঁছলাম। জাম্বাই আমাদের দেখে ভীষণ অবাক হ'ল; সে বিশ্বাসই করতে পারল না যে আমরা এত কম সময়ে যুদ্ধ জয় করে ফিরেছি।

জ্যাক্ তাকে বলল যে 'সাহেবদের যাদু' এত বেশী মাত্রায় কাজ করেছিল যে শত্রুদের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধু মাবাঙ্গোও তার সঙ্গীদের নিয়ে পালিয়ে গেছে। এখন, তাকে খুঁজে বার করার জন্য যা যা করণীয় করতে হবে।

রাজা সঙ্গে সঙ্গে সায় দিল যে স্কাউটদের কাছ থেকে খবর পাওয়া মাত্রই জঙ্গল তোলপাড় করে উদ্ধারকারীদল পাঠানো হ'বে।

যখন সত্যি সত্যি খবর এল তখন কিন্তু আমাদের পরিকল্পনা বদলাতে হ'ল।

প্রথম স্কাউট ফিরে এসে খবর দিল যে শত্রুদের একটা বড় দল পুকুরের ধারে ক্যাম্প করেছে। সে হামাগুড়ি দিয়ে কাছে গিয়ে তাদের কথাবার্ত্তা শুনেছে। সে দুটো জিনিষ জানতে পেরেছে : এক তারা নিজেদের জায়গায় ফিরে যাবে বলে ঠিক করেছে ; দুই, বন্দীরা নদীর ধারের একটা নৌকা করে পালিয়েছে। ঐ নদীপথ দিয়ে যাওয়ার ফলে তারা গরিলা অধ্যুষিত এলাকার মধ্য দিয়ে গিয়ে উপকূলে এসে পৌঁছবে।

"এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে," রাতে খেতে খেতে জ্যাক্ বলল, "যে ওরা উপকূলে পৌঁছতে চায়। মাবাঙ্গো মাকারুরুর কাছে এরকম ধরনের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। তারা তাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রামে ফিরে যাবেনা ; কারণ তারা জানে শত্রুরা চারদিকে আনাগোনা করছে। আমার মনে হয় একটা নৌকা করে ওদের অনুসরণ করা উচিত। যে করে হোক্ ওকানডাগাকে উদ্ধার করে ম্যাকের মনে শান্তি আনতেই হবে। সে আমাদের জন্য অনেক কিছু করেছে ; তার জন্য এটুকু অন্ততঃ আমাদের করা উচিত।

"নাজমির ছেলেকে নিয়ে কি করব?" পিটারকিন জিজ্ঞেস করল। "আমরা ওকে ফেলে যেতে পারিনা।"

"না," জ্যাক্ বলল, "তা পারিনা। আমরা ওকে আমাদের সঙ্গে নেব। ওর এখন শুধু খাদ্য দরকার, আর কিছু চাইনা। নৌকা করে যেতে ওর কোন কষ্ট হ'বে না। যদি কখনো আমাদের হাঁটতে হয় তখন ম্যাক্ ওকে পিঠে করে নিয়ে যেতে পারবে।"

পরের দিন সকালে সূর্য্যোদয়ের একটু পরেই আমরা যাত্রা শুরু করলাম। জাম্বাইয়ের সঙ্গে করমর্দন করে আমরা নৌকায় উঠলাম। দাঁড় টেনে এগিয়ে চললাম। নাজমির ছেলে নৌকার পিছনে বসে আছে। নৌকাটা প্রথমবার বাঁক নেওয়ার আগে আমি শেষবারের মত গ্রামটার দিকে তাকালাম—জঙ্গল ঘেরা গ্রামটায় আমাদের অনেক স্মৃতি পড়ে রইল।

তিন দিন ধরে আমরা বেশ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চললাম, রাতে নদীর তীরে ক্যাম্প করতে লাগলাম, তখনই খাবার জন্য শিকার করতাম। চতুর্থ দিন সকালে আমরা একটা ছোট গ্রামে পৌছলাম। খবর সংগ্রহ করার জন্য তীরে নৌকা বাঁধলাম। আমরা নৌকাতে বসে রইলাম, এমন সময় কিছু অদ্ভূত-দর্শন নিগ্রো হাজির হ'ল। ম্যাক্ নিজের ভাষায় তাদের প্রশ্ন করল। ম্যাকের মুখ দেখে আমি বুঝতে পারলাম যে সংবাদ শুভ।

"এরা বলছে মাবাঙ্গো তার লোকজন নিয়ে নৌকা করে এখান দিয়ে গতকাল গেছে।"

জ্যাক্ নদীতে দাঁড় ডুবিয়ে বলল, "আমরা যদি একটু তাড়াতাড়ি এগোতে পারি তা হ'লে কাল কোনো এক সময়ে ওদের ধরতে পারব।"

আমরা দাঁড় বেয়ে চললাম; সূর্য্যাস্তের সময় ক্যাম্প করলাম, আবার সূর্য্যোদয়ে চলা শুরু করলাম। ঐ দিন বিকেলে একটা বাঁক ঘোরার সময় দেখলাম সিকি মাইল দূরে একটা বড় নৌকা এগিয়ে যাচ্ছে।

এই সময়েই আমরা বোকার মত একটা ভুল করে ফেললাম। ওদের কাছে যাওয়া অবধি অপেক্ষা না করে আমরা ওদের নৌকা দেখা মাত্রই উঁচু গলায় ডাকতে আর চেঁচাতে লাগলাম। ওরা আতঙ্কিত ভাবে পিছন ফিরে দেখল—দূর থেকে আমাদের মুখ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না—তারপর প্রাণভয়ে জোরে দাঁড় টানতে লাগল।

"জোরে চেঁচাও," পিটারকিন ম্যাকের দিকে ফিরে বলল। ম্যাক্ ভীষণ জোরে চেঁচিয়ে উঠল।

"থাম!" পিটারকিন তাড়াতাড়ি বলল। "এমন ভাবে চেঁচালে তো ওরা ভাববে আমরা ওদের মারতে আসছি। এমন ভাবে চেঁচাও যাতে ওরা বোঝে আমরা শান্তি স্থাপন করতে চাই।"

"আমাদের কোনো শান্তির সংকেত নেই," ম্যাক্ হতবুদ্ধি হ'য়ে বলল।

জ্যাক্ হেসে বলল," ওদের তাড়া করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। এস, দাঁড় টানো।"

সমস্ত শক্তি দিয়ে আমরা দাঁড় টানতে লাগলাম। প্রতিযোগিতাটা বেশ জমে উঠল। আস্তে আস্তে আমাদের মধ্যে দূরত্ব কমে আসতে লাগল।

"এই ভাবেই চলো," জ্যাক্ দাঁড় চেপে বলল। "ওদের নৌকায় দু'জন মেয়েমানুষ আছে! ছেলেদের মত ওরা অনেকক্ষণ ধরে দাঁড় টানতে পারবেনা।"

একটু পরেই জ্যাকের কথার সত্যতা প্রমাণিত হ'ল। আমরা ওদের নৌকার কাছে এগিয়ে যেতে লাগলাম। মনে হ'ল ওরা আর অত জোরে দাঁড় টানতে পারছেনা। হঠাৎ ওদের নৌকার পিছন থেকে একজন দাঁড় ফেলে রেখে, রাইফেল হাতে উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে তাক্ করল।

"এটা তো ভাল হচ্ছেনা," জ্যাক্ ঠাণ্ডা মাথায় বলল। আমরা না থেমে এগিয়ে চললাম। লোকটা গুলি চালালো; গুলিটা আমাদের দু'গজ দূরে ডান দিকে জল ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল।

"ম্যাক্," পিটারকিন হঠাৎ বলল "তোমার রাইফেল দাও, র‍্যাল্ফ তোমারটাও দাও! এখন একটুখানির জন্য দাঁড় টানা বন্ধ কর। আমি একটা পরীক্ষা করে দেখব।"

সে নৌকার উপর দাঁড়িয়ে দু'হাতে দুটো রাইফেল নিয়ে হাত দুটো উঁচু করে ধরল; দেখাল যে আমরা বেশ সশস্ত্র, কিন্তু আমরা আমাদের অস্ত্র ব্যবহার করতে চাইনা।

চালাকিটা কাজে লাগল। ওদের নৌকার লোকটা রাইফেলটা নীচু করে আমাদের দিকে মনোযোগ দিয়ে দেখল।

পিটারকিন তাড়াতাড়ি রাইফেল ছুটো নামিয়ে রেখে খালি হাত ছুটো উপরে তুলল।

"নৌকাটা তীরের দিকে নিয়ে যাও," সে হুকুম দিল। আমরা তীরের দিকে গেলাম, অন্য নৌকাটাও তা-ই করল। "নামো, র‍্যাল্‌ফ," জ্যাক্ বলল। "ম্যাকের সঙ্গে গিয়ে ওদের অভ্যার্থনা জানাও।"

ম্যাক্‌কে সঙ্গে নিয়ে আমি পাড় দিয়ে নিগ্রোদের ছোট দলটার দিকে এগিয়ে গেলাম। ওরা আমাদের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে; হঠাৎ ওকানভাগার মুখ আমি দেখতে পেলাম। সেও ঐ মুহূর্ত্তে আনন্দে চিৎকার করে উঠে প্রেমিকের কাছে ছুটে গেল। আমি এগিয়ে গিয়ে মাবাঙ্গোর সঙ্গে করমর্দন করলাম, সে মহানন্দে হেসে উঠল।

হঠাৎ নজরে পড়ল একটা ছোট পাথরের ঢিবির উপর হতোদ্যম, বিষণ্নমনা একটা নারীমূর্ত্তি বসে আছে। ছু'পাশে হাতছুটো ঝুলে আছে। মাথাটা বুকের কাছে নেমে এসেছে; এদিকে যে কি ঘটনা ঘটছে তার দিকে তার একটুও নজর নেই।

আমি সেই নারী মূর্ত্তি দেখিয়ে অবাক হয়ে মাবাঙ্গোর দিকে তাকালাম। মাবাঙ্গো বিষণ্ন ভাবে মাথা নাড়ল: ঠিক এই সময় নারীমূর্ত্তিটা সামান্য একটু মুখ ফেরাল—ঐটুকুতেই আমি তার মুখ দেখতে পেলাম। নাজমি বসে আছে; হারানো ছেলের জন্য সে শোক করছে।

আমি দৌড়ে আমাদের নৌকার কাছে গেলাম। জ্যাক্ আর পিটারকিন্ আমার দিকে এগিয়ে আসছিল, বাচ্চা ছেলেটাও তাদের পিছন পিছন আসছিল। আমি ছেলেটার হাত ধরে তার মার কাছে নিয়ে গেলাম।

নাজমির সামনে ছেলেটাকে রাখলাম। সে মুখ তুলে তাকাল, ছেলেটার মুখের উপর তার দৃষ্টি পড়ল। এক সেকেণ্ড সে তার দিকে

তাকিয়ে রইল, তারপর তার কালো মুখে অভূতপূর্ব এক আনন্দের জোয়ার বয়ে গেল। অস্ফুট চিৎকার করে সে লাফ দিয়ে সামনে এগোল, দু'হাত দিয়ে ছেলেটাকে কোলে জড়িয়ে ধরল।

ওখানেই ঐ রাতের মত আমরা ক্যাম্প করলাম। পরের দিন সকালে আমাদের নৌকাদুটো পাশাপাশি নিস্তরঙ্গ নদী দিয়ে এগিয়ে চলল। নদীটা এই জায়গায় উত্তর দিকে বড় একটা বাঁক নিয়ে গরিলাদের জঙ্গলের দিকে মুখ ফিরিয়েছে; তার পরই সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। নিশ্চিত বুঝতে পারলাম যে আফ্রিকা ত্যাগ করার পূর্বে আর একবার গরিলা শিকার করার সুযোগ আমাদের আসছে। আমি সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে রইলাম।

তখন আমি আদৌ বুঝতে পারিনি যে এটাই হবে আমার শেষ অভিযান—এক ভীতিজনক অভিজ্ঞতা—যার কথা মনে পড়লে আমার গা এখনও শিউরে ওঠে।

মাবাঙ্গোদের সঙ্গে মিলিত হবার পনের দিন পরের ঘটনা। আমরা তীরে উঠে শিকারের খোঁজে এগোলাম। বোকার মত আমি বন্ধুদের সঙ্গ ছেড়ে একা বনের মধ্যে ঢুকে গেলাম।

এক ঘণ্টা পরে একটা গরিলার পদ চিহ্ন আমার নজরে পড়ল। আমার কাছে একটা ছোটনলের রাইফেল ছাড়া আর কিছু নেই। জঙ্গলের গভীরে গরিলাটাকে অনুসরণ করার আগে আমি একটু দ্বিধা করলাম। বন্ধুদের কাছে ফিরে যাব? নাকি গরিলাটার পিছনে একা না গিয়ে ফিরে গেলে বন্ধুরা কাপুরুষ বলবে?

আমি মন স্থির করে ফেললাম। আমি গরিলাটার পিছু নেব। রাইফেলটায় গুলি ভর্তি করলাম, খাপের মধ্যে ছুরিটা আলগা করলাম এবং যত নিঃশব্দে সম্ভব গরিলাটাকে অনুসরণ করতে লাগলাম।

গরিলার পায়ের ছাপ খুব একটা স্পষ্ট নয়। তবে একটু পরেই আমি একটা মেটে জায়গায় পৌঁছলাম যেখানে গরিলার পায়ের ছাপ

বেশ গভীর ও পরিষ্কার ভাবে পড়েছে। আমাদের দেখা এপর্যন্ত সবচেয়ে বড় পায়ের ছাপ।

কয়েক মিনিট পরেই আমি চাক্ষুষ গরিলাটাকে দেখতে পেলাম। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে একটা গাছের তলায় গরিলাটা বসে আছে। আমরা পরস্পরের দিকে একই সময়ে তাকালাম; তারপরই গরিলাটা ভয়ঙ্কর গর্জন করে উঠল। আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। ইচ্ছা হচ্ছিল দৌড়ে পালাই। অনেক কষ্টে নিজেকে নিবৃত্ত করলাম। শক্ত হয়ে দাঁড়ালাম। গরিলা-দৈত্য আবার ভয়ঙ্কর ভাবে গর্জন করে উঠল: তারপর দু'হাতের মুঠো দিয়ে ঢোলের মত বুক বাজাতে বাজাতে আস্তে আস্তে আমার দিকে এগিযে আসতে লাগল।

আমার হৃদপিণ্ড যন্ত্রনাদায়ক ভাবে ধ্বক্ ধ্বক্ করতে লাগল; সারা শরীর দিয়ে ঠাণ্ডা ঘামের স্রোত নেমে এল। আমার সামনে আমার দেখা সবচেয়ে বিরাটাকার গরিলা। সে স্নায়ু বিদারক গর্জন করতে করতে আমার দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে এল।

আমি অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম; অতিকষ্টে তৎক্ষণাৎ গুলি-করা থেকে নিজেকে নিবৃত্ত করলাম। গরিলাটাকে আমার কাছে এগিয়ে আসতে দিতে হবে, না হ'লে আমার ছোটনলা রাইফেল গরিলাটাকে শেষ করতে পারবেনা।

গরিলাটা এগিয়ে এল। আর মাত্র দশগজ দূরে। আমি আর অপেক্ষা করতে পারলাম না। রাইফেল তুলে, বুকের দিকে তাক্ করে ট্রিগার টানলাম!

গরিলাটা ক্রুদ্ধ গর্জন করে উঠে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। আমি আবার গুলি করলাম, তবুও গরিলাটা এগিয়ে আসতে লাগল।

আমি মরীয়া হয়ে উঠলাম। ছুরিটা বার করে শরীরের সমস্ত শক্তি উজাড় করে জন্তুটার বুকে আঘাত করলাম। দেখলাম চকচকে

ছুরিটার ফলা বুকের গভীরে ঢুকে গেল ; ঐ সময়েই গরিলাটা তার বিশাল থাবা তুলে আমাকে আক্রমন করতে এল। রাইফেলটা উঁচুতে তুলে আমি ঐ আঘাতটা এড়াতে চেষ্টা করলাম এবং সেই মুহূর্ত্তে এক ধারে সরে গেলাম।

গরিলাটার থাবার এক আঘাতে রাইফেলের কুঁদোটা টুকরো টুকরো হয়ে গেল ; এই আঘাতটা পড়ার কথা ছিল আমার মাথায়, কিন্তু একটু সরে গিয়ে আমার কাঁধে পড়ল। মাথায় পড়লে মাথাটা ছাতু হয়ে যেত। ঐ এক আঘাতেই আমি প্রচণ্ড জোরে মাটিতে পড়ে গেলাম. মুহূর্ত্তের জন্য মনে হলো আমি বুঝি উঁচু পাহাড়ের চুড়ো থেকে নীচে পড়ছি। তার পরই গাঢ় অন্ধকার আমার চেতনাকে আচ্ছন্ন করে নিল।

আমার যখন একবার জ্ঞান ফিরল তখন আমি ভীষণ অসুস্থ, দুর্বল ; কিছুটা অপ্রকৃতিস্থ। আমি নিশ্চয়ই অনেকক্ষণ নিশ্চল হয়ে পড়ে ছিলাম। যখন চলার চেষ্টা করলাম তখন কাঁধের ব্যথায় আমার প্রাণ বেরিয়ে যাবার উপক্রম হ'ল। কোনক্রমে উঠে দাঁড়ালাম। গরিলার নিষ্প্রান দেহটা আমার পাশে পড়ে আছে। বুলেটের গর্ত্তগুলোর দিকে তাকালাম ; ছুরিটা বুকের গভীরে বিঁধে আছে। আমাকে আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গেই গরিলাটা মারা গেছে।

এর পরে কি ঘটেছে আমার পরিষ্কার মনে নেই। আমার এটুকু মনে আছে যে অনেকক্ষণ ধরে জঙ্গলের এদিক ওদিক করেছিলাম। জ্যাক্ আর পিটারকিনের সঙ্গে যে দেখা হয়েছিল তা আবছা মনে আছে। জ্যাক্ যখন আমার কাঁধের হাড় সঠিক জায়গায় লাগিয়ে দিল এবং ডান হাতটা গায়ের সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে দিল তখন সে অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছিল তা আমার পরিষ্কার মনে আছে। এর পর সবকিছু আবার বিস্মৃতির আড়ালে ডুবে গেল।

আমার মনে হয় অনেক দিন আমি জ্বরে বেঁহুশ হয়ে নৌকার

তলায় শুয়ে ছিলাম। গায়ে যখন শক্তি ফিরে পেলাম তখন দেখলাম আমি এক মিশনারীর বাড়ীতে বিছানায় শুয়ে আছি। আমার বিছানার পাশের জানলা দিয়ে সমুদ্র পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

তিন সপ্তাহের মধ্যে আমি পুরোপুরি সুস্থ, সবল হ'য়ে উঠলাম। মাকারুরুর সঙ্গে ওকানডাগার বিয়ে হ'ল। আমাদের মিশনারী বন্ধুই তাদের বিয়ে দিল। বিয়ের পর তারা ঐ গ্রামেরই উপকূলবর্তী এলাকায় একটা ঘর বানিয়ে সংসার শুরু করল। ইতিমধ্যে নমুনা ভর্তি বাক্সটা জাম্বাই আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল। আমরা ঘরে ফেরার জন্য প্রস্তুত হ'লাম।

ফেরৎ আসা একটা পণ্যবাহী জাহাজে করে আমরা সমুদ্র পাড়ি দিলাম।

বন্ধুদের সঙ্গে এক সাথে রেলিং-এ ঝুঁকে পড়ে আমি তীরের কলা ও গরান গাছের সারির দিকে তাকালাম। আস্তে আস্তে তীর দৃষ্টি সীমার বাইরে চলে যাচ্ছে। কয়েক মিনিট আমরা নিঃশব্দে ধূমপান করলাম, তারপর জ্যাক্ আর পিটারকিন নীচে চলে গেল।

আমি একা সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম। জাহাজটা এগিয়ে যাচ্ছে ; আমার কানে দূর জঙ্গল থেকে ঢোলের শব্দ ভেসে আসছিল। যতক্ষণ পারা যায় আমি কান পেতে ঢোলের শব্দ শুনলাম। বুঝতে পারলাম—এ স্মৃতি কোন দিন ভুলবনা, যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন "অন্ধকারময় মহাদেশের" এই দুঃসাহসিক অভিযান আমার স্মৃতির মণি কোঠায় উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

সমাপ্ত